থানকুনি বলরক্ষক এবং স্মৃতি ও মেধাবৃদ্ধিকারক।

বহুদিন পূর্বেই ইহা পরীক্ষিত হইয়াছে এবং আমেরিকান হোমিও-প্যাথিক ফার্মাকোপিয়ায় স্থান পাইয়া ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে। আমেরিক্যান ফার্মাকোপিয়া মতে এসিয়া মাইনর হইতে প্রেরিত শুষ্ক লতা পাতা হইতে মূল অরিষ্ট প্রস্তুত হয়। কিন্তু বর্তমানে এদেশে থানকুনির তাজা পাতা ও মূল হইতে যে অরিষ্ট প্রস্তুত হইতেছে তাহা অধিকতর ভেষজগুণসম্পন্ন হইবার কথা।

ভেষজ লক্ষণ

একাকী থাকিতে ইচ্ছা (নাক্স ভমিকা, চায়নার ন্যায়; কিন্তু একাকী থাকিতে ভয়—আর্সেনিক, বিসমাথ, লাইকো-পোডিয়াম)। অত্যন্ত চিন্তাযুক্ত।

দুর্বলতার সহিত মাথাধরা এবং মাথাঘোরা। মাথার পিছনদিকে বেদনা। ক্ষুধালোপ; আহারে অনিচ্ছা; অম্ল-উদ্গার; পেটে বায়ুসঞ্চয়, বমনেচ্ছা, পাকাশয়ের স্ফীতি। পাকস্থলীতে খল্লীবৎ বেদনা। পেটে বায়ু যেন বলের আকারে সঞ্চিত হইতেছে, এইরূপ মনে হয়। পাকস্থলীতে উত্তাপবোধ।

উদরে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ভুটভাট শব্দ। অন্ত্রসমূহের তীব্র সঙ্কোচ (violent contraction)। বেদনা—যকৃতের উপরার্ধ প্রদেশে বেদনা।

সরলান্ত্রে ভারবোধ; মলদ্বারে জ্বালা এবং চুলকানি। মলত্যাগে নিষ্ফল প্রবৃত্তি (ineffectual desire for stool)। শুষ্ক কাল মল।

মূত্রাশয়ের সঙ্কোচ। মূত্রনলীতে উত্তেজনা (irritation)।

সর্বদা মূত্রত্যাগের ইচ্ছা, মূত্রস্থলীর গ্রীবাদেশে উত্তেজনা।

যোনিমধ্যে অত্যন্ত চুলকানি, যোনি এবং জরায়ুতে প্রদাহ, ভারবোধ, উত্তাপবোধ, বেদনা। শ্বেতপ্রদর। ডিম্বকোষে বেদনা। জরায়ুপ্রদেশে প্রসববৎ বেদনা।

পুরুষের ধ্বজভঙ্গ; অণ্ডকোষের স্ফীতি।

চর্মের আরক্ততা এবং স্ফীতি। আঁইসবৎ মরামাষযুক্ত ধারসহ চর্মে গোলাকার দাগ। পদে হরিদ্রাভ দাগ। মুখ-মণ্ডলে, গ্রীবায়, বুকে, বাহুতে উরুতে, পৃষ্ঠে অত্যন্ত কণ্ডুয়ন ও প্রচুর ঘর্ম সহ এরিথিমা নামক চর্মরোগ।

জ্বর, অপরাহ্লে কম্প, হস্ত পদ শীতল, হস্তে এবং বাম পদে শীত শীত বোধ, ঘর্ষণে উপশম, গাত্রত্বকের উত্তাপ, মুখমণ্ডলের উত্তাপ, প্রচুর ঘর্ম।

চর্মে ইহার বিশেষ ক্রিয়া প্রকাশ পায়। ইহার ক্রিয়াবশতঃ চর্মের আরক্ততা, কণ্ডুয়ন এবং ঘর্ম প্রকাশ পায়। ডাক্তার অডুইট এই ঔষধ প্রথম পরীক্ষা করিয়াছিলেন। তিনি যোনিকণ্ডুয়ন এবং জরায়ুর দানাময় ক্ষতে ইহার বিশেষ উপকারিতা লক্ষ্য করিয়াছেন। উপদংশ এবং গণ্ডমালায় (scrofula) আনুষঙ্গিক কুষ্ঠরোগে ইহা বিশেষ উপযোগী হইতে দেখা গিয়াছে। ফলতঃ কুষ্ঠ ব্যাধিতে ইহার যথেষ্ট উপকারিতা আমেরিকার এবং ভারতের বহু চিকিৎসক স্বীকার করিয়াছেন। ডাঃ বয়লো সর্বপ্রথম কুষ্ঠ রোগে এই ঔষধ ব্যবহার করিয়া আশানুরূপ ফল প্রাপ্ত হন। একনি রোজেসিয়া নামক দৃঢ় চর্মযুক্ত বয়োব্রণ রোগে ইহা বিশেষ উপযোগী। ডাঃ সালজার এই রোগে হাইড্রোকোটাইল ব্যবহার করিয়া বিশেষ ফল পাইয়াছিলেন।

শাদা ও রক্তামাশয়ে ইহা বিশেষ উপযোগিতার সহিত ব্যবহৃত হয়।

শ্লীপদ বা গোদরোগেও ইহার ব্যবহার আছে।

মূত্র এবং স্ত্রীজননেন্দ্রিয়ের রোগে ইহা ব্যবহৃত হয়। মূত্রস্থলী বা ব্লাডারের মুখের নিকটে উত্তেজনা এবং অধিক পরিমাণে প্রস্রাবে ইহা ব্যবহৃত হইতে পারে। স্ত্রীলোকদিগের মূত্রস্থলীর প্রদাহে (inflammation of bladder in females) ইহা বিশেষ উপযোগী।

পুরুষ এবং স্ত্রী উভয় জননেন্দ্রিয়েই ইহার ক্রিয়া দেখা যায়। জননেন্দ্রিয়ের কণ্ডুয়ন এবং জ্বালা এই ঔষধ ব্যবহারে শীঘ্রই নিরাময় হইয়া থাকে। স্ত্রীজননেন্দ্রিয়ে গরমবোধ।

যকৃতের উপরিভাগে বেদনা লক্ষণযুক্ত সিরোসিস অব লিভার রোগে ইহা ব্যবহৃত হয়।

ইহার ২x ও ৩x ক্রমই ব্যবহৃত হয়। কিন্তু জরায়ু এবং মূত্ররোগে ও বয়োব্রণে ৩০ এবং চর্মরোগে, বিশেষতঃ কুষ্ঠব্যাধিতে ২০০ শক্তি ফলপ্রদ।

কুলেখাড়া বা কুলেকাঁটা

(Hygrophila Spinosa)

সাধারণ নাম—সংস্কৃত—কোকিলাক্ষ, কাকেক্ষু, ক্ষুরক, ইক্ষুগন্ধা; বাংলা—কণ্টকলিকা, কুলেখাড়া, কুলেকাঁটা*; হিন্দি, পাঞ্জাবী,

---

* আয়ুর্বেদ মতে—

ক্ষুরকঃ শীতলো বৃষ্যঃ স্বাদম্লঃ পিত্তলস্তথা।
তিক্তো বাতোমশোথাশ্ম তৃষ্ণারুচ্য নিলাস্রজিৎ॥

অর্থাৎ কুলেখাড়া শীতবীর্য, শুক্রবর্ধক, মধুর-অম্ল-পিত্ত-রস এবং পিত্তবর্ধক। ইহা আমবাত, শোথ, অশ্মরী, তৃষ্ণা, অরুচি ও বাতরক্ত নাশক।

কাশ্মীর—তালামাখানা ; গুজরাতী—এখারো ; মারাঠী—কোলস্থন্দা ; তেলেগু—নিরুগব্বি ; তামিল—নেরুমল্লি ; মালয়লম—ভয়ালচুল্লী।

ইহা অ্যাকান্থেসী (acanthaceæ) জাতীয় উদ্ভিদ। ইহার অপর দুইটি ডাক্তারী নাম—হাইগ্রোফিলা লংগিফোলিয়া (hygrophila longifolia) ও অ্যাস্টারাক্যান্থা লংগিফোলিয়া (asteracantha longifolia)।

বাঙ্গালা দেশের কোন স্থানের লোক ইহাকে "আগুনজ্বালা" বলে ; কারণ ইহার কাঁটা গায়ে বিঁধিলে সেই স্থান ফুলিয়া উঠে ; লাল হয় এবং জ্বালায় অস্থির হইতে হয়। কুলেখাড়ার কাঁটা বিষাক্ত।

প্রাচীন আয়ুর্বেদীয় গ্রন্থকারদের মত—

চরক—মূত্রকৃচ্ছ্রতা এবং মূত্রাশয়ে ছোট বড় পাথরি।

সুশ্রুত—ধাতুদৌর্বল্য।

বাগ্‌ভট্ট—রক্তদুষ্টি জন্য যাবতীয় চর্মরোগ।

চক্রদত্ত—উদরী।

বঙ্গসেন—নিরাপদ প্রসবে (easy delivery) বিশেষ উপযোগিতার সহিত ব্যবহৃত হয়।

হারীত—অনিদ্রায় উপকারী। ইহার শিকড় মস্তকে ধারণ করিলে সুনিদ্রা হয়।

ডাঃ প্রমদাপ্রসন্ন বিশ্বাস ইহার আংশিক পরীক্ষা করিয়াছেন।

হাইগ্রোফিলা, আর্টিকেরিয়া বা শীতপিত্তের একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ। গ্রীষ্মের সময় রোগের উৎপত্তি এবং গরমে বৃদ্ধি ইহার বিশেষ লক্ষণ। আর্টিকেরিয়া রোগে এপিস এবং রাস টক্স ঔষধের সহিত ইহার প্রকৃতিগত সাদৃশ্য আছে। কুলেখাড়ার কাঁটা গায়ে বিঁধিলে অসহ্য জ্বালা-যন্ত্রণা হয় এবং চর্মে ফোলা ও লাল দাগ দেখা যায়। এপিস বা মধুমক্ষিকার হুল চর্মে বিদ্ধ হইলে এই প্রকারের পরিবর্তন উপস্থিত হয়। আবার

রাস টক্স গুল্মের পাতা গায়ে লাগিলেই চর্মে প্রদাহ উপস্থিত হইয়া পীড়কা উৎপন্ন হয়। রাস টক্সে গাত্রের স্থানে স্থানে দাগড়া দাগড়া লালবর্ণের ফোস্কা, তৎসহ তীব্র কণ্ডূয়ন থাকে, অথচ চুলকাইলে উহা বাড়ে। এপিস জ্ঞাপক আমবাত ঠাণ্ডায় উপশম হয়; উহাতে জ্বালা, চুলকানি এবং হুলফুটানবৎ বেদনা (stinging pain) থাকে। সিপিয়া জ্ঞাপক আমবাত গায়ে হাওয়া লাগিলে বাড়ে, কিন্তু হাইগ্রোফিলা জ্ঞাপক আমবাত এবং অন্যান্য চর্মরোগ গরমে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়।

গরমে উৎপত্তি এবং বৃদ্ধি—এই লক্ষণে অন্যান্য চর্মরোগেও হাইগ্রোফিলা উপযোগিতার সহিত ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ইহার উদ্ভেদ ক্ষুদ্র লালবর্ণের, দেখিতে হাম এবং ঘামাচির ন্যায়। উহার নিম্নের এবং পার্শ্ববর্তী চর্মও লালবর্ণযুক্ত। চামড়া মরিয়া ঘামাচির ন্যায় খোলোস উঠে। চুলকাইলে সামান্য রস নির্গত হয়। চর্মরোগে ইহা এপিস, রাস টক্স এবং গ্র্যাফাইটিসের তুল্য। হাইগ্রোফিলা এবং রাস টক্সে তরল কষাণি ঝরে, কিন্তু গ্র্যাফাইটিসের কষাণি মধুর ন্যায় গাঢ়। এপিসে শোথের লক্ষণ প্রবল।

আর্টিকেরিয়া বা আমবাত সহ ম্যালেরিয়া জ্বরেও ইহার ব্যবহার আছে। জ্বর প্রায়ই সকালের দিকে আসে; পিপাসা বা শীত তেমন থাকে না। জ্বরের সঙ্গে সঙ্গে আর্টিকেরিয়া বা আমবাত দেখা দেয়, উহাতে অসহ্য চুলকানি—ঠাণ্ডায় উপশম হয়। জ্বরের মধ্যে আমবাত এপিস, হিপার সালফার, রাস টক্স এবং ইগ্নেসিয়া ঔষধেও আছে। এপিসে শীতের পরে উত্তাপের আরম্ভে রোগী ঘুমাইয়া পড়ে এবং তাহার শরীরে আমবাত বাহির হয়। হিপার সালফারে শীতাবস্থার পুর্বে এবং শীতাবস্থাতে আমবাত প্রকাশ পায়। উত্তাপাবস্থায় এবং ঘর্মাবস্থায় আমবাতে রাস টক্স; কিন্তু কেবলমাত্র উত্তাপাবস্থায় অত্যন্ত কণ্ডূয়নশীল আমবাতে ইগ্নেসিয়া ব্যবহৃত হয়।

হাইগ্রোফিলা বসন্তের একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ। সমস্ত শরীরে বসন্তের গুটি, তাহাতে অত্যন্ত চুলকানি এবং জালা, গুটিগুলি সংলগ্ন হইয়া চামড়া বাঁধে, পীড়কা মধ্যে পুঁজের বদলে জলীয় জিনিষ থাকিলে ইহা অধিকতর উপযোগী হইয়া থাকে।

ক্যালোট্রপিস জায়গ্যানটিয়ার পীড়কায় পুঁজ হয়, জরও প্রবল, প্রলাপ, নিউমোনিয়া, ব্রঙ্কাইটিসের জন্য বুকে বেদনা। চক্ষু আক্রান্ত হইলে, বিশেষতঃ এই দুরূহ ব্যাধির পরিণাম ফল, দৃষ্টিহীনতায় ইহা বিশেষ উপযোগিতার সহিত ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

শীতকম্প সহ প্রবল জর, মাথাধরা, পিপাসা, চোখ জালা, মানসিক অবসাদসহ যদি অসম্যকভাবে পীড়কা প্রকাশ পায়, তাহা হইলে নাটা বা কুইনিয়া ইণ্ডিকা প্রয়োগ করিলে, পীড়কা ভালভাবে বাহির হইয়া ব্যাধি আরোগ্যে সহায়তা করে, অথবা ঐ অবস্থা হইতেই রোগের প্রকোপ স্বাভাবিকভাবে কমিয়া যায়।

গরমে বৃদ্ধি এবং ঠাণ্ডায় উপশম—এইরূপ লক্ষণাক্রান্ত ঘামাচি, পামা এবং অন্যান্য চর্মরোগেও হাইগ্রোফিলা ব্যবহৃত হয়। ইরিসিপেলাস বা বিসর্প, হাম, রক্তবর্ণ পীড়কাযুক্ত নানাপ্রকার চর্মরোগ এবং রসস্রাবযুক্ত ও ফুসকুড়িযুক্ত নানাপ্রকার চর্মরোগে ইহা উপকারী। বাতরক্তের লক্ষণযুক্ত চর্মরোগে (যেমন চর্মের উপর চাকা চাকা দাগ এবং চর্মের বর্ণবিকৃতি প্রভৃতি) এবং রক্তদুষ্টিজনিত ক্ষত ও কুষ্ঠ ব্যাধিতেও ইহার উপযোগিতা দেখা যায়। এই সঙ্গে যকৃতের দোষ, শোথ এবং মূত্রকৃচ্ছ্রতা বর্তমান থাকিলে ইহা অধিকতর উপযোগী হয়।

ক্রম—ইহা মধ্য ও উচ্চ ক্রমে ব্যবহৃত হয়। ক্ষেত্রবিশেষে ৩x এবং ৬x ক্রমও ব্যবহৃত হয়।

ইহার ক্রিয়া গভীর এবং দীর্ঘকালস্থায়ী।

কুটরাজ বা কুর্চি

(Holarrhena Antidysenterica)

সাধারণ নাম—সংস্কৃত—কুটজ, কলিঙ্গ, ইন্দ্রজব, গিরিমল্লিকা; বাংলা—কুর্চি* ; হিন্দি—কুচ্চি, কুরেয়া ; গুজরাতী—ইন্দ্রজবেরু ; মারাঠী—কুদা ; বম্বে—পলধ্রকুরা ; তেলেগু—ইন্দ্রব্রহ্মমু ; তামিল—ভেপ্‌পলাই ; কানাড়ীজ—কোরাসিগিমা গিদা ; ইংরাজী—কুর্চি, কোনেসী, তেল্লিচেরী বার্ক।

ইহার বীজকে সংস্কৃতে ইন্দ্রজব এবং বাংলা ও হিন্দিতে ইন্দ্রজল বলে।

ইহা অ্যাপোসিনাসী (apocynaceæ) জাতীয় উদ্ভিদ।

প্রকার (varieties): ইহা দুই প্রকার—শাদা এবং কাল। শাদা প্রকারকে হলেরিনা ডিসেন্ট্রিকা বলে এবং ইহা সাধারণতঃ ঔষধার্থে ব্যবহৃত হয়। ইহার ছাল শাদা, হল্‌দে রং এবং ইহা পুরুষ-জাতীয় গাছ বলিয়া কথিত। ইহার বীজ তিক্ত, ফুল শাদা, কিন্তু কাল জাতীয় গাছকে রাইটিয়া টিংটোরিয়া (wrightia tinctoria) বলে। ইহা স্ত্রী-জাতীয় বৃক্ষ। ইহার ছাল কাল, বীজ মিষ্টাস্বাদযুক্ত, ফুল শাদা এবং মিষ্টগন্ধযুক্ত।

প্রাচীন আয়ুর্বেদীয় গ্রন্থকারদের মত—

চরক—রক্তবমন, কুষ্ঠ, ক্ষয়রোগীদের রক্তামাশয়, রক্তস্রাবী অর্শ এবং পিত্তবমনযুক্ত উদরাময়।

---

* আয়ুর্বেদ মতে—

কুটজ কটুকো রুক্ষো দীপনস্তবরো হিমঃ।
অর্শোঽতিসার পিত্তাস্র কফতৃষ্ণামকুষ্ঠনুৎ ॥

অর্থাৎ কুর্চি—কটু, কষায়-রস, রুক্ষ, অগ্নির দীপক, শীতবীর্য এবং ইহা অর্শ, অতিসার, পিত্ত, রক্তদোষ, কফ, তৃষ্ণা, আমদোষ ও কুষ্ঠ বিনাশক।

সুশ্রুত—অর্শ এবং রক্তামাশয়।

ভাবপ্রকাশ—বহুমূত্র।

রক্তামাশয়ে ইহার ছাল উৎকৃষ্ট মুষ্টিযোগরূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

রক্তামাশয় এবং রক্তাতিসারের তরুণ অবস্থায় অত্যধিক পেটবেদনার সহিত বহুল পরিমাণে আম ও রক্ত নির্গত হইতে থাকিলে কুর্চি বিশেষ উপযোগিতার সহিত ব্যবহৃত হইতে পারে। এস্থলে অ্যাটিস্টা র‍্যাডিক্স এবং কলোসিন্থ ঔষধের সহিত ইহার তুলনা করা যাইতে পারে। আমাশয়ে পুরাতন অবস্থায় আমরক্তের ভাগ যখন কমিয়া আসে অথচ পেটবেদনা ও কোঁথ প্রভৃতি আনুষঙ্গিক উপসর্গ বর্তমান থাকে, তখনও ইহা ব্যবহৃত হয়। কুর্চি এ অবস্থায় সালফারের সহিত তুলনীয়। আমাশয় পুরাতন হইয়া যখন গ্রহণীতে পরিণত হয়, সেই সঙ্গে যখন দুর্বলতা, শরীরের ক্ষয়, অক্ষুধা, অরুচি প্রভৃতি লক্ষণ বর্তমান থাকে, তখনও ইহা বিশেষ উপযোগিতার সহিত ব্যবহৃত হইতে পারে।

ইহার কয়েকটি প্রুভিং হয়। সম্ভবতঃ প্রথম প্রুভিং ইং ১৮৭৩ সালে দীনবন্ধু মুখোপাধ্যায় নামক একজন ২৩ বৎসর বয়স্ক সুস্থ যুবকের উপর দিয়াই হয়। আসাম, গৌরীপুরের ডাঃ কালীকুমার ভট্টাচার্য ইং ১৯৩৫ সালে সম্ভবতঃ ইহার শেষ প্রুভিং করেন; তাহাতে যে সকল লক্ষণ প্রকাশ পাইয়াছিল এস্থলে তাহাই দেওয়া হইল—

মন—উদ্বেগে পূর্ণ, আশঙ্কা—শীঘ্রই কোন দুর্ঘটনা ঘটিবে।

মস্তক—কামড়ানি বেদনা, মস্তক সময়ে সময়ে উত্তপ্ত (hot) মনে হয়।

বক্ষঃস্থল—অস্বস্তিভাব, যাহা প্রকাশ করিয়া বলা যায় না, মলত্যাগের পর উপশম।

নিদ্রা—অভাব।

চক্ষু—জ্বালা, সময়ে সময়ে জল পড়ে।

নাসিকা—ভিতরে শুষ্ক ভাব।

মুখ—মুখের ভিতরে ও ওষ্ঠে শুষ্ক অনুভূতি। জিহ্বায় সামান্য শাদা লেপ।

অঙ্গ প্রত্যঙ্গ—জ্বরের সময়ে হাত পায়ে কামড়ানি বেদনা, হাঁটুতে দুর্বলতা অনুভব।

উদর—সময়ে সময়ে নাড়ীর চারিদিকে মোচড়ান বেদনা, আম-রক্তযুক্ত মলত্যাগের পরে উপশম। ডানদিকে চাপিয়া শয়নে বৃদ্ধি।

মলদ্বার—মলত্যাগকালে মলদ্বারের চারিদিকে বেদনা।

রোগী-বিবরণ—রক্তামাশয়ে কুর্চি।

১৯৩৯ খ্রীস্টাব্দের জুলাই মাসে একটি ৫ বৎসরের বালক রক্তামাশয়ে আক্রান্ত হয়। কিছুদিন ধরিয়া মুষ্টিযোগ চলে, কিন্তু তাহাতে বিশেষ কিছু উপকার হয় না। ২৮শে জুলাই তারিখে আমার ডাক হয়। ঐ দিন অপরাহ্ণে আমি যাইয়া দেখিলাম, প্রত্যহ ১০।১২ বার দাস্ত হইতেছে; দিনের বেলাতেই বৃদ্ধি, রাত্রিতে ২।৩ বার মাত্র হয়; কখনও আমরক্ত, কখনও বা শুধু টাটকা রক্ত। পেটে বেদনা ও কোঁথানি বেশ আছে; রোগী কিছু খাইতে চাহে না, মুখে অরুচি। পেটে বেদনা সব সময়ের জন্য আছে। তিন দিন পর্যন্ত অ্যাটিস্টা র‍্যাডিক্স ২x দিয়া কোন ফল না পাইয়া বিস্মিত হইলাম। তিন দিন কলোসিন্থ ৬x দেওয়া হয়। দাস্ত বারে কমিল, দিন রাত্রিতে ৫।৬ বার হইতে লাগিল, কিন্তু ইহাতে অন্যান্য উপসর্গ কমে নাই। ৪ঠা অগস্ট হইতে কুর্চি ৩x প্রত্যহ ৩ মাত্রা করিয়া দিতে লাগিলাম। ইহাতে প্রত্যহই কিছু উপকার দেখা যায় এবং এক সপ্তাহে রোগী সম্পূর্ণ সুস্থ হয়।

ইহা মার্ক-কর, মার্ক-সল, কলোসিন্থ, অ্যালো, সালফার প্রভৃতির তুল্য ঔষধ।

ক্রম—ইহার নিম্নক্রম ২x, ৩x এবং ৬x সাধারণতঃ ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

বাসক

(Justicia Adhatoda)

সাধারণ নাম—সংস্কৃত—বাসক*, সিংহপর্ণী, সিংহমুখী ; বাংলা—বাসক ; হিন্দি—অরুষ, রাস ; পারশ্য—বংশ ; তেলেগু—আদ্দাসারাসেন ; তামিল—আদাটোড়াই ; মালয়লম—আটালিটাকাম ; মারাঠী—আদলসা ; গুজরাতী—আদনসা, আড়ুরাসপিয়া ; ইংরাজী—মালাবার নাট।

ইহা অ্যাকানথেসী (acanthaceæ) জাতীয় উদ্ভিদ। ইহার অপর ডাক্তারী নাম—আঢাটোডা বাসিকা (adhatoda basika)।

ইহা আমাদের দেশে প্রায় সর্বত্র সুপরিচিত, সেকারণ বিস্তৃত বিবরণ অনাবশ্যক। সর্বপ্রকার কাশিতে কবিরাজ মহাশয়গণ ইহা প্রচুর পরিমাণে ব্যবহার করিয়া থাকেন। মুষ্টিযোগরূপে ইহার পাতা যথেষ্ট পরিমাণে ব্যবহৃত হয়। 'বেঙ্গল কেমিক্যালে'র কৃপায় "বাসক সিরাপ" আজ গৃহে গৃহে বিরাজিত। জ্বরে পিপাসা নিবারণের জন্য ইহার পাতার ক্বাথ ব্যবহৃত হয়। ইহার পাতা দিয়া পানীয় জল সিদ্ধ করিলে, জল রোগৎপাদক জীবাণু বর্জিত হয়।

---

* আয়ুর্বেদ মতে—

বাসকো বাতকৃৎ স্বর্যঃ কফপিত্তস্রনাশনঃ ॥
তিক্তস্তুবরকো হৃদ্যো লঘুঃ শীতস্তৃড়র্তিনুৎ।
শ্বাসকাস জ্বরচ্ছর্দি মেহকুষ্ঠক্ষয়াপহঃ ॥

অর্থাৎ বাসক বায়ুজনক, স্বরবর্ধক, তিক্ত-কষায়-রস, হৃদয়গ্রাহী, লঘু ও শীতবীর্য। ইহা কফ, রক্তপিত্ত, তৃষ্ণারোগ, শ্বাস, কাশ, জ্বর, বমি, প্রমেহ, কুষ্ঠ ও ক্ষয়রোগ নাশক।

বাসক কত বড় ভেষজগুণসম্পন্ন তাহা নিম্নলিখিত শ্লোক হইতে সহজেই অনুমিত হয়—

বাসয়াং বিদ্যমানয়ামাশায়াং জীবিতস্য চ।
রক্তপিত্তী, ক্ষয়ীকাসী কিমর্থমবসীদতি ॥

বাসক বিদ্যমান থাকিতে রক্তপিত্ত, ক্ষয়কাশ এবং সাধারণ কাশগ্রস্ত রোগীদের হতাশ বা অবসন্ন হইবার কারণ নাই।

৭।৮টি বাসক পাতা গোমূত্রসহ বাটিয়া প্রলেপে খোস আরোগ্য হয়। প্রত্যহ মাত্র চারিটি বাসক পাতার ক্বাথ সেবনে ক্ষয়রোগে উপকার পাওয়া যায়। ডাল, পাতা এবং শিকড় (ত্রিবাসক) মিছরিসহ সেবনে কাশির উপকার হয়। ম্যালেরিয়া জরেও বাসকের উপকারিতা দেখা যায়। ডালসহ বাসকের পাতা থেঁতো করিয়া পাচনের রীতিতে সিদ্ধ করিয়া ঐ ক্বাথ কয়েক দিবস ব্যবহার করিলে ম্যালেরিয়া জর বন্ধ হয়।

চরক—রক্তপিত্তে ;

সুশ্রুত—ক্ষয়কাশে, প্রবল কাশিতে ফুসফুস সম্বন্ধীয় ব্যাধিতে এবং পাণ্ডুরোগে।

ভাবপ্রকাশ—পিত্তশ্লেষ্মাযুক্ত জরে ;

চক্রদত্ত—পুরাতন ও মৃদু জরে এবং কণ্ঠরোগে ;

বঙ্গসেন—অর্শে ইহার উচ্চ প্রশংসা করিয়া গিয়াছেন।

হোমিওপ্যাথি-মতে, কলিকাতা ভবানীপুরের ডাঃ শরচ্চন্দ্র ঘোষ এম ডি, এই ঔষধ আবিষ্কার করিয়া, শুধু ভারতবর্ষে নয়, পরন্তু সুদূর আমেরিকা এবং ইউরোপ খণ্ডেও খ্যাতি অর্জন করিয়াছেন। ১৯০৩ খ্রীস্টাব্দের মে মাসে, ডাঃ ঘোষ ইহা নিজ শরীরে পরীক্ষা করেন এবং তাঁহার তত্ত্বাবধানে আরও কয়েকটি পরীক্ষা সম্পাদিত হয়। এই সকল পরীক্ষা বিবরণ আমেরিকার 'হোমিওপ্যাথিক রেকর্ডার' নামক মাসিকপত্রে প্রকাশিত হয়। অতঃপর ফ্রান্স, বেলজিয়াম, জার্মানী, ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশের প্রসিদ্ধ পত্রিকাগুলিতেও এই সম্বন্ধে আলোচনা প্রকাশিত হয় এবং সেই সকল প্রদেশের খ্যাতনামা হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসকগণ ইহা হোমিওপ্যাথিক ভৈষজ্যতত্ত্বের একটি ফলপ্রদ ঔষধ বলিয়া প্রচার করেন। লণ্ডনের প্রসিদ্ধ চিকিৎসক ডাঃ ক্লার্ক লিখিত ডিকশানারী অব প্র্যাকটিক্যাল মেটিরিয়া মেডিকা এবং আমেরিকার বোরিক ও ব্ল্যাকউডের মেটিরিয়া মেডিকায় ইহা স্থান পাইয়াছে।

ডাঃ ঘোষ কর্তৃক পরীক্ষার বহু পরে, আমেরিকার অন্তর্গত রিচমণ্ড সহর নিবাসী জে ডি ডবলিউ সি নামক জনৈক চিকিৎসক স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া তাঁহার নিজ শরীরে ইহা পরীক্ষা করেন।

ভেষজ লক্ষণ

রোগীর সহজেই ক্রোধের উদয়, মেজাজ খারাপ এবং কথা বলিতে অনিচ্ছা। মাথা গরম এবং তুই রগ দপ্ দপ্ করে।

অত্যন্ত হাঁচির সহিত বহুল পরিমাণে তরল শ্লেষ্মা নির্গত হয়; শ্লেষ্মার জন্য নাক বন্ধ হয় ও ফুলিয়া উঠে। ঘ্রাণ ও স্বাদের লোপ পায়। কপালে তীব্র বেদনা এবং কামড়ানি।

জিহ্বায় শাদা লেপ; মুখ এবং গলা শুষ্ক। তৃষ্ণা, দাঁতে বেদনা, গলা শুষ্ক এবং উহাতে বেদনা; ঢোক গিলিবার সময়েও বেদনা করে।

ক্ষুধার সম্পূর্ণ অভাব, খাইবার ইচ্ছা মোটেই থাকে না।

কাশিতে কাশিতে শ্লেষ্মাবমন।

যকৃৎ প্রদেশে বেদনা। পেটে বায়ুসঞ্চয় এবং উহার অধোদিকে নিঃসরণ।

স্বরভঙ্গ, কাশিতে কাশিতে দম আটকাইয়া আসে। গলমধ্যে সাঁইসাঁই করে। কাশিতে কাশিতে রক্তমিশ্রিত, অথবা শক্ত হরিদ্রাভ শ্লেষ্মা নিঃসরণ। অবিশ্রান্ত ও ভয়ানক কাশি। বুকে অনেক শ্লেষ্মা জমা রহিয়াছে বলিয়া মনে হয়, কিন্তু কাশিতে কাশিতে সামান্যই নির্গত হয় (অ্যান্টিম-টার্টের ন্যায়)।

জাষ্টিসিয়া সর্বপ্রকার শ্বাসযন্ত্র পীড়ার উৎকৃষ্ট ঔষধ। সর্দি, কাশি, ব্রঙ্কাইটিস, নিউমোনিয়া, স্বরভঙ্গ, যক্ষ্মাকাশি, রক্তপিত্ত, জ্বর প্রভৃতিতে ইহা বিশেষ উপযোগিতার সহিত ব্যবহৃত হয়। যক্ষ্মারোগের প্রথম অবস্থায় ইহা বিশেষ ফলপ্রদ।

জাষ্টিসিয়া জ্ঞাপক কাশি অবিশ্রান্ত এবং ভয়ানক হয়। বুকে যেন শ্লেষ্মা জমা রহিয়াছে এইরূপ মনে হয়, শ্লেষ্মার শব্দও শুনা যায়, কিন্তু কাশিতে কাশিতে অতি অল্পই নির্গত হয়; এস্থলে ইহা অ্যান্টিম-টার্ট ঔষধের তুল্য। আবার শুষ্ক কাশিতেও জাষ্টিসিয়ার ব্যবহার আছে। গলার মধ্যে সাঁইসাঁই করে, কাশিতে কাশিতে দম আটকাইয়া আসে, রাত্রে কাশি বাড়ে। রক্তমিশ্রিত, অথবা শক্ত হরিদ্রাভ শ্লেষ্মা নির্গত হয়। রাত্রিকালীন শুষ্ক কাশিতে জাষ্টিসিয়া বিশেষ উপ-যোগিতার সহিত ব্যবহৃত হয়; এস্থলে ইহাকে বেলেডোনা, হায়োসায়েমাস, ড্রসেরা প্রভৃতি ঔষধের সমকক্ষ বলা যাইতে পারে। শুধু তাই বা কেন? এই সকল ঔষধের সমস্ত লক্ষণই একমাত্র জাষ্টিসিয়াতে পাওয়া যায়। বেলেডোনার কাশি রাত্রিতে শয়নে বাড়ে কাশিতে কাশিতে রোগীকে উঠিয়া বসিতে হয়—কিন্তু উঠিয়া বসিলেও কাশির নিবৃত্তি হয় না। হাইওসিয়েমাসের কাশি বেলেডোনার অনুরূপ, কিন্তু এস্থলে রোগী উঠিয়া বসিলে তাহার কাশির নিবৃত্তি হয়। ড্রসেরায় শয়নের পরেই গলা খুসখুস করিয়া অবিরত কাশি হয়। রিউমেক্স ঔষধের শয়নে বর্ধনশীল রাত্রিকালীন শুষ্ক কাশি আছে। ইহার কাশি ঠাণ্ডা বাতাসেও বাড়ে, যে জন্য রোগী তাহার সর্বশরীর ঢাকিয়া শয়ন করে। অবিশ্রান্ত কষ্টদায়ক শুষ্ক কাশি, কাশিতে কাশিতে রোগী ক্লান্ত হইয়া পড়ে। রিউমেক্সের রোগীতে প্রায়ই প্রাতঃকালীন উদরাময় বর্তমান থাকে। মার্ক-সলের কাশিও শুষ্ক, সন্ধ্যাকালে এবং রাত্রিতে শয়নের পরে শয্যার উত্তাপে বাড়ে।

শিশুদের হুপিং কাশিতে ইহা উপযোগী। কাশিতে কাশিতে শিশুর দম আটকাইয়া আসে, শক্ত হইয়া যায় এবং নীলবর্ণ ধারণ করে। কাশিতে কাশিতে বমি হয়, পেটে কিছু থাকে না; কোষ্ঠকাঠিন্য এবং অগ্নিমান্দ্য বর্তমান থাকে। সর্দির আধিক্যযুক্ত হুপিং কাশিতে ইহা প্রায় অমোঘ। এরূপ অবস্থায় বেলেডোনাও ব্যবহৃত হয়। হুপিং কাশিতে ইপিকাক ও ড্রসেরার সহিত ইহার তুলনা করা যাইতে পারে।

সর্দিতেও ইহা বিশেষ উপযোগিতার সহিত ব্যবহৃত হইয়া থাকে। অনবরত হাঁচি হয় এবং নাক দিয়া অধিক পরিমাণ তরল শ্লেষ্মা নির্গত হয়। নাক ফুলিয়া উঠে, বেদনা করে এবং শ্লেষ্মায় বন্ধ হইয়া যায়।

কপালে বেদনা হয় এবং কামড়াইতে থাকে।

ব্রঙ্কাইটিস, নিউমোনিয়া এবং ইনফ্লুয়েঞ্জার পরবর্তী কাশে জাষ্টিসিয়া বিশেষ উপযোগিতার সহিত ব্যবহৃত হয়। প্রতি বৎসর শীতকালে যাহাদের সর্দি কাশি হয়, জাষ্টিসিয়া তাহাদের একটি বিশিষ্ট ঔষধ।

যকৃতের উপরও ইহার বিশেষ ক্রিয়া আছে। যকৃতের ক্রিয়া বৈলক্ষণ্যে ইহা ব্যবহৃত হয়। যকৃতে বেদনা এবং যকৃৎস্থানে কুটকুট করে। পেটে বায়ু জমিয়া থাকে, গড়গড় শব্দ হয় এবং বায়ু নিঃসরণ হয়।

ক্রম—ইহার ২x, ৩x এবং ৩০ ক্রম সর্বদা ব্যবহৃত হয়।

রোগী-বিবরণ—(ক) নিউমোনিয়ায় জাস্টিসিয়া।

রাখাল দেব, বয়স ৩০। ১৩ই অগস্ট ১৯৩৩ তারিখে—জর, কাশি, গাত্রবেদনা প্রভৃতিতে আক্রান্ত হন।

১৫ই অগস্ট, রাত্রি ৮টার সময় আহূত হইয়া দেখিলাম—জর, কাশি, গাত্রবেদনা, পেটফাঁপা আছে এবং ৭।৮ বার করিয়া পাতলা দাস্ত হইতেছে। রাস টক্সের লক্ষণ পাইয়া, রাত্রির জন্য তাহাই দুই মাত্রা দিয়া আসি।

১৬ই এবং ১৭ই অগস্ট, উক্ত ঔষধের ৩০ ক্রম চলিল। বাহ্যে বারে কম হইলে গাত্রবেদনাও কম, কিন্তু পেটফাঁপা বা অন্যান্য উপসর্গ সমভাবে রহিল, জরও একই প্রকার। মাথা অত্যন্ত গরম—জলধারা প্রয়োগে একটু কমে, কিন্তু জল বন্ধ করিলেই আবার গরম হইয়া উঠে।

১৮ই সকালে, ব্যাপটিসিয়া ৩x দেওয়া হয়। ডান ফুসফুসে ক্রেপিটেশান বা কেশে কেশে ঘর্ষণের ন্যায় করকর শব্দ পাওয়া যায়, বাঁ দিকেও ব্রঙ্কাইটিস আছে। পূর্বে রোগীর একবার নিউমোনিয়া হইয়াছিল। রাত্রি ১২টার সময় রোগী হঠাৎ অজ্ঞান হইয়া পড়েন। ডাকিলে সাড়া পাওয়া যায় না, সমস্ত শরীর অসাড়। সেই সময়ে যাইয়া দেখিলাম, মাথা অত্যন্ত গরম—জর বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে এইরূপ হইয়াছে। দিনের বেলায় প্রলাপ ছিল, কিন্তু কোন্ বিষয়ে প্রলাপ তাহার স্থিরতা কিছু নাই। লটারী ইত্যাদির কথাই বলেন। বেলেডোনা ৩০ দুই মাত্রা এবং মাথায় জলধারা প্রয়োগের ব্যবস্থা করিলে কমিয়া যায়।

১৯শে অগস্ট—আজও বেলেডোনা ৩০ দেওয়া হয়। পথ্য মসুর-সিদ্ধ জল, ছানার জল, শঠির পালো ইত্যাদি। দাস্ত পূর্বাপেক্ষা কম হইতেছে, কিন্তু প্রলাপ আছে। পিপাসা বুকে ক্রেপিটেশানের সঙ্গে মিউকাস রালস বা শ্লেষ্মা জমায় ঘড়ঘড় শব্দ বেশী পরিমাণে পাওয়া যায়। শ্বাস প্রশ্বাস অতি দ্রুত।

২০শে অগস্ট—দুই দিন বেলেডোনা প্রয়োগে মাথাগরম, পেট-ফাঁপা, উদরাময়, জর প্রভৃতি সমস্ত উপসর্গ কমে, কিন্তু শুষ্ক কাশি এবং ডানদিকের সমগ্র ফুসফুসটিই আক্রান্ত বলিয়া মনে হইল ; ঔষধ ফসফরাস ৩০, দিন রাত্রিতে ৪ মাত্রা।

২১শে অগস্ট—অবস্থা পূর্ববৎ। প্রলাপ আছে। ঔষধ একই।

২২শে অগস্ট—রোগীর অত্যন্ত অবসন্নতা দৃষ্ট হইল; শ্লেষ্মা একটু সরল বলিয়া মনে হয়, কিন্তু কিছু উঠে না। ঔষধ অ্যান্টিম-টার্ট ৩০। জ্বর ক্রমে কমিতেছে।

২৩শে অগস্ট—অবস্থা পূর্ববৎ। ঔষধ একই।

২৪শে অগস্ট—আজ ১২ দিনে জ্বর বিচ্ছেদ হইয়া যায়। বুকের অবস্থা পূর্ববৎ, উৎকাশি বেশী, প্রলাপ কম, পিপাসাও কম। ঔষধ একই।

২৫শে অগস্ট—কাশি কিছুমাত্র কমে নাই। সকালে এক মাত্রা সালফার ৩০ দিয়া পুনরায় অ্যান্টিম-টার্ট দেওয়া হয়।

২৬শে অগস্ট—অবস্থা পূর্ববৎ। বুকে ক্রেপিটেশান এবং শ্লেষ্মার ঘড়ঘড় শব্দ আছে, শ্বাস প্রশ্বাসও দ্রুত, উৎকাশি বেশী হইয়াছে, জ্বর আর হয় নাই। ঔষধ জাষ্টিসিয়া ৩০, তিন মাত্রা।

২৭শে অগস্ট—কাশি কমিয়াছে। ঔষধ একই। উদরাময় নাই।

২৮শে অগস্ট—আজ যাইয়া রোগীর আশ্চর্য পরিবর্তন দেখিলাম। বুকের উভয় পার্শ্বই পরিষ্কার, ক্রেপিটেশান বা মিউকাস রালস নাই বলিলেই হয়, প্রলাপ নাই, শ্বাসপ্রশ্বাস স্বাভাবিক হইয়াছে। ঔষধ অনৌষধি।

ইহার পর আর ঔষধের প্রয়োজন হয় নাই। ৩০শে অগস্ট রোগীকে অন্নপথ্য দেওয়া হয়।

(খ) হুপিং কাশিতে জাস্টিসিয়া।

২৪ পরগনার মালঞ্চ গ্রামে একটি এক বৎসর বয়স্ক বালকের হুপিং কাশি। আক্রমণ হইতে প্রায় একমাস পর্যন্ত মুষ্টিযোগ চলে। কিন্তু রোগের আক্ষেপ, বমন ইত্যাদি উপসর্গ বেশী হইতে থাকে, এই সময়ে রোগী আমার হাতে আসে। দমবন্ধ হইবার উপক্রম হয়, এই প্রকারের কাশি, পথ্য দিবার পর হইলেই বমি করিয়া দেয়। কষ্টকর কাশি দেখিয়াই তাহাকে এক সপ্তাহ ক্যাসিয়া সোফেরা ২x দিই, তাহাতে

অনেকটা উপশম হয়, কাশি কমে এবং উহার আক্ষেপ কম হয়, জাষ্টিসিয়া ৩০ অর্ধ ফোঁটা মাত্রায় দিনে দুইবার, এক সপ্তাহ দেওয়ায় সে আরোগ্য লাভ করে।

রক্তবাসক

(Justicia Rubrum)

শ্বেতবাসকের ন্যায় ইহা সুলভ নহে। কুচবিহার এবং দার্জিলিং অঞ্চলে ইহা অপেক্ষাকৃত অধিক পরিমাণে দেখা যায়। ইহার ফুল গাঢ় রক্তবর্ণ। পাতাও অপেক্ষাকৃত পুরু, লম্বা এবং গাঢ় সবুজবর্ণের হয়।

কাশির সহিত রক্ত উঠিলেও সাধারণ বাসকের ব্যবহার আছে; কিন্তু যেখানে রক্তের পরিমাণ খুব বেশী, অথবা ক্ষয়কাশগ্রস্ত রোগীর অত্যধিক পরিমাণে রক্তবমন হয়, সেস্থলে জাষ্টিসিয়া রুব্রাম অধিকতর উপযোগিতার সহিত ব্যবহৃত হয়। **Hæmoptysis** বা রক্তোৎকাশেও ইহা বিশেষ ফলপ্রদ। অ্যাকালাইফা ইণ্ডিকা, ইপিকাক, মিলিফোলিয়াম, ফিকাস রিলিজিওসা প্রভৃতি ঔষধের সহিত ইহার তুলনা চলিতে পারে।

কালমেঘ

(Andrographis Paniculata)

সাধারণ নাম—সংস্কৃত—যবতিক্ত, ভূনিম্ব, মহাতিক্ত, শংখিনী, জবী, তিক্ত, যশস্বিনী ; বাংলা—কালমেঘ ; হিন্দি—কিরিয়াত ; পারস্য—নাইনি-হাবান্দি ; গুজরাতী—কিরিয়াটো ; ওলেনকিরায়েত ; তেলেগু—নিলাভেমু ; তামিল—নিলাভম্বু ; মালয়লম—নিলাভেলু কিরিয়াত্ ; ইংরাজী—দি গ্রেট কিং অব বিটারস।

ইহা অ্যাকানথেসী (acanthaceæ) জাতীয় উদ্ভিদ।

কালমেঘের* নাম জানে না, বাঙ্গালা দেশে এমন গৃহস্থ বোধ হয় একটিও নাই। শিশুদের যকৃতের দোষ ঘটিলেই আজকাল অনেক গৃহস্থ কালমেঘের তরল সার কিনিয়া খাওয়াইয়া থাকেন। নানাবিধ ম্যালেরিয়া জরেও কুইনাইনের পরিবর্তে পল্লীগ্রামে কালমেঘ পাতার রস অনেকে ব্যবহার করিয়া থাকেন। যে সকল দরিদ্র লোকের কুইনাইন কিনিবার ক্ষমতা নাই, তাহারা ম্যালেরিয়া জরে ইহা প্রায়ই ব্যবহার করে। অনেকে মনে করে কুইনাইন অপেক্ষা ইহার কার্যকরী শক্তি অনেক বেশী। কালমেঘ পাতার রস—মধু, লবণ, অথবা চিনি সহযোগে শিশুদের উদরাময়, উদরাধ্মান বা পেটফাঁপা এবং কৃমি রোগে ব্যবহৃত হয়। কম্পজরে ইহার শিকড়ের ক্কাথ উপকারী।

---

* আয়ুর্বেদ মতে ইহা—

তিক্তাম্লা দীপনী রুচ্যা রেচনা চ বিষাস্রনুৎ।
ক্রিমি কুষ্ঠ জ্বরহরী বালানাং শুভাদায়িনী॥

অর্থাৎ ইহা তিক্তাম্লরস, অগ্নিদীপক, রুচিকর ও রেচক। ইহা বিষদোষ, রক্তদুষ্টি, কৃমি, কুষ্ঠ ও জ্বর নাশক। বালকদিগের পক্ষে ইহা সুফলপ্রদ।

আমাদের দেশে পূর্বে প্রাচীনগণ শিশুদের নানাবিধ উপসর্গে "আলুই" ব্যবহার করিতেন। "আলুই" কাহাকে বলে বর্তমানকালে নবীনগণ বোধ হয় জানেনই না। কিন্তু ডাইমক তাঁহার প্রসিদ্ধ পুস্তকে আমাদের নিজস্ব "আলুই"-য়ের একটি চমকপ্রদ বিবরণ দিয়াছেন। ইংলণ্ডে ইহাই কুইনাইনের পরিবর্তে "হালভিভা" নামে পেটেণ্ট ঔষধরূপে ব্যবহৃত হইত। ইহা কালমেঘের পাতা এবং গোলমরিচ ভিন্ন আর কিছুই নহে†। আর এক প্রকারের "আলুই" আমাদের দেশে এখনও স্থানে স্থানে ব্যবহৃত হয়। ইহার প্রধান উপাদান উচ্ছে পাতা; "উচ্ছে" প্রবন্ধে ইহার কথা বলিব।

ভেষজ লক্ষণ

রোগীর সর্বদা অবসন্ন এবং বিমর্ষ ভাব। কাজ করিতে এমন কি, কথা বলিতেও ইচ্ছা করে না, সামান্য কারণেই ক্রোধের সঞ্চার হয়।

ভ্রান্তি একটি বিশেষ লক্ষণ; বিশেষ পরিচিত লোকের নামও মনে থাকে না, কাজ করিতেও ভুল হয়।

প্রথমে কপালের তুই রগে, পরে সমস্ত মাথায়, এমন কি, মাথার পিছনদিকে পর্যন্ত বিস্তৃত বেদনা। কাশিতে মাথায় এবং ললাট প্রদেশে বেদনা অনুভব করে। সঞ্চালনে বেদনার বৃদ্ধি।

† "Quite recently, under the name of Halviva, which appears to be a corruption of the Bengali word 'Alui or Alvi,' a preparation of the drug has been advertised in England as a substitute for quinine. The dose of the dried leaves is about ten grains combined with twenty grains of black-pepper."—*Dymock, Vol. III. pp. 46-47.*

চক্ষুতে জ্বালা এবং উহা হরিদ্রাবর্ণযুক্ত।

সর্দি ও হাঁচি।

মুখের তিক্ত আস্বাদ এবং উহাতে বিস্বাদবোধ। জিহ্বায় শাদা লেপ, উহার অগ্রভাগ ঈষৎ লাল।

ঢেঁকুর উঠে। অপরাহ্নে অজীর্ণ উদ্গার। গলা বুক জ্বালা করে, পেট ভার এবং উহাতে পূর্ণতাবোধ, পেটের মধ্যে ঘুটঘুট করা, নিম্নদিকে বায়ু নিঃসরণ (লাইকোপোডিয়ামের ন্যায়)।

প্লীহা ও যকৃৎ বড় এবং উহাতে বেদনা। শিশুদের যকৃৎরোগ।

কোষ্ঠবদ্ধ—পুনঃপুনঃ বাহ্যের বেগ অথচ বাহ্যে হয় না (নাক্স ভমিকার ন্যায়)। কাল রঙের গুটলে অল্প মল, অথবা পিত্তসংযুক্ত তরল মল। কিন্তু কোষ্ঠবদ্ধ ও মলের স্বল্পতাই অধিকাংশ স্থলে লক্ষিত হয়।

শিশুদের পাণ্ডু বা কামলা রোগ, প্রস্রাব হরিদ্রাবর্ণের।

স্ত্রীলোকগণের মাসিক ঋতুস্রাব অত্যন্ত অনিয়মিত। কোন মাসে বেশী, কোন মাসে কম ; সেই সঙ্গে অনিদ্রা, হৃদ্‌স্পন্দন, যকৃতে বেদনা, চোখ মুখ হাত পা জ্বালা ইত্যাদি উপসর্গ।

ঘাড়ে, পিঠে, মাজায় এবং স্থানে স্থানে বেদনা।

হাতে পায়ে জ্বালা, ঠাণ্ডা জলে ধুইলে আরাম বোধ হয়।

কালমেঘ নানাবিধ ম্যালেরিয়া জ্বরের, বিশেষতঃ প্লীহা ও যকৃৎ-সংযুক্ত পুরাতন জ্বরের একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ হইয়াছে। শিশুদের কালাজ্বরে ইহা ব্যবহার করিয়া আমরা অনেক স্থলে বিশেষ ফল পাইয়াছি।

সবিরাম প্রকৃতির জ্বর প্রত্যহ ৮।৯টায় বা ১০টা হইতে ১২টার মধ্যে আসিতে পারে। জ্বরের সময় সামান্য পিপাসা হয়। পাতলা ভেদ, সর্দি, কাশি এবং যকৃৎস্থানে বেদনা ইহার আনুষঙ্গিক উপসর্গ। উদরাময়ের পরিবর্তে কোষ্ঠবদ্ধও থাকিতে পারে। চোখ, মুখ, হাত, পা বিশেষতঃ হাতের তেলো জ্বালা করা কালমেঘের বিশেষত্ব। জ্বরের সময় রোগীর নড়াচড়া করিতে ইচ্ছা করে না, চুপ করিয়া থাকিতেই ভালবাসে। জ্বরের ভোগকালের মধ্যে কখনও শীতবোধ, কখনও জ্বালা, কখনও ঠাণ্ডায় রোগী ভাল বোধ করে, কখনও উহাতে বিরক্ত হয়—এই প্রকারের মিশ্র এবং পরস্পর বিরোধী অবস্থা দেখা যায়। সবিরাম বা স্বল্পবিরাম জ্বর যাহাদের দুইবার করিয়া আসে এবং পিত্ত প্রকোপের আধিক্য দেখা যায়, তাহাদের পক্ষে ইহা বিশেষ উপযোগী ; অর্থাৎ পিত্তপ্রধান দ্বৈকালীন জ্বরের ইহা অন্যতম উৎকৃষ্ট ঔষধ। জ্বর আসিবার সঙ্গে সঙ্গে মাথাধরা। কোন কোন ক্ষেত্রে মাথাধরা নাও থাকিতে পারে।

শিশুদের লগ্নজ্বরেরও ইহা একটি ঔষধ। দুইবার করিয়া জ্বরের বেগ দেওয়া ইহার বিশেষত্ব। যকৃতের দোষযুক্ত ঘুষঘুষে জ্বর এবং শিশুযকৃৎ (infantile liver) সংযুক্ত জ্বরেও ইহা বিশেষ উপযোগী। শিশুদের কামলা রোগ, চক্ষু ও প্রস্রাব হরিদ্রাবর্ণের।

প্লীহা, যকৃৎসংযুক্ত পুরাতন জ্বর, সেইসঙ্গে হাত পা চোখ মুখ জ্বালা, মাথাধরা প্রভৃতি লক্ষণ থাকে। অ্যালোপ্যাথিক চিকিৎসকগণ এইরূপ জ্বরকে প্রায়ই কালাজ্বর বলিয়া থাকেন। কালাজ্বরে, বিশেষতঃ শিশুদের কালাজ্বরে কালমেঘ একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ।

হাত পা জ্বালা এবং উহাতে গরমবোধ, মানসিক অবসাদ ও বিষণ্ণতা, মুখের খারাপ আস্বাদ এবং জিহ্বার উপরে তিক্ত ও পচা স্বাদ, কোষ্ঠবদ্ধ এবং মলের স্বল্পতা, লক্ষণের পরিবর্তনশীলতা এবং একই

অবস্থার বিপরীত ভাব শরীরে বারংবার প্রকাশ পাওয়া, শরীর ভার-বোধ এবং সেজন্য রোগী ধীরে ধীরে চলে, ইত্যাদি কালমেঘের বিশেষ প্রয়োগ লক্ষণ।

হাত পায়ের জ্বালার জন্য, ঐগুলি ঠাণ্ডা জলে ধুইলে রোগী আরাম বোধ করে। ঠাণ্ডায় রোগী উপশম বোধ করে। রোগী নড়াচড়া না করিয়া চুপ করিয়া থাকিতে ভালবাসে।

ক্রম—২x, ৩x, ৬x এবং ৩০ শক্তি সর্বদা ব্যবহৃত হয়।

রোগী-বিবরণ—জ্বরে কালমেঘ।

(ক) শ্রীযুত……বন্দ্যোপাধ্যায়, বয়স প্রায় ৫০। কিছুদিন হইতে পুরাতন জ্বরে ভুগিতেছেন। কুইনাইন খাইয়া জ্বর চাপা দেন, কিন্তু দুই চারি দিন পরে আবার প্রকাশ পায়। ১৯৩২ খ্রীস্টাব্দের ৭ই অগস্ট পুনরায় জ্বর হইলে সরকারী ডাক্তারখানা হইতে এক মাত্রা কুইনাইন মিকশ্চার খান। ইহার অব্যবহিত পরেই হঠাৎ পেটে অত্যন্ত বেদনা উপস্থিত হয়, দুইবার পিত্ত দাস্ত হয় এবং গা-বমি-বমি করিতে থাকে। এই সময়ে এক দিন অন্তর অপরাহ্ণে জ্বর আসিতেছিল। ইপিকাক ২০০ এক মাত্রা দেওয়ায় উপসর্গ অনেকটা দূর হয়, রাত্রিতে জ্বর বিচ্ছেদ হইয়া যায়, কিন্তু মাথা ভার এবং হাত পা জ্বালা থাকে। পিত্ত দাস্ত আর একবার হয়। সমস্ত শরীরে সর্বসময়ের জন্য জ্বালা, জ্বরের সময়ে উহাই প্রবল আকার ধারণ করে। ৮ই এবং ৯ই দুই দিন পালসেটিলা ৩০ দেওয়া হয়। ইহাতে জ্বরের প্রকৃতি এবং সময় পরিবর্তিত হয়।

১০ই অগস্ট—পালসেটিলা ২০০ এক মাত্রা।

১১ই অগস্ট—পূর্বদিন জ্বরের বেগ সামান্য কম মনে হইয়াছে। ঔষধ অনৌষধি।

১২ই অগস্ট—আর কোন উপশম দেখা যাইতেছে না, অধিকন্তু হাত পা এবং চোখ মুখ জ্বালা অত্যধিক। শীতবিহীন জ্বর প্রত্যহ অপরাহ্নে আসিতেছে। ঔষধ কালমেঘ ৩০, দুই মাত্রা জ্বর আসার পূর্বে দেওয়া হয়।

১৩ই অগস্ট—জ্বর পূর্ববৎ, কিন্তু দাহ পূর্বাপেক্ষা কম। ঔষধ পুনরায় কালমেঘ ৩০ দুই মাত্রা।

১৪ই অগস্ট—আর জ্বর হয় নাই, শরীরে জ্বালা-যন্ত্রণা আর নাই। আজও দুই মাত্রা কালমেঘ দেওয়া হইল। ইহার পর আর ঔষধের প্রয়োজন হয় নাই।

(খ) রুস্তম সেখ, বয়স প্রায় ৩০। স্বল্পবিরাম প্রকৃতির জ্বর, ৪।৫ দিন ধরিয়া শয্যাগত। শরীরে বোধ হয় তিনটি ধাতুদোষই বর্তমান। কাল বিশ্রী চেহারা, বহুদিন হইতে গাত্রচর্ম অত্যন্ত খসখসে, সাইকোসিস বিষদুষ্টের ন্যায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঢিবলী দেহের বহুস্থানে বর্তমান। গাত্রচর্ম ফাটা ফাটা এবং দুর্গন্ধযুক্ত।

২৩শে অগস্ট ১৯৪০—সকালে দেখিলাম জ্বর ১০১°। ইহার পরেই বৃদ্ধি পায়। অস্থিরতা, পিপাসা, গাত্রদাহ তিনটিই প্রবল দেখিয়া বিশেষতঃ গাত্রের দুর্গন্ধ লক্ষ্য করিয়া আর্সেনিক ৩০, দিন রাত্রির জন্য দুই মাত্রা দিয়া আসিলাম।

২৪শে অগস্ট—অবস্থা একই প্রকার। ঔষধ—অনৌষধি।

২৫শে অগস্ট—পুনরায় সকালে যাইয়া দেখিলাম, ১০১°। তখনও দাহ প্রবল এবং দাহের জন্য বহুদিন রোগী অত্যন্ত ছটফট করিয়াছে। সমস্ত শরীরে জ্বালা, পিপাসা আছে, অধিকন্তু কয়েকবার পিত্ত দাস্ত হইয়াছে। আর্সেনিককে সুযোগ দিবার আর অবসর হইল না। এই সময়ে এই প্রকৃতির জ্বরে কালমেঘ দিয়া বেশ ফল পাইতেছিলাম। আজও ঔষধ পরিবর্তন করিয়া কালমেঘ ৬x তিন

মাত্রা দিয়া আসিলাম। পথ্য কচি ডাবের জল, ছানার জল, কাঁচা কলার মণ্ড ইত্যাদি।

২৬শে অগস্ট—পূর্বদিন জর দাহ ও দাস্ত, সমস্ত উপসর্গই কম ছিল। ঔষধ সেই একই।

২৭শে অগস্ট—পূর্বদিন জর বিচ্ছেদ হইয়া গিয়াছে, আর আসে নাই। জালা খুব কম, দাস্ত নাই। ঔষধ সেই একই।

২৮শে অগস্ট—পুনরাক্রমণ নিবারণ জন্য আরও দুই দিনের ঔষধ দিয়া, আজ রোগীকে অন্নপথ্য দেওয়া হয়।

ঘোষালতা

(Luffa Bindal)

সাধারণ নাম—সংস্কৃত—কোশাতকী, দেবদালী, ব্রতকোষ; বাংলা—ঘোষালতা*; হিন্দি—বিন্দাল, ঘাগের বেল; বম্বে, গুজরাতী, মারাঠী—কুকদবেল, ভাপল, দেওদানগীর।

---

* আয়ুর্বেদ মতে—

দেবদালী রসে তিক্তা কফার্শঃ শোথ পাণ্ডুতাঃ।
নাশয়েদ্ বামনী তীক্ষ্ণা ক্ষয়হিক্কা ক্রিমিজ্বরান্॥
দেবদালী ফলং তিক্তং ক্রিমিশ্লেষ্মবিনাশনম্।
স্রংসনং গুল্মশূলঘ্নমর্শোঘ্নং বাতজিৎ পরম্॥

অর্থাৎ দেবদালী বা ঘোষা তিক্তরস, বমনকারক, তীক্ষ্ণ এবং ইহা কফ, অর্শ, শোথ, পাণ্ডু, ক্ষয়, হিক্কা, কৃমি ও জ্বর নাশক।

ইহার ফল—তিক্তরস, স্রংসন গুণযুক্ত এবং ইহা কৃমি, কফ, গুল্ম, শূল, অর্শ ও বায়ু নাশক।

ইহা কিউকারবিটেসী (cucurbitaceæ) জাতীয় উদ্ভিদ। ইহার অপর ডাক্তারী নাম—লুফা একিনেটা (luffa echinata)।

ইহা ঝিঙা জাতীয় গাছ এবং ইহার ফল ক্ষুদ্র তেলাকুচা ফলের ন্যায়। ইহার লতা, পাতা, ফল ইত্যাদি সমস্তই তিক্তস্বাদবিশিষ্ট।

মুষ্টিযোগ হিসাবে এবং আয়ুর্বেদ মতেও ইহা বর্ধিত প্লীহা ও যকৃতে বিশেষ উপযোগিতার সহিত ব্যবহৃত হইয়া থাকে। লতা, পাতা এবং ফল থেঁতো করিয়া জলে ভিজাইয়া, সেই জল পান করিলে, অনেকবার দাস্ত হইয়া প্লীহা এবং যকৃতের উপশম হয়।

হোমিওপ্যাথি মতেও ইহার নিম্ন ক্রম ১০।১৫ ফোঁটা মাত্রায় বর্ধিত প্লীহায় বিশেষ উপযোগী। সিয়ানোথাস অ্যামেরিকানাসের পরিবর্তে, অথবা যেস্থলে উক্ত ঔষধ ব্যবহারে কোন ফল পাওয়া যায় নাই, সে স্থলে লুফা বিণ্ডাল ব্যবহার করা যাইতে পারে। পিত্তশূল (gallstone colic) এবং যকৃতের নানাবিধ রোগেও ইহা বিশেষ উপযোগিতার সহিত ব্যবহৃত হইতে পারে। বর্ধিত প্লীহা ও যকৃৎ এবং শোথযুক্ত পুরাতন ম্যালেরিয়া জ্বরে ইহা উপযোগী।

অর্শরোগে ইহার ব্যবহার আছে এবং অর্শের বাহ্যনলীতে ইহার বাহ্যপ্রয়োগ বিশেষ উপযোগী। অর্শবলির অবস্থানুসারে, ইহার মূল অরিষ্ট ৫ বা ১০ ফোঁটা এক আউন্স জলে মিশাইয়া, সেই জলে পরিষ্কার তুলা বা ন্যাকড়া ভিজাইয়া বলির উপর প্রয়োগ করিতে হয়।

নূতন ও পুরাতন সর্দিরোগেও ইহা ব্যবহৃত হয়। সামান্য কারণেই যাহাদের পুনঃপুনঃ সর্দি হয় এবং সহজে সারিতে চাহে না তাহাদের পক্ষে ইহা বিশেষ উপযোগী।

ক্রম—সাধারণতঃ ২x, ৩x ও ৬x ফলপ্রদ।

———

তিতপোল্লা

(Luffa Amara)

সাধারণ নাম—সংস্কৃত—কটুকী, তিক্ত, কোশাতকী ; বাংলা—তিতপোল্লা*, তিত ধুন্দুল ; হিন্দী—কারবিতুরাই ; বম্বে—কাড়ু-শিরোলা ; গুজরাতী—কাড়ুঘিযোদী, রান্‌তুরাই ; তেলেগু—ভেরিবীরা ; তামিল—পেপ্‌পিরাকাম্‌ ; কানাড়ীজ—কাহিকীরা ; মালয়লম—অথঙ্গ।

ঘোষালতার ন্যায় ইহাও কিউকারবিটেসী (cucurbitaceæ) জাতীয় উদ্ভিদ, ইহার অপর ডাক্তারী নাম—লুফা ফিটিডা (luffa fœtida)।

ধুঁধুল ঝিঙা জাতীয় ফল এবং ঝিঙ্গার ন্যায় তরকারিতে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ভ্রমক্রমে ধুঁধুল বলিয়া যাহারা তিতপোল্লা খাইয়াছে, তাহাদিগের অত্যন্ত ভেদ বমি হইতে দেখা গিয়াছে। তিতপোল্লা অত্যন্ত তিক্তস্বাদবিশিষ্ট। পূর্বে বর্ধিত প্লীহার মুষ্টিযোগ হিসাবে ইহা ব্যবহৃত হইত। ইহাতে অত্যধিক পরিমাণ ভেদ হইয়া প্লীহার উপকার করে।

ইহার ক্রিয়া অনেকটা লুফা বিণ্ডালের ন্যায়।

ডাঃ শরচ্চন্দ্র ঘোষ, এম ডি তাঁহার *Drugs of Hindoosthan*এ ইহার একটি চমকপ্রদ (interesting) প্রুভিং-এর কথা লিখিয়া গিয়াছেন। মেদিনীপুরের শ্রীবামাপদ জানা নামক এক ভদ্রলোক, পুরাতন জ্বরে অনেকদিন পর্যন্ত ভুগিয়া অত্যন্ত দুর্বল হইয়া পড়েন। একজন সন্ন্যাসীর

---

* আয়ুর্বেদ মতে—

মহাকোশাতকী স্নিগ্ধা রক্তপিত্তানিলাপহা॥

অর্থাৎ—মহাকোশাতকী স্নিগ্ধ এবং রক্তপিত্ত ও বায়ু নাশক।

শরণাপন্ন হইলে, তিনি দুই সপ্তাহ পর্যন্ত প্রত্যহ তিতপোল্লার রস সেবনের পরামর্শ দেন, কিন্তু মাত্রা তিনি বলেন নাই, বামাপদ বাবুও জিজ্ঞাসা করেন নাই। ইং ১৯০০ সালের ৬ই জুন এক আউন্স সেবন করেন, পরদিনও সকাল ৭টায় আর এক আউন্স খান। বেলা ৮টা হইতে পাতলা দাস্ত এবং বমি হইতে থাকে। মল প্রথমে জলের ন্যায় পরে চাউলধোয়া জলের ন্যায়, কখনও বা মিউকাসযুক্ত; বমিতে পিত্ত ও জল; ভেদবমি পরে একই সময়ে হইতে থাকে, বেদনাহীন। মুখ-মণ্ডল ক্রমে মলিন ভাব ধারণ করিল; হাত পা ঠাণ্ডা এবং তাহাতে চট্‌চটে ঘাম দেখা দিল, নাড়ীও ক্ষীণ হইয়া আসিল। প্লীহা ও যকৃৎস্থানে তিনি অল্প অল্প বেদনা অনুভব করিতে লাগিলেন। এই সময়ে ডাঃ ঘোষ তাঁহাকে দেখেন এবং রিসিনাস কমুনিস ৬ প্রয়োগে তাঁহাকে নিরাময় করেন।

ভেদ, বমন, মাথাধরা, পিপাসা লক্ষণযুক্ত প্রাতঃকালীন সবিরাম জ্বরে, বিশেষতঃ বর্ধিত প্লীহা এবং যকৃতে রক্তসঞ্চয় হইলে ও উহাতে বেদনা থাকিলে বিশেষ উপযোগী হয়। এস্থলে নাক্স ভমিকা, পডোফাইলাম, ইপিকাক প্রভৃতি ঔষধের সহিত ইহার তুলনা করা যায়। নিকট্যান্থিস ও ট্রাইকোস্যান্থিস এই দুইটি দেশীয় ঔষধের সহিতও ইহার সামঞ্জস্য আছে।

অত্যধিক বমনে, বিশেষতঃ যাহাতে পেটের নাড়ী উপড়ে উঠিয়া আসিতেছে এরূপ মনে হয়, তাহাতে লুফা আমারা বিশেষ ফলপ্রদ হইতে পারে। অত্যধিক বমন নিবারণে ইহাকে ইপিকাক ঔষধের সহিতও তুলনা করা যাইতে পারে।

অতিসার এবং সরল প্রকৃতির কলেরায় ইহা উপযোগিতার সহিত ব্যবহৃত হইয়া থাকে। সাধারণ উদরাময় ধীরে ধীরে কলেরাতে পরিণত হয়, বেদনাশূন্য মল—জলবৎ বা চাউলধোয়া জলের ন্যায়, অথবা আম-

মিশ্রিত জলবৎ। জলশ্লেষ্মা বা পিত্তবমন ঘন ঘন হইতে পারে। ভেদ বমন একই সঙ্গে হয়, মুখ শুকাইয়া যায় এবং অতিরিক্ত পিপাসা হয়। হাত পা ঠাণ্ডা, সমস্ত শরীরে জ্বালা বর্তমান থাকিতে পারে, নাড়ী সূত্রবৎ অতি দুর্বল, কপালে ঘাম হয়। ইহার লক্ষণ এবং ক্রিয়া রিসিনাসের ন্যায়। রিসিনাসের পরিবর্তে, অথবা রিসিনাস দিয়া যেখানে উপকার পাওয়া যায় নাই, সেখানে লুফা আমরা প্রয়োগ করিয়া দেখা উচিত।

ক্রম—২x, ৩x, এবং ৬x ফলপ্রদ।

রোগী-বিবরণ—পার্নিসাস জ্বরে লুফা আমারা।

……মোড়লের স্ত্রী, বয়স অনুমান ২৫। বন্ধ্যা এবং বাধক পীড়াগ্রস্তা। অবিচ্ছেদী জ্বরের সঙ্গে ভেদ, বমি, দাহ, বিশেষতঃ মাথায় খুব জ্বালা। এক সপ্তাহেরও উপর বিনা চিকিৎসায় আছে। ৬ই নভেম্বর (১৯৪০) সন্ধ্যার পরে যাইয়া দেখিলাম, দুপুরের পরে জ্বর বাড়িয়াছে, অনেকবার ভেদ বমি হইয়াছে ; তখনও কষ্টকর ওয়াকতোলা আছে। ঘন ঘন পিপাসার সঙ্গে রোগিনী অত্যন্ত অস্থিরতা প্রকাশ করিতেছে। বাহ্যিক লক্ষণ খারাপ না হইলেও নাড়ী সূত্রবৎ এবং মন্দগতিবিশিষ্ট। রাত্রির জন্য দুই মাত্রা আর্সেনিক ৬ দিয়া আসিলাম।

৭ই নভেম্বর—সকালে শুনিলাম, অধিক রাত্রি হইতে রোগিনী ভালই আছে। সকালে বোধ হয় জ্বর নাই, অথবা খুব সামান্য আছে ; ভেদ বমি নাই। আর আর্সেনিক দিতে সাহস হইল না। দুই মাত্রা চায়না ৬x পাঠাইয়া দিলাম।

৮ই নভেম্বর—আবার গতকল্য বৈকালে জ্বর বাড়িয়াছে, জ্বালা খুব বেশী, বমি ও ওয়াকতোলা আছে, পিপাসাও আছে। ঔষধ ওলডেন-ল্যাণ্ডিয়া ৩০ (ক্ষেতপাপড়া) তিন মাত্রা।

বেলা ১১টার সময় যাইয়া দেখিলাম, সামান্য জর আছে, অন্য কোন উপসর্গ নাই। কিন্তু ইহার পরেই জর বাড়ে। বৈকালে পুনরায় ডাক হইল। যাইয়া দেখিলাম, জরের সঙ্গে সঙ্গে পুনরায় ভেদ বমি আরম্ভ হইয়াছে, পিপাসা প্রবল, বমি এবং কষ্টদায়ক ওয়াকতোলায় রোগিনীর যেন দম আটকাইয়া আসিতেছে। পেটে অসহ্য বেদনা, রোগিনী বিছানায় এপাশ ওপাশ করিতেছে, বুকেও খিল ধরিতেছে, মাঝে মাঝে বলিতেছে আর বাঁচিব না। অ্যাকোনাইটের কথা মনে হইলেও, এই অস্থিরতা বা মৃত্যুভয় অ্যাকোনাইটের নহে, ইহাই আমার ধারণা হইল। বমির জন্য যে কষ্ট হইতেছে, তাহাতেই এই সব উপসর্গ। তখনকার মত তুই মাত্রা ইপিকাক ৩০ দিয়া আসিলাম।

৯ই নভেম্বর—সকালে শুনিলাম, শেষ রাত্রে উপসর্গ কমিয়াছে এবং খুব ঘাম হইয়া বোধ হয় জর ছাড়িয়া গিয়াছে। যে সব ঔষধ দিয়াছি, কোনটায় স্থায়ী ফল হয় নাই এবং কোনটার উপর নির্ভর করিতে পারিতেছি না। এরূপ ক্ষেত্রে দেশীয় ঔষধে (শেফালিকা, ক্ষেতপাপড়া, পটোল প্রভৃতি) অনেক স্থলে বেশী ফল পাই, আবার কোন কোন স্থলে পাই না। এক্ষেত্রে সুযোগ (**fair trial**) দিবার অবসর জুটিতেছে না।

গতকল্য রোগিনীর বিছানার পার্শ্বে বসিয়া এবং তাহার বমি দেখিয়া তিতপোল্লার ছবিটাই যেন আমার চোখের সম্মুখে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। দিন রাত্রির জন্য লুফা আমারা ৬x চারি মাত্রা দেওয়া হইল। বৈকালে ৪টার সময় যাইয়া দেখিলাম, রোগিনী চুপ করিয়া শুইয়া আছে, ভেদ বমন প্রভৃতি কোন উপসর্গ নাই, গাত্রতাপ ৯৮°।

১০ই নভেম্বর—গত রাত্রিতে কোন উপসর্গ নাই। পূর্ব নিয়মানুসারে, গত রাত্রি হইতে জর বাড়িয়া আজ নানা উপসর্গ হইবার কথা। ঔষধ সেই একই তিন মাত্রা।

১১ই নভেম্বর—মাথার জালা ভিন্ন আর কোন উপসর্গ হয় নাই, বা জ্বরও আসে নাই। আজও ঔষধ একই ; পথ্য চিড়ার-মণ্ড।

১২ই নভেম্বর—অতিরিক্ত দুর্বলতা ভিন্ন আর কোন উপসর্গ দেখা যায় না। চায়না ৬x তিন মাত্রা দিয়া অন্নপথ্য দেওয়া হয়।

জ্বর বা অন্য কোন উপসর্গ আর ফিরিয়া আসে নাই।

দণ্ডকলস বা ঘলঘসে

(Leucus Aspera)

সাধারণ নাম—সংস্কৃত—দ্রোণপুষ্পী, চিত্রপত্রিকা ; বাংলা—দ্রোণফুল, দণ্ডকলস, ঘলঘসে* ; পাঞ্জাবী—গুলদোরী ; গুজরাতী—কুলানো ফুল ; হিন্দি—গুমামধুপতি ; সিন্ধি—কুবো, মারাঠী—বাহুফুল ; তেলেগু—তুমনী ; তামিল—তুম্বে ; মালয়লম—তুম্বো।

ইহা লেবিয়েটী (labiatæ) জাতীয় উদ্ভিদ, ইহার অপর দুইটি ডাক্তারী নাম—লিউকাস সেফালোটিশ (leucus cephalotes) এবং লিউকাস লিনিফোলিয়া (leucus linifolia)।

ডাঃ আর এন খোরীর মতে ইহার ব্যবহারস্থল—কামলা বা জণ্ডিস, কাশি, নাসা এবং আন্ত্রিক সর্দি, চর্মরোগে ইহার বাহ্য প্রয়োগ চলে।

---

* আয়ুর্বেদ মতে—

দ্রোণপুষ্পী গুরুঃ স্বাদুরুক্ষোষ্ণা বাতপিত্তকৃৎ ॥
সতীক্ষ্ণ লবণা স্বাদুপাকা কট্বীচ ভেদিনী।
কফামকামলা শোথ তমকশ্বাস জন্তুজিৎ ॥

অর্থাৎ দ্রোণপুষ্পী বা ঘলঘসে গুরু, লবণাক্ত মধুর, কটুরস, রুক্ষ উষ্ণবীর্য, বায়ু ও পিত্ত বর্ধক, তীক্ষ্ণ, মধুরবিপাক ও ভেদক। ইহা কফ, আম, কামলা, শোথ, তমকশ্বাস ও কৃমি নাশক।

ইহা উত্তেজক, কফনিঃসারক এবং মৃদু বিরেচক (stimulant, expectorant and gentle laxative)। ডাঃ আর এন চোপরা বলেন—ইহা সর্দি, পাঁচড়া এবং সর্পদংশনে ব্যবহৃত হয়। ইহা insecticide বা কীটনাশক।

আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসকগণও বলেন—ইহা কাশি, রক্তামাশয়, জণ্ডিস বা কামলা, উদরী, শ্লৈষ্মিক উপসর্গ এবং ক্রিমিরোগে উপকারী। অরুচি, চর্মরোগ, প্লীহা যকৃতের বৃদ্ধিযুক্ত জ্বর, স্ত্রীলোকদের রজোলোপেও ইহার উপযোগিতা স্বীকার করিয়াছেন।

মুষ্টিযোগ হিসাবে দ্রোণের কতকগুলি দেশীয় ব্যবহার আছে। ইহার পাতা অরুচিনাশক। প্লীহারোগেও ইহা ব্যবহৃত হয়। বহুদিন জ্বর ভোগের পর অরুচি জন্মিলে অনেকে ইহা ভাজিয়া খাইয়া থাকে। ইহার মূল হাঁপানির ঔষধ। রক্তামাশয়েও ইহার পাতা গোলমরিচ সহ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। পাতার রস গায়ে মাখিয়া স্নান করিলে চুলকানির উপকার হয়। জণ্ডিস বা কামলা রোগীর চক্ষুমধ্যে দিলেও কামলার উপশম হয়। পালাজ্বরেও ইহার পাতার রসের নস্য ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

এই সমস্ত রোগে, হোমিওপ্যাথি মতে প্রস্তুত ইহার নিম্ন ক্রম ২x, ৩x এবং ৬x ব্যবহারে ফল পাওয়া যায়। প্লীহা ও যকৃৎসংযুক্ত পুরাতন ম্যালেরিয়া জ্বর, হাঁপানি, সর্দি, কাশি ও চুলকানি রোগে এবং পিত্তজনিত অন্যান্য উপসর্গে ইহা ব্যবহৃত হইয়া থাকে। সুস্থ শরীরে এখনও ইহার পরীক্ষা হয় নাই, কিন্তু ব্যবহার ক্ষেত্রে ইহার প্রয়োগ চলিতেছে।

সর্পাঘাতে ইহার মূল অরিষ্ট ২০ বা ৩০ ফোঁটা মাত্রায় ব্যবহারে কয়েক স্থানে বিশেষ ফল পাওয়া গিয়াছে। রোগীর ঔষধ গলাধঃকরণ করিবার ক্ষমতা না থাকিলে, ঔষধ কানের মধ্যে ঢালিয়া দিলে, অথবা

হাইপোডারমিক পিচকারি দিয়া চর্মনিম্নে প্রবেশ করাইয়া দিতে পারিলেও সুফল প্রাপ্ত হইবার সম্ভাবনা।

ঘলঘসের পাতা দশটি, গোলমরিচ আড়াইটি সহ একত্রে পেষণ করিয়া রোগীকে সেবন করাইলে এবং গিলিবার ক্ষমতা না থাকিলে, পিচকারী দিয়া নাসিকা মধ্যে প্রবেশ করাইয়া দিলে রোগী আরোগ্যলাভ করে। ঐরূপ দশটি পাতা একটু লবণের সঙ্গে বাটিয়া দষ্টস্থানে চাপিয়া ধরিলে, বিষের জোরে এবং যতক্ষণ শরীরে বিষ থাকিবে ততক্ষণ লাগিয়া থাকিবে। শরীর বিষশূন্য হইলে উহা পড়িয়া যাইবে। পাতার রস মূল অরিষ্টের ন্যায় সেবন করাইলে বা গলাধঃকরণে অসমর্থ রোগীর নাসিকা ও কর্ণ মধ্যে প্রবেশ করাইয়া দিলেও উপকার পাওয়া যাইবে।

মকরধ্বজ

(Makaradhwaja)

মকরধ্বজ আয়ুর্বেদের সর্বশ্রেষ্ঠ গৌরব। ইহা আবালবৃদ্ধবনিতার নিকট পরিচিত। অনুপানভেদে ইহা সর্বরোগহর ; সেইজন্য হোমিও-প্যাথিক প্রণালীতে ইহার ক্রম প্রস্তুত হইয়া ব্যবহৃত হইতেছে। সুস্থ শরীরে পরীক্ষিত হইলে ইহা একটি শ্রেষ্ঠ হোমিওপ্যাথিক ঔষধ হইবে বলিয়া আশা করা যায়।

শিশুদের চিকিৎসাকালে, বিশেষতঃ তাহাদের শ্বাসযন্ত্রের পীড়ায় অনেক স্থলেই দেখিয়াছি, গৃহস্থ কাহারও পরামর্শ অনুসারে আমাদের অগোচরে, শ্লেষ্মা যাহাতে পরিপাক পায় এজন্য একটু মধু ও মকরধ্বজ শিশুকে খাওয়াইয়া দিলেন। অমনি শিশুর সর্দি কাশি শুকাইয়া গিয়া

হাঁপানির ন্যায় টান হইল, শুষ্ক কাশির জন্য শিশু অশেষ কষ্ট পাইতে লাগিল। এরূপ ঘটনা জীবনে অনেকবার দেখিয়াছি। সুতরাং শিশুদের শুষ্ক কাশিতে, বিশেষতঃ রাত্রে বর্ধনশীল আক্ষেপিক কাশিতে যদি দম আটকান ভাব, কোষ্ঠকাঠিন্য, হাঁপানির ন্যায় টান থাকে, তাহা হইলে হোমিওপ্যাথিক মকরধ্বজ বিশেষ কার্যকরী হইবে। বয়স্ক এবং বৃদ্ধদিগের এই প্রকারের কাশিতেও মকরধ্বজ বিশেষ উপযোগিতার সহিত ব্যবহৃত হইতে পারে। শিশু এবং বৃদ্ধদিগের শ্বাসযন্ত্রের পীড়ায় অত্যধিক শ্লেষ্মা নিঃসরণেও নিম্নক্রমের মকরধ্বজ বিশেষ ফলপ্রদ। এস্থলে ইহা অ্যান্টিম টার্টের তুল্য।

রোগান্তে দুর্বলতা নিবারণে, বিশেষতঃ ইনফ্লুয়েঞ্জা, ব্রঙ্কাইটিস প্রভৃতি রোগের পরে মকরধ্বজ বিশেষ উপযোগী। ইহাতে শ্লৈষ্মিক-ঝিল্লির দুর্বলতা অতি সত্বর দূর হয়।

ক্রম—সাধারণতঃ ২x, ৩x, ৩০ এবং ২০০ ক্রম ব্যবহৃত হয়।

রক্তকাঁঠালী

(Menispernum)

ইহা মেনিসপারমেসী (menispermaceæ) জাতীয় উদ্ভিদ।

রক্তকাঁঠালী স্ত্রীলোকগণের অত্যধিক রক্তস্রাবে বিশেষ উপযোগী। এই ঔষধ এখনও রীতিমত প্রুভিং হয় নাই; কিন্তু ধুবড়ীর ডাঃ কালীকুমার ভট্টাচার্য মহাশয় হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসায় ইহা প্রথম আবিষ্কার করেন এবং হোমিওপ্যাথিক ফার্মাকোপিয়া অনুসারে প্রস্তুত-পূর্বক বহু রোগীতে ব্যবহার করিয়া আশানুরূপ ফল পাইবার কথা লিখিয়াছেন।

১২

ইহাতে নিম্নলিখিত কয়েকটি বিশেষ লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায়—

রক্তের রং লাল, তরল, বা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলাবিশিষ্ট।

অত্যন্ত দুর্বলতার লক্ষণ—মাথাঘোরা এবং কানের মধ্যে ভোঁভোঁ, শোঁশোঁ করা।

সর্বদা ঝিরঝির করিয়া রক্তস্রাব হয়, সঞ্চালনে উহার বৃদ্ধি। মনের নৈরাশ্যভাব।

ক্ষুধামান্দ্য এবং অজীর্ণ ভেদ, সেই সঙ্গে পিপাসা।

* * * * *

স্ত্রীলোকগণের ঋতুকালে, বা অন্য সময়ে জরায়ু হইতে অতিরিক্ত রক্তস্রাবে ইহা ব্যবহৃত হয়। অতিরিক্ত রক্তস্রাবের জন্য রোগিনী অত্যন্ত দুর্বল হইয়া পড়ে। ঝিরঝির করিয়া রক্তস্রাব হয় এবং সঞ্চালনে উহার বৃদ্ধি, ইহাই মেনিসপারনামের বিশেষত্ব। কিন্তু তলপেটে বেদনা, রক্ত কখনও উজ্জ্বল লাল—কখনও চাপচাপ ইত্যাদি লক্ষণে ও অতিরিক্ত স্রাবে ইহা উপযোগিতার সহিতই ব্যবহৃত হইয়া থাকে। স্ত্রীলোকগণের জরায়ু হইতে অতিরিক্ত রক্তস্রাব নিবারণে বিদেশীয় বা ভারতীয় বহু ঔষধেরই সন্ধান পাওয়া যায় এবং উপযুক্ত লক্ষণ বর্তমানে ইহার প্রত্যেকটিই কার্যকরী হইয়া থাকে। ভারতীয় ঔষধাবলীর মধ্যে অশোক অনেকাংশে মেনিসপারনামের সদৃশ। অশোকেও তলপেটে বেদনার সহিত অতিরিক্ত স্রাব, স্রাবের জন্য রোগিনী অত্যন্ত দুর্বলা এবং রক্তশূন্যা হইয়া পড়ে—এই প্রকারের লক্ষণ পাওয়া যায়। ফলতঃ অতিরিক্ত রক্তস্রাব বা শ্বেতপ্রদর হেতু রোগিনী অত্যন্ত দুর্বলা এবং রক্তশূন্যা হইয়া পড়িলে অশোক এবং মেনিসপারনাম উভয় ঔষধই তুল্য উপযোগিতার সহিত ব্যবহৃত হইয়া থাকে। জরায়ুর বলাধানে উভয় ঔষধই বিশেষ ফলপ্রদ। জরায়ুর অতিরিক্ত রক্তস্রাব নিবারণে ফিকাস

রিলিজিওসাও উপযোগিতার সহিত ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ইহার রক্ত উজ্জ্বল লাল এবং উদরের নিম্নাংশে চাপবৎ বেদনা থাকে। ফিকাস ইণ্ডিকাও ব্যবহৃত হয়। উজ্জ্বল লালবর্ণের রক্তস্রাবে ইপিকাকের ব্যবহার আছে, কিন্তু তাহাতে প্রবল বমনেচ্ছা এবং কষ্টকর শ্বাস প্রশ্বাস (laboured breathing) লক্ষিত হয়। বেদনাহীন উজ্জ্বল লালবর্ণের রক্তস্রাবে মিলিফোলিয়াম উপযোগী। স্যাবাইনার রক্তস্রাব উজ্জ্বল লালবর্ণের, কিন্তু চাপ চাপ; পেটে ভয়ানক বেদনা—পিউবিস হইতে সেক্রাম অস্থি, অর্থাৎ তলপেটের নীচে রোমাবৃত স্থান হইতে পশ্চাদ্দিকে ত্রিকাস্থি পর্যন্ত বিস্তৃত। সঞ্চালনে রক্তস্রাব বাড়ে। উজ্জ্বল লালবর্ণের অতিরিক্ত রক্তস্রাবের সঙ্গে প্রস্রাবের উপসর্গ, বিশেষতঃ প্রস্রাবে বেগ ও জ্বালা এবং সঞ্চালনে বৃদ্ধি থাকিলে এরিজিরন ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ট্রিলিয়াম রক্তস্রাবের আর একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ। উজ্জ্বল লাল এবং কালচে উভয়বিধ রক্তস্রাবেই ইহা উপযোগী। প্রসবের পর যাহাদের অতিরিক্ত রক্তস্রাব হয়, তাঁহাদের পক্ষে ইহা অধিকতর উপযোগী। ইহার রক্তস্রাবও নড়াচড়ায় বাড়ে।

অশোক এবং অ্যাব্রোমা অগস্টা (ওলট-কম্বল), মেনিসপারনামের অনুপূরক (complementary) ঔষধ।

ক্রম—২x, ৩x, ৬x, সর্বদা ব্যবহৃত হয়।

করলা বা উচ্ছে

(Momordica Charantia)

সাধারণ নাম—সংস্কৃত—কারবেল্ল, কাঠিল্ল ; বাংলা—করলা, উচ্ছে ; হিন্দি—করেলি ; গুজরাতী ও মারাঠী—কারেটি, কার্লি ; তেলেগু—কাকীরা ; তামিল—পাভাক্কা ; মালয়লম—পাভাল, কাইপাবল্লী ; ইংরাজী—বিটার গোর্ড।

ইহা কিউকারবিটেসী (cucurbitaceæ) জাতীয় উদ্ভিদ। মোমরডিকা মিউরিকেটা (momordica muricata) এবং মোমরডিকা বালসামিনা (momordica balsamina) অপর দুইটি ডাক্তারী নাম। বড় জাতীয়কে কারবেল্ল বা করলা এবং ছোটকে উচ্ছে* বলে।

করলা এবং উচ্ছের তরকারী আমাদের দেশে প্রচুর পরিমাণে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ইহার পরিচয় অনাবশ্যক। উচ্ছে পাতার দুগ্ধনিঃসারক গুণ আছে। সদ্যোজাত শিশুদের কোষ্ঠবদ্ধে ইহার পাতার রস রেচকরূপে ব্যবহৃত হয়। কালমেঘ প্রবন্ধে আমরা 'আলুইয়ের' কথা বলিয়াছি। দ্বিতীয় প্রকারের আলুই প্রস্তুতের প্রধান উপাদান উচ্ছে পাতা। পুর্বে আমাদের দেশে এই আলুই সদ্যোজাত শিশুদের নিত্য ব্যবহার্য ঔষধ ছিল। এখনও কোন কোন গৃহস্থ-ঘরে ইহা ব্যবহৃত হয় ; কিন্তু পরিতাপের বিষয় আজকাল অনেকে

---

* আয়ুর্বেদ মতে—কারবেল্লং হিমং ভেদি লঘু তিক্তমবাতনম্।
জ্বরপিত্ত কফাস্রঘ্নং পাণ্ডুমেহ ক্রিমীন্ হরেৎ।
তদ্গুণা কারবেল্লি স্যাদ্বিশেষাদ্দীপনী লঘুঃ॥

অর্থাৎ করলা শীতবীর্য, ভেদক, লঘু এবং তিক্তরস। ইহা জ্বর, পিত্ত, কফ, রক্ত, পাণ্ডু, মেহ এবং কৃমিনাশক। উচ্ছের গুণও করলার ন্যায়, অধিকন্তু ইহা লঘু এবং অগ্নিবর্ধক।

ইহার নামই জানেন না। বিদেশীর ঔষধের আমদানির সঙ্গে সঙ্গে আমাদের নিজস্ব সম্পদ আমরা অনেক হারাইতে বসিয়াছি।

উচ্ছে পাতা, থানকুনির শিকড় এবং কাঁচা হলুদ একত্রে পিষিয়া আলুই প্রস্তুত করা হয়। ইহা নবজাত শিশুদের কোষ্ঠবদ্ধ, পেটবেদনা প্রভৃতি উপসর্গে বিশেষ উপযোগিতার সহিত ব্যবহৃত হইয়া থাকে। উচ্ছে ফলেরও রেচক গুণ আছে, অধিকন্তু ইহা বলবর্ধক এবং অগ্নিকারক। উচ্ছে বীচি কৃমিনাশক।

উচ্ছে ফল এবং পাতা—কুষ্ঠ, অর্শ এবং পাণ্ডু বা ন্যাবা রোগে হিতকর। স্ত্রীলোকগণের স্তন্যবৃদ্ধির জন্য ইহার পাতা ব্যবহৃত হইয়া থাকে। উচ্ছের মূলের কল্ক (paste) অর্শে বাহ্যপ্রয়োগরূপে ব্যবহৃত হয়। পিত্তাধিক্যজনিত হাত পায়ের জ্বালায়, উচ্ছে পাতার রসের বাহ্যপ্রয়োগ উপকারী। রাত্র্যন্ধতায় চক্ষুগোলকের চতুর্দিকে উচ্ছে পাতার রসে গোলমরিচ পিষিয়া প্রলেপ দিলে বিশেষ উপকার পাওয়া যায়। উচ্ছে পাতার রস হামের প্রতিষেধক এবং ঔষধরূপে ব্যবহৃত হয়।

প্রত্যহ এক ছটাক আন্দাজ করলা বা উচ্ছে পাতার রস কিছুদিন সেবন করিলে শরীরের দূষিত রক্ত পরিষ্কার হয়, পুরাতন ক্ষতে পাতা বাটিয়া প্রলেপ দিলে ক্ষত শীঘ্রই শুকাইয়া যায়।

তরুণ সর্দি, বমনেচ্ছা, কাশি, গাত্রবেদনা প্রভৃতি লক্ষণযুক্ত হামের প্রথম অবস্থায় ইহা উপযোগিতার সহিত ব্যবহৃত হয়। কোষ্ঠবদ্ধতায় মূল অরিষ্ট ৫ হইতে ১০ ফোঁটা মাত্রায় দিনে তিন চারিবার ব্যবহার্য ; কিন্তু উদরাময় থাকিলে ইহার ৩য় বা ৬ষ্ঠ শক্তি ব্যবহার করা উচিত। প্রতিষেধকরূপেও মূল অরিষ্ট দুই ফোঁটা মাত্রায় এক সপ্তাহ ধরিয়া প্রত্যহ খালি পেটে ব্যবহার করিতে হইবে। হাম হঠাৎ বসিয়া

অত্যধিক জ্বর হইলেও ইহা বিশেষ উপযোগিতার সহিত ব্যবহৃত হয়। হামের ন্যায় বসন্তের প্রথম অবস্থাতেও ইহা উপযোগী।

শেফালিকা বা শিউলি ফুল

(Nyctanthes Arbor-tristis)

সাধারণ নাম—সংস্কৃত—পারিজাত, শেফালিকা ; বাংলা—শিউলি ; হিন্দি—হর, হরশিংঘর ; পাঞ্জাবী—কুরি, লাডুরি ; মারাঠী—পর্তক, খুরাস্‌নি ; তেলেগু—পাগাদাঘালি ; তামিল—মঞ্জনু, পাভালা মল্লিগা ; ক্যানাড়ীজ—পারিজাত ; মালয়লম—মান্‌পুরমারাম ; ইংরাজী—নাইট জেসমিন।

ইহা ওলিয়াসী (oleaceæ) জাতীয় উদ্ভিদ।

আমাদের দেশে শিউলিফুল* এবং তাহার গাছের পরিচয় অনাবশ্যক। নিষ্ঠাবান হিন্দুর বাড়ীতে এই ফুলের গাছ অতি যত্নে রোপিত হইয়া থাকে। শরৎকালে এই পুষ্প প্রচুর পরিমাণে প্রস্ফুটিত হইয়া চতুর্দিক সুগন্ধে আমোদিত করে। ডাঃ ক্লার্ক তাঁহার প্রসিদ্ধ

---

* আয়ুর্বেদ মতে—

শেফালিঃ কটুতিক্তোষ্ণা রুক্ষা বোতক্ষয়াপহা।
স্যাদঙ্গসন্ধিবাতঘ্নী, গুদবাতাদিদোষনুৎ॥

অর্থাৎ শেফালিকা কটু ও তিক্তরসবিশিষ্ট উষ্ণবীর্য রুক্ষগুণসম্পন্ন, বায়ু ও ক্ষয়রোগ নাশক, সন্ধিস্থ বায়ু এবং গুহ্য বা অপান মার্গস্থিত অপান বায়ুর দোষ নাশক।

* * * *

শেফালী কটুতিক্তোষ্ণা বিষমজ্বরনাশিনী

অর্থাৎ—শেফালিকা কটু-তিক্ত-রস এবং বিষমজ্বর নাশক।

পুস্তক "ডিকসনারী অব প্র্যাকটিক্যাল মেটিরিয়া মেডিকায়" ইহার একটি সুন্দর বিবরণ দিয়াছেন। জেসমিন জাতীয় এই মনোরম সুগন্ধ পুষ্প সন্ধ্যার মধ্যে বিকশিত হয় না এবং সূর্যোদয় কালে বৃক্ষ হইতে পতিত হয়; সুতরাং দিনমানে বৃক্ষ তাহার সমুদয় উজ্জ্বলতা হইতে বঞ্চিত হয়। এই জন্যই ইহাকে arbor-tristis বা বিষণ্ন বৃক্ষ (sad tree) বলে। যে ফুল রাত্রিতে প্রস্ফুটিত হয় তাহাকে নিকট্যানথিস (nyctanthes) বলে।*

শিউলি পাতার রস, বাঙ্গালার গৃহে গৃহে মুষ্টিযোগ হিসাবে নূতন পুরাতন সর্ববিধ জরে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। কবিরাজগণ ইহাকে তাঁহাদের জরঘ্ন ঔষধের অনুপানরূপে দিয়া থাকেন। এই রস কিঞ্চিৎ পিত্তনিঃসারক এবং রেচক। শিশুদের কোষ্ঠকাঠিন্যে ইহা উপযোগিতার সহিত ব্যবহৃত হয়। কৃমি রোগে মধু এবং লবণ সহযোগে ইহা বিশেষ উপকারী। কল্করূপে (as a paste) শিউলির বীজচূর্ণের বাহ্যপ্রয়োগ, স্কার্ভি, বা খাদ্যপ্রাণের অভাবজনিত মাঢ়ী হইতে রক্তস্রাব এবং মস্তকের দদ্রু প্রভৃতি রোগে বিশেষ উপযোগী। সায়েটিকা বা গৃধ্রসী বাত এবং অন্যান্য বাতরোগেও শিউলি পাতার রস একটি ফলপ্রদ মুষ্টিযোগ।

বহুদিন পূর্বে ডাঃ অঘোরচন্দ্র ভাদুড়ী ইহার আংশিক প্রুভিং করিয়াছিলেন বলিয়া কথিত হয়; কিন্তু ইহার অনেক পরে ডাঃ শরচ্চন্দ্র ঘোষ, ১৮৯৯ খ্রীস্টাব্দে যখন মেদিনীপুর সহরে চিকিৎসা কার্যে ব্যাপৃত ছিলেন, তখন নিজ শরীরে ইহা পরীক্ষা করেন। এই পরীক্ষার ফল

---

* Nyctanthes is a small tree of the Jasmine family, having brilliant, highly fragrant flowers, white and yellow, which do not expand till evening and which fall off about sunrise. Thus during the day, the plant loses all its brightness, and hence is called the "Sad Tree" (Arbor-tristis). Nyctanthes means "night flowering."—*Dictionary of Practical Materia Medica*, Vol. II, pp. 631-32.

তখন বিদেশের বহু পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল। ডাঃ ক্লার্ক ইহা সমর্থন করিয়া তাঁহার প্রসিদ্ধ পত্রিকা "হোমিওপ্যাথিক ওয়ার্লডে" প্রকাশ করেন। তাঁহার 'ডিকসনারী অব মেটিরিয়া মেডিকা'তে ইহার একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ স্থান পাইয়াছে।

ভেষজ লক্ষণ

রোগী অত্যন্ত চিন্তান্বিত এবং অস্থির।

অতীব্র বা ঘিনঘিনে প্রকৃতির মাথাধরা।

পাকস্থলীতে জ্বালাবোধ, ঠাণ্ডা বস্তু প্রয়োগে উপশম। জল পান করিবার পরে পিত্তবমন।

যকৃতে বেদনা। ঐ স্থানে চাপ দিলে বেদনা অনুভূত হয়। কোষ্ঠবদ্ধ, অথবা বমনেচ্ছা সহ অধিক পরিমাণে পিত্তমিশ্রিত ভেদ। জিহ্বা পুরু, শ্বেত অথবা হরিদ্রাভ ময়লায় আবৃত।

ঘন রক্তবর্ণ বিশিষ্ট প্রস্রাব।

পৈত্তিক লক্ষণযুক্ত সকল প্রকারের জ্বর।

* * * *

পৈত্তিক লক্ষণযুক্ত সকলপ্রকার জ্বরেই ইহা উপকারী। কোষ্ঠবদ্ধ, অথবা বমনেচ্ছা সহ অধিক পরিমাণ পিত্তমিশ্রিত ভেদ, জিহ্বা পুরু, শ্বেত অথবা হরিদ্রাভ ময়লায় আবৃত। জ্বরে সর্বদা বমনেচ্ছা থাকিতে পারে, জল পান করিলেই বমন হয়। শীত ও উত্তাপের পূর্বে এবং সময়ে পিপাসা হয়।

প্রাতঃকালীন জ্বরে পিপাসা, গাত্রদাহ, পিত্তবমন এবং পিত্তভেদ প্রভৃতি লক্ষণ বর্তমান থাকিলে, নিকট্যানথিস বিশেষ উপযোগিতার

সহিত ব্যবহৃত হইতে পারে। ইহা অনেকাংশে ইপিকাক ঔষধের তুল্য, তবে ইহাতে যেরূপ পিপাসার আধিক্য আছে—ইপিকাকে তাহা নাই—ইউপেটোরিয়ামের সহিতও ইহার সামঞ্জস্য আছে, কিন্তু তাহাতে গাত্রবেদনা, বিশেষতঃ হাড়ের মধ্যে বেদনা এবং মাথাধরা থাকে।

ভেদ ও বমি যুক্ত সবিরাম বা অবিরাম পৈত্তিক জরে বহু রোগী নিকট্যানথিস প্রয়োগে আরোগ্য করিতে আমরা সক্ষম হইয়াছি। এক প্রকারের দূষিত ম্যালেরিয়া জর আছে, যাহাকে পার্নিসাস ম্যালেরিয়া বলা যাইতে পারে। জরের সঙ্গে ভেদ বমি হইতে হইতে রোগী হিমাঙ্গাবস্থায় উপনীত হয়, অনেক সময়ে কলেরার লক্ষণ প্রকাশ পায় এবং উপযুক্ত চিকিৎসা না হইলে রোগী অচিরে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। এরূপ অবস্থায় ভিরেট্রাম অ্যালবাম, রিসিনাস, কুপ্রাম, কার্বো ভেজ প্রভৃতি ঔষধ দিয়া আমরা এযাবৎ অনেক রোগী চিকিৎসা করিয়াছি।

কিন্তু হিমাঙ্গাবস্থায় উপনীত হইবার পুর্বে, রোগীতে যদি পৈত্তিক লক্ষণের আধিক্য দেখা যায়—অর্থাৎ তাহার পিত্তভেদ ও পিত্তবমি হইতে থাকে, অথবা শুধুই ভেদ হয়, গাত্রজালা এবং পিপাসা প্রবল হয়, তাহা হইলেও নিকট্যানথিস বিশেষ উপযোগিতার সহিত ব্যবহৃত হইতে পারে। এরূপ অবস্থায় অনেক রোগী আমাদের হাতে নিকট্যানথিস দ্বারা চিকিৎসিত হইয়াছে।

ক্রম—সাধারণতঃ ২x, ৬x এবং ৩০ ক্রম ব্যবহৃত হয়।

রোগী-বিবরণ—জরে নিকট্যানথিস

(ক) শ্রী……দাসের স্ত্রী, বয়স ১৬৷১৭; ১৯৩২ খ্রীস্টাব্দের জুলাই মাস; বৃষ্টিতে ভিজিবার ফলে শ্লেষ্মা বৃদ্ধি হইয়া জর হয়। সমস্ত শরীরে বেদনা। রাস টক্সের লক্ষণ পাইয়া, উহাই ৩০ শক্তি তিন মাত্রা দেওয়া হয়। ইহাতে উপসর্গ কমে, জরও সামান্য কমিয়া পরদিন—

১২ই জুলাই—বেলা ১০।১১টার সময়ে আবার জ্বর আসে। পিপাসা, গাত্রবেদনা, হাত পা চিবান প্রভৃতি উপসর্গ থাকে। পুনরায় রাস টক্স ৩০ দুই মাত্রা দেওয়া হয়।

১৩ই জুলাই—ঐ সময়ে আবার জ্বর আসে। আজ বেদনাদি উপসর্গ কম থাকিলেও দুইটি নূতন লক্ষণ দেখা দিল—পিত্তভেদ এবং পিত্তবমি। পিপাসা প্রবল, হাতে, পায়ে জ্বালা, অপরাহ্নে জ্বর বিচ্ছেদ হইয়া যায়। মামুলি ঔষধের উপর নির্ভর না করিয়া নিকট্যানথিস ৬x, সেইদিন একমাত্রা এবং পরদিন সকালে দুই মাত্রা দেওয়া হইল।

১৪ই জুলাই—আজ জ্বরের বেগ খুব কম হইল, ভেদ বমি উপসর্গ নাই। ঐ ঔষধ পুনরায় তিন মাত্রা প্রয়োগ করিলে আর জ্বর আসে নাই।

(খ) বুড়ী নাম্নী ২২।২৩ বৎসরের একটি যুবতী—প্রথমে গ্রীষ্মকালের প্রখর রৌদ্র লাগাইয়া, পরে জলে সাঁতার দেওয়ায় প্রবল জ্বরে আক্রান্ত হইয়া পড়ে। জ্বর সামান্য কমিয়া গিয়া আবার বৃদ্ধি পায়। গাত্রবেদনা, হাত পা কামড়ায়। রাস টক্স ৩০ প্রয়োগে উপসর্গ কথঞ্চিৎ কমিলেও জ্বরের কিছুই হইল না। ১৯৩২ খ্রীস্টাব্দের ২১শে মে তাহাকে প্রথম দেখিলাম। অত্য জ্বরকালে পিত্ত বমি হইতে থাকে—বমির বেগ অত্যন্ত বেশী। গাত্রবেদনা, জ্বালা, পিপাসা ইত্যাদি উপসর্গ আছে। ইউপেটোরিয়াম পার্ফ দুই দিন ব্যবহার করিয়াও কোন ফল পাইলাম না। বমনের বেগ খুব বেশী বলিয়া রোগিনী অত্যন্ত অস্থির হইয়া পড়ে। কিছু পরিবর্তনের মধ্যে দেখা যায়—পূর্বে জ্বর বিচ্ছেদ হইত না, এখন বিরাম হইয়া আসিতেছে।

২৩শে মে—নিকট্যানথিস ৬x, জ্বরের বিরামকালে ৩ মাত্রা প্রয়োগ করিলাম।

২৪শে মে—আজ জ্বর হইল অল্প। বমন প্রভৃতি উপসর্গ একেবারেই নাই। আজও অপরাহ্নে এবং পরদিন—

২৫শে মে—সকালে আর তিন মাত্রা নিকট্যানথিস প্রয়োগ করা হয়। ইহাতেই জ্বর বন্ধ হইয়া যায়, আর ঔষধ দিবার প্রয়োজন হয় নাই।

(গ) মমতাজ নামক একটি মুসলমান বালক, বয়স ২১ বৎসর। কিছুদিন হইতে পুরাতন জ্বরে ভুগিতেছে। প্রত্যহ সকাল ৮।৯টায় শীত করিয়া জ্বর আসে। পিপাসা, মাথাধরা এবং জল খাইলে পিত্তবমন হয়। প্লীহা বর্ধিত, দাহের অবস্থায় প্রবল জ্বালা হয়। হাত পা চোখ মুখ এবং সমস্ত শরীর জ্বলিয়া যায়।

৮ই সেপ্টেম্বর (১৯৪১)—বেলা ১১টার সময়ে দেখিয়া ২ দিনের মত ৬ মাত্রা নিকট্যানথিস ৬x দিয়া আসিলাম।

১০ই সেপ্টেম্বর—সংবাদ পাইলাম, পূর্ব দিনও জ্বর হইয়াছে, বমি ইত্যাদি উপসর্গ কম ছিল। আবার ২ দিনের মত ৪ মাত্রা ঐ ঔষধ দিই।

১২ই সেপ্টেম্বর—আর জ্বর আসে নাই। পুনরাক্রমণ নিবারণের জন্য ২ দিনের মত আরও ৪ মাত্রা নিকট্যানথিস দেওয়া হয়।

বিটলবণ

(Natrum Mur. Bit.)

সাধারণ নাম—সংস্কৃত—বিড়, পাক কটক ; দ্রাবিড়, বাংলা—বিটলবণ ; হিন্দি—বিড়ি ; আসোচর।

আমাদের দেশে বিটলবণ* প্লীহা ও যকৃতের একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ বলিয়া কথিত হয়। বর্ধিত প্লীহা বা যকৃতের উপর, গুড়ঞ্চ ও বিটলবণ গোমূত্র সহ বাটিয়া উষ্ণ করিয়া 'জাব' বাঁধিয়া দেওয়ায় বিশেষ উপকার পাইতে দেখা গিয়াছে। ইহা প্লীহা ও যকৃৎ নরম হয় ও ছোট হইয়া যায়।

প্লীহা ও যকৃতের উপর বিটলবণের বিশেষ ক্রিয়া (specific action) আছে। বিটলবণ সহ জল সিদ্ধ করিয়া সেই উষ্ণ জলের সেক প্লীহা বা যকৃতের উপর দিলে যথেষ্ট উপকার পাওয়া যায়।

বিটলবণ সুস্থ শরীরে পরীক্ষিত হয় নাই ; কিন্তু হোমিওপ্যাথিক প্রণালীতে প্রস্তুত হইয়া ইহা উপযোগিতার সহিত ব্যবহৃত হইতেছে। বিদেশীয় লবণ হইতে প্রস্তুত নেট্রাম মিউরের লক্ষণের সহিত ইহার ঐক্য লক্ষিত হয়, বিশেষতঃ ম্যালেরিয়া জ্বরে। অনেক সময় উপযুক্ত লক্ষণ সত্ত্বেও নেট্রাম মিউর প্রয়োগে বাঞ্ছিত ফল পাওয়া যায় না। বিদেশীয় ঔষধ আমাদের ধাতু প্রকৃতিতে হয়ত সকল অবস্থা সমান

---

* আয়ুর্বেদ মতে—বিড়ং সক্ষারমূর্ধ্বাধঃ কফ বাতানুলোমনম্ ॥
দীপনং লঘু তীক্ষ্ণোষ্ণং রুক্ষং রুচ্যং ব্যবায়ি চ।
বিবন্ধানাহ বিষ্টম্ভ হৃদ্রোগ গৌরব শূলনুৎ ॥

বিড়, অর্থাৎ বিটলবণ ক্ষারযুক্ত, উর্ধ্বগত কফের ও অধোগত বায়ুর অনুলোমকারক, অগ্নিপ্রদীপক, লঘু, তীক্ষ্ণ, উষ্ণবীর্য, রুক্ষ, রুচিকারক ও ব্যবায়ী। ইহা বিবন্ধ, আনাহ, বিষ্টম্ভ হৃদ্রোগ, শরীরের গুরুত্ব ও শূলনাশক।

কার্যকরী হয় না। সেস্থলে নেট্রাম মিউর-বিট প্রয়োগে সুন্দর ফলপ্রাপ্ত হওয়া যায়।

সাধারণতঃ সকালে জ্বর আসে; অধিকাংশ ক্ষেত্রে জ্বরের আগমনকাল বেলা ১০।১১টা। সকল প্রকৃতির জ্বরেই ইহা তুল্য উপযোগী। প্লীহা ও যকৃৎ সংযুক্ত জ্বরে অধিকতর ফলপ্রদ হইয়া থাকে। শীতের পুর্বেই (prodrome stage) রোগীর মাথা ধরে এবং পিপাসা উপস্থিত হয়। হাতে পায়ে এবং কিডনী বা বুক্কে বেদনা। শীত অত্যন্ত বেশী, কখনও কখনও কম্প হয়, মাথাধরার জন্য রোগী অজ্ঞান হইয়া যায়, ভয়ঙ্কর পিপাসা। ওষ্ঠ এবং নখ নীলবর্ণ ধারণ করে। শীতের পরে যখন উত্তাপাবস্থা উপস্থিত হয় তখন পিপাসাও বাড়ে এবং মাথাধরা এত প্রবল হয় যেন রোগী অজ্ঞান হইয়া পড়ে। এই অবস্থায় কখনও কখনও বমন হয়। জল পান করিলে রোগী আরাম বোধ করে। উত্তাপাবস্থা সাধারণতঃ দীর্ঘস্থায়ী হয়। ঘর্মাবস্থাতে পিপাসা। প্রচুর ঘর্ম হইলে সমস্ত উপসর্গের হ্রাস হয়। ঘর্ম হইলে মাথাধরার আংশিক উপশম হয় (কিন্তু ইউপেটোরিয়ামে ঘর্মের পরে মাথাধরা বাড়ে)।

ফোসকা এবং দাগযুক্ত জিহ্বা, মনে হয় যেন ক্ষত হইয়াছে ; রোগীর রুটিতে বিতৃষ্ণা জন্মে, কিন্তু লবণাক্ত এবং তিক্ত দ্রব্য খাইতে অত্যন্ত আগ্রহ থাকে। জ্বর বিচ্ছেদ হইয়া গেলেও প্লীহা ও যকৃতে সূচ ফোটান ব্যথা থাকে এবং শরীরের গ্লানি একেবারে দূরীভূত হয় না ; অলসতা এবং নিস্তেজতা বৃদ্ধি পায়।

উপর ওষ্ঠে জ্বর-ঠুঁটো বাহির হয়।

ক্রম—সাধারণতঃ ৬x এবং ৩০ ব্যবহৃত হয়।

রোগী-বিবরণ—জ্বরে নেট্রাম মিউর-বিট

(ক) অশ্বিনীকুমার দেবের পুত্র, বয়স সাত বৎসর। ১৯৩০ খ্রীস্টাব্দে

৩০শে মে তারিখে সকালে জর আসিয়া বৈকালে বিরাম হইয়া যায়। পুনরায় ১লা জুন তারিখে বেলা ১১টায় শীত ও কম্প দিয়া জর আসে। মাথাধরা এবং পিপাসা। জর যখন কমিয়া আসে, তখন একবার প্রবল তড়কা হয়। জরের লক্ষণসকল নেট্রাম মিউরের মতন হওয়ায়, নেট্রাম মিউর-বিট ৬x, সেদিন দুই মাত্রা এবং পরদিন আর দুই মাত্রা দেওয়া হয়। আর জর হয় নাই।

(খ) উত্তরা নাম্নী ৫ মাসের গর্ভবতী রমণী, বয়স ২০। ১৯৩০ খ্রীস্টাব্দের মে মাসের শেষ ভাগে প্রত্যহ ১০টার সময় শীত ও কম্প দিয়া জর আসে। মাথায় কেহ যেন হাতুড়ি মারিতেছে এই প্রকারের মাথাধরা এবং প্রবল পিপাসা। অপরাহ্নে অল্প ঘর্ম হইয়া জর ছাড়িয়া যায়। অন্য কোন লক্ষণ পাওয়া যায় না।

১লা জুন—জর আসার পুর্বেই দুই মাত্রা নেট্রাম মিউর-বিট ৬x দুই ঘণ্টা অন্তর প্রয়োগ করি। আজও জর পুর্বের ন্যায় তীব্রতা লইয়া উপস্থিত হয়।

২রা জুন—পুর্বদিনের ন্যায় জরের পুর্বে আজও দুই মাত্রা নেট্রাম মিউর-বিট দেওয়া হয়। আর জর হয় নাই।

৩রা জুন—যদিও জর প্রত্যহ আসিত, তবুও যদি একদিন অন্তর আসে ইহাই মনে করিয়া আজও সকালে আর দুই মাত্রা উক্ত ঔষধই দেওয়া হয়। ফলে জরও আসে নাই, ঔষধ প্রয়োগেরও প্রয়োজন হয় নাই।

(গ) নেড়ী নাম্নী ১৩ বৎসরের একটি বালিকা, ১৯৩২ খ্রীস্টাব্দের বর্ষাকালে পুনঃপুনঃ জরে ভুগিতেছিল। কুইনাইন পিল এবং সরকারী ডাক্তারখানার কুইনাইন মিকশ্চারের যথেষ্ট অপব্যবহার করিয়াছে।

৭ই সেপ্টেম্বর—বেলা ৩টার সময় শীত ও কম্প দিয়া জর আসে। আমারও ঠিক সেই সময় ডাক হয়। যাইয়া দেখিলাম রোগিনী শীতে

কাঁপিতেছে, মুহুর্মুহুঃ পিপাসা আছে। মাথার মধ্যে হাতুড়ীর ঘা-মারার ন্যায় মাথাধরা, রোগিনী সেজন্য অত্যন্ত অস্বস্তি বোধ করিতেছে। জর একদিন অন্তর আসে, কিন্তু জর আসার সময়ের স্থিরতা নাই। জর আসার সময় গা আড়ামোড়া করা এবং হাতে পায়ে ও উরুতে কনকনে বেদনা। অদ্য জরের সময়ে দুই মাত্রা অনৌষধি দিয়া চলিয়া আসিলাম।

৮ই সেপ্টেম্বর—অদ্য বিরামের দিন।:নেট্রাম মিউর-বিট ৩০, সকালে ও বিকালে দুই মাত্রা দেওয়া হয়।

৯ই সেপ্টেম্বর—জর আসার পুর্বে আরও এক মাত্রা দেওয়া হয়। আজ আর জর আসে নাই।

১০ই সেপ্টেম্বর—আজও সকালে আর এক মাত্রা নেট্রাম মিউর-বিট দিয়া ঔষধ বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়। কুইনাইনে চাপা পড়িয়া যে পুনঃপুনঃ প্রকাশ পাইত, তাহা আর ফিরিয়া আসে নাই এবং রোগিনী ক্রমে সম্পূর্ণ সুস্থ হয়।

দুলাল তুলসী

(Ocimum Caryophyllatum)

সাধারণ নাম—সংস্কৃত—মানবক, সুমুখ; বাংলা—দুলাল তুলসী,* গন্ধতুলসী; হিন্দি—গোলা-তুলসী।

ইহা ল্যাবিয়েটী (labiatae) জাতীয় উদ্ভিদ।

---

* আয়ুর্বেদ মতে—পিত্তকৃৎ পার্শ্বশূলঘ্নঃ সুমুখঃ সমুদাহৃতঃ।
কফানিল বিষশ্বাসকাসদৌর্গন্ধনাশনঃ॥

সুমুখ বা দুলাল তুলসী পিত্তজনক, পার্শ্বশূলনাশক, কফ, বায়ু, বিষদোষ, শ্বাস, কাশ এবং দুর্গন্ধ নাশ করিয়া থাকে।

আমাদের দেশে ইহা সর্বত্র পরিচিত ; ইহার ফলের সঙ্গে তোকমারির যথেষ্ট সাদৃশ্য আছে। তোকমারি ফোড়া ফাটাইবার যেমন একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ, ইহার ভিজান জল বা সরবৎ বহুমূত্র রোগে তেমনই ফলপ্রদ।

ওসিমাম ক্যারিওফাইলেটাম প্রমেহ ও শুক্রমেহ প্রভৃতি রোগে ব্যবহৃত হয়। প্রমেহ ইহা ক্যানাবিস স্যাটাইভা ঔষধের তুল্য। প্রমেহের প্রথম অবস্থায় পুনঃপুনঃ মূত্রত্যাগ, মূত্রত্যাগে জ্বালা, পুঁজনির্গমন প্রভৃতি লক্ষণে বিশেষ উপযোগিতার সহিত ব্যবহৃত হইতে পারে। এই সমস্ত উপসর্গ সহ জ্বরেও ইহা উপযোগী।

প্রসবের পরবর্তী বেদনাতেও ইহা ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ইহার নিম্নক্রম ২x, ৩x ও ফলপ্রদ।

তুলসী

(Ocimum Sanctum)

সাধারণ নাম—সংস্কৃত—বিষ্ণুপ্রিয়া, তুলসী, দিব্যা, ভারতী, কৃষ্ণমূল ; বাংলা, হিন্দি—তুলসী ; মালয়লম—শিবতুলসী ; তেলেগু, তামিল, মারাঠী—তুলসী ; কানাড়ীজ—কারি তুলসী ; ইংরাজী—হোলী বেসিল।

ইহা লেবিয়েটী (labiatæ) জাতীয় উদ্ভিদ। ইহার অপর দুই ডাক্তারী নাম—ওসিমাম হিরস্থটাম (ocimum hirsutam) এবং ওসিমাম টোমেনটোসাম (ocimum tomentosum)।

তুলসী* আমাদের দেশের সর্বজনপরিচিত ক্ষুদ্র বৃক্ষ। তুলসীপত্র হিন্দুর চক্ষে অত্যন্ত পবিত্র জিনিস। পুজার্চনায় ইহা সর্বদা ব্যবহৃত হয়।

বিষ্ণুপুরাণ এবং ব্রহ্মপুরাণের মতে তুলসী বৃক্ষের উৎপত্তি সম্বন্ধে দুই প্রকারের উপাখ্যানের প্রচার অবগত হওয়া যায়। এস্থলে তাহার বর্ণনায় প্রবন্ধকে অযথা ভারাক্রান্ত করিবার প্রয়োজন নাই। যাহা প্রত্যেক হিন্দুর অবশ্য জ্ঞাতব্য, সেই তুলসীর মাহাত্ম্য আর জাতি-ধর্মনির্বিশেষে যাহা প্রত্যেকের অতি প্রয়োজনীয় তথ্য এ-স্থলে কেবলমাত্র তাহাই সংক্ষেপে আলোচনা করিব।

এইরূপ গল্প শোনা যায়, এক বাঙ্গালী হিন্দু ভদ্রলোক একজন বিজ্ঞানবিদ্ ইংরেজের সঙ্গে দেখা করিতে যাইয়া দেখিতে পান—তাঁহার বাংলোর চারিদিকে টবে কেবলই তুলসী গাছ,—ফুল বা ক্রোটন-জাতীয় সুদৃশ্য গাছ একটিও নাই। ভদ্রলোক আশ্চর্য হইয়া কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন।

সাহেব বলিলেন—তুমি হিন্দু হয়ে এর কারণ জিজ্ঞাসা করছো? তুলসীর মাহাত্ম্য তুমি জানো না।

—হাঁ, আমি হিন্দু, আমি জানি, কিন্তু তুমি তো হিন্দু নও, তোমার বাংলোর চারিদিকে ফুলের আর ক্রোটনের টব দেখবো, এ আশা করেছিলাম।

সাহেব হাসিয়া উত্তর করিলেন—তুলসীর মাহাত্ম্য অনেকে জানে না, কিন্তু আমি জানি আর বিশ্বাস করি। তুলসী গাছের ন্যায়

* আয়ুর্বেদ মতে—তুলসী কটুকা তিক্তা হৃদ্যোষ্ণা দাহপিত্তকৃৎ।
দীপনী কুষ্ঠ কৃচ্ছ্রাগ্র পার্শ্ব-রুক্কফবাতজিৎ॥
শুক্লা কৃষ্ণা চ তুলসী গুণৈস্তুল্যা প্রকীর্তিত।

অন্য কোন বৃক্ষের এরূপ প্রবল বৈদ্যুতিক শক্তি নাই। তুলসী গাছের চারিদিকে প্রায় দুই শত গজ স্থানের বায়ু শোধিত থাকে।

সাহেব বাঙ্গালী বাবুকে দেখাইলেন এবং তিনিও অধিকতর বিস্মিত হইয়া দেখিলেন—তুলসী গাছের একখানি ক্ষুদ্র কাষ্ঠ-খণ্ড সূতার সঙ্গে তাঁহার মাজায় বাঁধা আছে। ইহাতে নাকি সংক্রামক ব্যাধির আক্রমণের আশঙ্কা থাকে না, তাহাও সাহেব বলিলেন। ইহার পরে আর বৈষ্ণবদের তুলসী মালা ধারণের যৌক্তিকতা কে অস্বীকার করিবে?

কিন্তু গাছের বৈদ্যুতিক শক্তির পরিচয়ও কি আমাদের ইংরেজের কাছে শিখিতে হইবে? ভারতের গৌরব আমাদের ত্রিকালদর্শী মুনি-ঋষিগণের উক্তি—

তুলসীগন্ধমাদায় যত্র গচ্ছতি মারুতঃ
দিশোদশশ্চ পুতাস্যুর্ভূতগ্রামশ্চতুর্বিধঃ ॥

বায়ু তুলসীর গন্ধ বহন করিয়া যে স্থানে গমন করে, তাহার দশদিক আর চতুর্বিধ প্রাণী পবিত্র হইয়া থাকে।

পৌরাণিক মতে তুলসী বৃক্ষ বিষ্ণুর স্বরূপ, ঐ বৃক্ষের পূজা করিলে বিষ্ণুর তুষ্টি জন্মে। বিষ্ণু সত্ত্বগুণময়াত্মক দেবতা। সত্ত্বগুণ ভাস্বর, নিরুপদ্রব, ইহা প্রাণিগণকে সুখে মগ্ন রাখে, শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় ইহাই ভগবানের উক্তি।

বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের ধর্ম-সাধনের একটি প্রধান অঙ্গ তুলসীর নিয়মিত সেবা। সত্ত্বগুণের আধার বিষ্ণুর স্বরূপ তুলসীর নিয়মিত সেবা করিয়া বৈষ্ণবগণকেও প্রায়ই সত্ত্বগুণসম্পন্ন হইতে দেখা যায়।

তুলসীর অশেষ গুণ। দীর্ঘকাল বিদেশীর সংস্পর্শে থাকিয়া এবং বিদেশীর মোহে আবিষ্ট হইয়া আমরা নিজেদের সম্পদ ভুলিতে বসিয়াছি। তুলসীর অলৌকিক শক্তি যে বৈজ্ঞানিক নহে, ইহা

কেহ প্রমাণ করিতে পারেন না অথচ বিজাতীয় শিক্ষায় তথাকথিত শিক্ষিত হইয়া আমরা তাহা বিশ্বাস করিতে লজ্জিত হই। অর্ধ শতাব্দী পূর্বেও আমরা দেখিয়াছি এবং শুনিয়াছি, তুলসী-সমন্বিত নারায়ণের চরণামৃত পান করিয়া এবং তুলসীতলার মাটি সর্বাঙ্গে লেপন করিয়া ও ভক্ষণ করিয়া অনেকে কঠিন রোগ হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছে। পূর্বেই বলিয়াছি, ইহার বৈদ্যুতিক শক্তি অত্যন্ত প্রবল; সুতরাং তুলসী গাছতলার মাটিও যে তুলসীর গুণপ্রাপ্ত হইবে, ইহাতে আশ্চর্যের কিছুই নাই।

তুলসীপত্র উত্তম পচন নিবারক এবং দুর্গন্ধহারক; সুতরাং জীবাণু বিনাশেও ইহার অসাধারণ ক্ষমতা আছে। পানীয় জলে তুলসী নিক্ষেপ করিলে, শুধুই যে জল পবিত্র হয় তাহা নহে, ইহাতে জল দোষশূন্য হয় এবং জলের শ্লেষ্মাবর্ধক দোষও নষ্ট হয়। ইহার জীবাণু বিনাশক অসাধারণ ক্ষমতার ইঙ্গিত আমরা অন্য স্থানেও পাইয়া থাকি। ইহার জীবাণু বিনাশক গুণ আছে বলিয়াই ত্রিকাল-দর্শী মুনি-ঋষিগণ মৃত ব্যক্তির সঙ্গে তুলসী গাছ বহন করিয়া শ্মশানে পুঁতিয়া রাখিবার ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন। এইভাবে শ্মশানে তুলসী গাছের বৃন্দাবন সৃষ্ট হইলে শববহনকারীদের দুষ্ট ব্যাধির বীজ সংক্রামণের আশঙ্কা কম থাকে। উদ্দেশ্যের সহিত আমরা পরিচিত না থাকায় এ-নীতি আমরা পালন করি না। কলিকাতা অথবা ঐরূপ বড় সহরে ইহা সম্ভব না হইলেও মফঃস্বলের ক্ষুদ্র সহর এবং গ্রাম্য শ্মশানকে সত্যই তুলসী গাছের বৃন্দাবনে পরিণত করা অসম্ভব কিছুই নয়।

বোলতা, ভীমরুল, বৃশ্চিকে কামড়াইলে ঐ স্থানে তুলসী পাতার রস লাগাইলে অথবা তুলসী পাতা বাটিয়া পুলটিসের মত করিয়া বাঁধিয়া দিলে শীঘ্রই জ্বালা-যন্ত্রণা দূর হয়। কর্ণশূলে তুলসীপাতার রস কর্ণের মধ্যে দিলে উপশম হয়।

সর্পদষ্ট ব্যক্তিকে তুলসীপত্রের রস কিছু পরিমাণে খাওয়াইয়া দিলে বিষ নষ্ট হয় বলিয়া কথিত, কারণ ইহা সর্পবিষনাশক। এস্থলে কৃষ্ণ তুলসী অধিকতর উপকারী। তুলসীর হাওয়া ম্যালেরিয়ানাশক, সে জন্য বাসগৃহের চারিদিকে তুলসী গাছ রোপণ করা ভাল। ম্যালেরিয়া-জীবাণুবাহী মশক তুলসী হাওয়া সহ্য করিতে পারে না, তুলসীর রস মাখিলে গায়ে মশক বসে না, তুলসীগাছের বৈদ্যুতিক শক্তি অত্যন্ত প্রবল বলিয়া যে বাড়ীতে সতেজ তুলসীগাছ আছে সে বাড়ীতে বজ্রপাত হয় না বলিয়া প্রবাদ আছে। আবার বজ্রাহত, মূর্ছাগ্রস্ত ব্যক্তির সর্বশরীরে তুলসীর রস মালিশ করিলেও তাহার জ্ঞান ফিরিয়া আসে বলিয়া জানা যায়। তুলসীর হাওয়া যেমন ম্যালেরিয়ানাশক, তুলসীর পাতাও তেমন ম্যালেরিয়ার উত্তম প্রতিষেধক এবং ঔষধও বটে। প্রত্যহ প্রাতঃকালে খালি পেটে সাতটি করিয়া তুলসীপত্র চিবাইয়া খাইলে ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত হইতে হয় না, ইহা এক সন্ন্যাসীর উক্তি। ইহাতে দেহ-কান্তি উজ্জ্বল হয়। পুরাতন ম্যালেরিয়া জ্বরে ৩৫টি তুলসীপাতা এইভাবে চিবাইয়া খাইবার ব্যবস্থা অনেক অভিজ্ঞ চিকিৎসকের নিকট হইতেও পাওয়া যায়। তুলসীগাছের মূলের ছালের উপযোগিতাও আমরা অনেক স্থলে দেখিতে পাই। ইহা বীর্যস্তম্ভনের একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ। অল্প পরিমাণে প্রত্যহ পানের সঙ্গে খাইলে বীর্য স্তম্ভিত হয়, স্বপ্নদোষও নিবারিত হয়, মূল অঙ্গে ধারণ করিলে বজ্রাঘাতের ভয় থাকে না।

তুলসী, হাম ও বসন্ত রোগের প্রতিষেধক, সুতরাং ঐ রোগ যখন সংক্রামক ভাবে প্রকাশ পায় তখন প্রত্যহ সকালে একটু করিয়া তুলসী পাতার রস খাওয়া ভাল।

কৃষ্ণ তুলসীর রস শরীরের পারা বিষ নষ্ট করিতে সক্ষম, মাসাধিককাল ইহা ব্যবহারের প্রয়োজন হয়।

চায়ের অনুকল্পরূপে তুলসীর যথেষ্ট উপযোগিতা আছে বলিয়া অনেকে স্বীকার করেন। তুলসীর পাতা ধুইয়া পরিষ্কার পাত্রে কয়েকদিবস ধরিয়া ছায়ায় শুকাইতে হইবে। উত্তমরূপে শুকাইলে চায়ের ন্যায় কৌটা ভর্তি করিয়া রাখিবেন এবং চায়ের ন্যায় দুধ-চিনি দিয়া তৈয়ার করিবেন। অতিরিক্ত চা সেবনে ক্ষতি হয়। কিন্তু অতিরিক্ত তুলসী-চা সেবনে উপকারই হইবে।

চায়ের পরিবর্তে তুলসী পানে তাঁহারা নানাভাবে উপকার পাইবেন—(ক) চায়ের অপকারিতা ইহাতে নাই, (খ) অধিকবার পানেও উপকার পাইবেন, (গ) চা কিনিবার পয়সা বাঁচিবে, (ঘ) বাড়ীতে তুলসী চাষে হাওয়া পবিত্র থাকিবে, ব্যাধি সংক্রামণের আশঙ্কাও কমিবে।

কিন্তু দুধের আস্বাদ ঘোলে পাওয়া যায় না, চায়ের আস্বাদ এবং গন্ধ তুলসীতে পাওয়া সম্ভব নহে, স্বাস্থ্য এবং মিতব্যয়িতা যেখানে কাম্য চায়ের সঙ্গে তুলসীপাতা মিশাইয়া ব্যবহারের অভ্যাস করা যাইতে পারে।

যাঁহারা মনে করেন, চা ম্যালেরিয়ার প্রতিষেধক, চা অপেক্ষা তুলসীর ম্যালেরিয়া প্রতিষেধক শক্তি যে অনেক বেশী, তাহা অনুভব করিয়া তাঁহারা তৃপ্ত হইবেন।

আমি সাধারণ তুলসীর কথা বলিতেছি, শুক্ল ও কৃষ্ণভেদে যাহা দুই প্রকার এবং উভয়ই তুল্যগুণবিশিষ্ট (শুক্লা কৃষ্ণা চ তুলসী গুণৈস্তুল্যা প্রকীর্তিত)।

তুলসীপাতায় এক প্রকারের হরিদ্রাভ সবুজ (**yellowish green**) বায়ী তৈল আছে, কিছুক্ষণ রাখিয়া দিলে ইহাতে দানা বাঁধে, ডাক্তারী কথায় তখন উহার নাম হয় বেসিল ক্যাম্ফর (**basil camphor**)। তুলসীর পাতা কফ নিঃসারক, বায়ুনাশক এবং

উত্তেজক। ইহার বীজ স্নিগ্ধ ও মূত্রকারক, বৃক্ষের রস কৃমিনাশক, শিশুদের সর্দি-কাশি-জ্বর, উদরাময় ইত্যাদি রোগে মুষ্টিযোগ হিসাবে এখনও ইহার বহুল ব্যবহার দেখা যায়।

লেফটেনাণ্ট কর্নেল আর এন চোপরা, আই এম এস বলেন—"The leaves are expectorant, in chronic cough especially in children are given sweetened with honey", অর্থাৎ তুলসীপাতা কম নিঃসারক, পুরাতন কাশিতে বিশেষতঃ শিশুদের মধুসহ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। চরক, হারীত, চক্রদত্ত বঙ্গসেন প্রভৃতি প্রাচীন আয়ুর্বেদীয় গ্রন্থকারগণ, সর্দি কাশি, নাসারোগ, ওর্জিনা, কোষ্ঠবদ্ধ, সবিরাম ও স্বল্পবিরাম জ্বর, বৃশ্চিকদংশন ইত্যাদিতে ইহার ব্যবস্থার অনুমোদন করিয়া গিয়াছেন।

হোমিওপ্যাথিক মতে তুলসীর কয়েকবার পরীক্ষা হইয়া গিয়াছে। পাবনার ডাক্তার প্রমদাপ্রসন্ন বিশ্বাস মহাশয়, ইহা নিজ শরীরে পরীক্ষা করেন, বর্তমানে ইহা বহু রোগে ব্যবহৃত হইতেছে এবং পলিক্রেস্ট (polychrest) বা নিত্য ব্যবহার্য ঔষধ রূপে গণ্য হইয়াছে।

ভেষজ লক্ষণ

ভ্রান্তি ; সর্ব কার্যে ভুল, কথা বলিতেও ভুল হয় ; অসম্বন্ধ প্রলাপ। শিশুদের মেজাজ অত্যন্ত খিটখিটে, সর্বদা কাঁদে, বিছানায় মোটেই থাকিতে চায় না, কোলে করিয়া বেড়াইলে একটু শান্ত হয় (ক্যামোমিলার ন্যায়। সিনাতেও প্রায় এইরূপ লক্ষণ আছে, কিন্তু সে রোগী কোলে করিয়া বেড়াইলেও শান্ত হয় না)। শিশুকে বিছানায় রাখা যায় না, অনবরত কাঁদিতে থাকে ; কোলে করিয়া বেড়াইতে হয়।

প্রলাপ ; অবসন্নতা ; তন্দ্রাচ্ছন্নতা ; রোগী কথা বলিতে বলিতে ঘুমাইয়া পড়ে।

মাথাধরা ; মাথা বাঁধিয়া রাখিলে ভাল বোধ হয়। মাথার উপরিভাগে উত্তাপ ; ঠাণ্ডা জল এবং হাওয়ায় উপশমবোধ (রোহিতক, কালমেঘ), কপালের চর্ম কুঞ্চিত ; রক্তসঞ্চয়-জনিত মাথাধরা (বেলেডোনা)।

চক্ষুতে রক্তসঞ্চয়, উহা লাল (বেলেডোনা)। চক্ষুতে বেদনা, জল পড়ে, পিচুটি হয় ; আলোকাতঙ্ক। অসংলগ্ন দৃষ্টি, রোগী একদৃষ্টে চাহিয়া থাকে।

কানে দপ্‌দপ্‌কর বেদনা। কান দিয়া জল পড়ে, দুর্গন্ধপূর্ণ পুঁজ নিঃসৃত হয়, কান দিয়া আগুনের ন্যায় উত্তাপ বাহির হয়, কানে কম শুনা।

পুনঃপুনঃ হাঁচি সহ তরুণ সর্দি, অথবা শাদা কিংবা হরিদ্রাবর্ণের পাকা শ্লেষ্মা নির্গত হয়। সর্দিজনিত, বা অন্য কারণে নাসিকার ক্ষত। নাসিকা হইতে রক্ত এবং দুর্গন্ধ পুঁজস্রাব।

আরক্ত, বা মলিন রক্তাভ মুখমণ্ডল, ঠোঁট দুইটি উজ্জ্বল লাল। মুখ দিয়া জল বা থুথু উঠে। মুখে পচা এবং তিক্ত আস্বাদ। মুখে ক্ষত ; জাড়ি-ঘা ; শিশুদের মুখে এবং জিহ্বায় ঘা, মাই টানিয়া খাইতে পারে না (বোর‍্যাক্স, মার্ক-সল এবং নাইট্রিক অ্যাসিডের ন্যায়)।

সমগ্র জিহ্বা উজ্জ্বল লালবর্ণের, অথবা জিহ্বার অগ্রভাগ এবং পার্শ্বদেশ লাল ও মধ্যভাগ ময়লায় আবৃত ; ইহা

ওসিমামের একটি বিশিষ্ট লক্ষণ। এই সঙ্গে ঠোঁট দুইটি লাল থাকিলে ওসিমাম বিশেষরূপে নির্দিষ্ট হইয়া থাকে।

গলাবেদনা—ঢোঁক গিলিতে গেলে বেদনা করে (বেলে-ডোনা); উভয় দিকের টনসিল বা তালুমূল-গ্রন্থির বৃদ্ধি; স্বরভঙ্গ।

পেটফাঁপা, উদ্গার, অক্ষুধা এবং হিক্কা; পেটডাকা; পেটে ভারবোধ; অনেকবার বাহ্যে হইলেও পেটের ভার যায় না। পেটে বেদনা।

প্লীহা ও যকৃতে বেদনা, যকৃৎপ্রদেশে বেদনা, দক্ষিণ ইলিয়াক বা তলপেটের নিম্নস্থ উভয় পার্শ্ব-প্রদেশে বেদনা, টিপিলে গড়গড়, বুজবুজ শব্দ।

অধিক পরিমাণ পাতলা দুর্গন্ধযুক্ত জলবৎ ভেদ; হলদে, মেটে বা সবুজ রং বিশিষ্ট পাতলা মল। আম ও রক্তসংযুক্ত, বা রক্তের ছিটযুক্ত মল। প্রবল জ্বরের সঙ্গে অসাড়ে মলত্যাগ। ক্রমাগত বাহ্যে হইতে থাকিলেও পেটফাঁপা একেবারে যায় না; বাহ্যের পরে সামান্য কমিয়া পুনরায় বৃদ্ধি পায়। বর্ষা ও শরৎকালীন অতিসার।

শিশুদের অসাড়ে মূত্রত্যাগ। মূত্রত্যাগকালে মূত্রপথে জ্বালাবোধ; মূত্রসহ শ্লেষ্মা নিঃসরণ। বারবার মূত্রত্যাগ করিবার ইচ্ছা।

স্ত্রীলোকগণের লোকিয়া বা প্রসবান্তিক ক্লেদস্রাব—অত্যন্ত দুর্গন্ধযুক্ত, অনেকদিন ধরিয়া চলে। প্রসবের পরের অত্যধিক রক্তস্রাব; প্রদর।

বুকের দুই পার্শ্বে বেদনা ; কাশিবার এবং হাঁচিবার সময় বেদনার বৃদ্ধি। রোগী স্থির হইয়া শয়ন করিতে পারে না। বুকে প্লুরিসির বেদনা। হাঁপানি, বুকে সাঁইসাঁই এবং ঘড়ঘড় শব্দ (শিশুদের হাঁপানিতে বিশেষ ফলপ্রদ)।

স্টার্নাম বা বক্ষাস্থির মধ্যস্থানে বেদনা।

ভ্রান্তি ইহার একটি বিশেষ লক্ষণ। সর্বকার্যেই ভুল হয়, রোগীর কথা বলিতেও ভুল হয়। রোগী অসম্বন্ধ প্রলাপ বকে। শিশুদের অত্যন্ত খিটখিটে স্বভাব, সর্বদাই কাঁদে—কোলে করিয়া বেড়াইলে শান্ত হয়। এক্ষেত্রে ইহা ক্যামোমিলা ঔষধের সমকক্ষ ও তাহার সহিত ইহার তুলনা করা যাইতে পারে। কৃমিগ্রস্ত শিশুদের অন্যতম প্রধান ঔষধ সিনার সহিতও ইহার অনেকাংশে মিল আছে। শিশুদের লগ্নজর, দন্তোদ্গম সময়ের জ্বর, উদরাময়, অতিসার প্রভৃতিতে এবং কৃমির উপদ্রবে এই সমস্ত লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায়। এরূপ অবস্থায় ওসিমাম প্রয়োগে সুন্দর ফল পাওয়া যায়।

ইনফ্লুয়েঞ্জা এবং সাধারণ সর্দি কাশির ইহা উৎকৃষ্ট ঔষধ। শিশুদের লগ্নজর, সেই সঙ্গে সর্দি কাশি বা উদরাময়, নিউমোনিয়া, ব্রঙ্কো নিউমোনিয়া, ব্রঙ্কাইটিস এবং হাঁপানি প্রভৃতিতে ইহা বিশেষ উপযোগিতার সহিত ব্যবহৃত হয়। শিশুদের কৃমির উপসর্গ—রাত্রে ভাল ঘুম হয় না, মধ্যে মধ্যে চেঁচাইয়া উঠে, অত্যন্ত খিটখিটে হয়, নাড়ী দেখিতে দেয় না। জ্বরের সঙ্গে উদরাময় এবং সর্দি কাশি থাকিলে ওসিমাম অধিকতর উপযোগিতার সহিত ব্যবহৃত হইয়া থাকে ; অসুস্থ শিশুর খিটখিটে মেজাজ ওসিমাম প্রয়োগে যেরূপ শীঘ্র দূরীভূত হয় সেরূপ আর কোন ঔষধে হইতে দেখা যায় না।

জ্বরবিকারে ব্যাপটিসিয়া ঔষধের সহিতও ইহার সমকক্ষতা চলে।

তন্দ্রাচ্ছন্নভাব, অবসন্নতা, কিছু জিজ্ঞাসা করিলে উত্তর দিতে দিতে ঘুমাইয়া পড়া ইত্যাদি প্রয়োগ লক্ষণ।

ওসিমামে মাথাধরা প্রবল দেখা যায়। রক্তসঞ্চয়জনিত মাথাধরা, সর্দিজ্বর, ইনফ্লুয়েঞ্জা এবং অন্যান্য জ্বরে মাথাধরা। ইহার বিশেষত্ব এই যে, মাথায় জল দিলে বা বাতাস করিলে উপশম বোধ হয়, চুপ করিয়া থাকিলে, অথবা মাথা বাঁধিয়া রাখিলেও রোগী আরাম বোধ করে, বেড়াইবার সময়, বা সঞ্চালনে কষ্ট হয়। রক্তসঞ্চয়ের ভাব চক্ষুতেও অত্যন্ত প্রবল দেখা যায়—চোখ লাল হইয়া উঠে এবং চোখ দিয়া জল পড়ে। সর্দিজ্বরে এই লক্ষণ থাকিলে ওসিমাম অধিকতর উপযোগিতার সহিত ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

চক্ষুরোগেও ইহা বিশেষ উপযোগী—চোখউঠা, চোখ লাল হওয়া, উহা হইতে জল ঝরা এবং উহাতে পিচুটি পড়া। বাহ্যপ্রয়োগের জন্য ইহার মূল অরিষ্ট এক আউন্স জলে ২।৩ ফোঁটা মাত্রায় ব্যবহার করা যাইতে পারে। (তুলসীপাতার রস চোখউঠায় উত্তম মুষ্টিযোগরূপে ব্যবহৃত হয়)। সদ্যোজাত শিশুদের চক্ষুরোগেও ওসিমাম বিশেষ উপযোগী।

শিশুদের সর্দিজনিত কানপাকা এবং কানে কম শুনায় ওসিমাম বিশেষ ফলপ্রদ। এক্ষেত্রে ইহা পালসেটিলা ঔষধের সমকক্ষ। পালসেটিলায় ফল না পাইলে ওসিমাম প্রয়োগ করিয়া দেখা উচিত।

ওসিমামের রোগীতে মুখমণ্ডলের লক্ষণে ওষ্ঠদ্বয় টকটকে লাল, মুখমণ্ডলও রক্তবর্ণ ও টসটসে দেখা যায়। শিশুদের মুখের aphthæ বা জাড়ি-ঘায়ে ওসিমাম বিশেষ উপযোগী। মুখের মধ্যে ঘা, মুখ দিয়া লালা পড়ে, মুখে এবং দাঁতের গোড়ায় দুর্গন্ধযুক্ত পচাক্ষত। বোরাক্স, মার্ক-সল ও নাইট্রিক অ্যাসিড প্রভৃতির ঔষধের সহিত ইহার সামঞ্জস্য দেখা যায়। জিহ্বা লালবর্ণের, জিহ্বার অগ্রভাগ ও

পার্শ্বদ্বয় লাল, কিন্তু মধ্যভাগ ক্লেদাবৃত ; ওসিমামের ইহা একটি নির্দিষ্ট প্রয়োগ লক্ষণ। সর্দিজ্বর, ইনফ্লুয়েঞ্জা, শিশুদের রেমিটেণ্ট টাইপের জ্বর, উদরাময় প্রভৃতিতে এই প্রকারের জিহ্বা দেখিতে পাওয়া যায়।

গলাবেদনা—ঢোঁক গিলিতে বেদনা করে, কাশিতে এবং হাঁচিবার সময়ও বেদনা করে। গলমধ্যের আরক্ততা, উভয়দিকের টনসিল বা তালুমূল-গ্রন্থির বৃদ্ধি। বেলেডোনা ঔষধের সহিত ইহার সামঞ্জস্য দেখা যায়। সর্দি এবং ইনফ্লুয়েঞ্জা সহ গলাবেদনা ও স্বরভঙ্গ প্রভৃতিতে ইহা বিশেষ উপযোগী।

জ্বর ও সর্দি সহ পেটের গোলযোগ, অথবা পাকস্থলী ও অন্ত্রের শ্লৈষ্মিকঝিল্লির প্রদাহ এবং রক্তসঞ্চয় হেতু গোলযোগ, যাহাকে ইংরাজীতে **gastric and intestinal catarrh** বলে, তাহাতে বিশেষ উপযোগী। যকৃৎ ও প্লীহা প্রদেশে বেদনা, পেটডাকার পর অধিক পরিমাণ পাতলা দুর্গন্ধযুক্ত মল ; অম্লগন্ধযুক্ত হলুদ বা সবুজ রংয়ের মল ; আম ও রক্ত-সংযুক্ত মল ; অসাড়ে মলত্যাগ, পেটফাঁপা—অনবরত ভেদ সত্ত্বেও দূর হয় না। ইনফ্লুয়েঞ্জা, সর্দি, কাশি, নিউমোনিয়া, ব্রঙ্কাইটিস এবং জ্বরের সঙ্গে এই প্রকারের উদরাময়ে ওসিমাম বিশেষ উপযোগিতার সহিত ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

হাঁপানি রোগেও ওসিমামের বিশেষ উপযোগিতা দেখা যায়। রোগী চিৎ হইয়া শুইতে পারে না, তাহাতে টান বাড়ে। শিশুদের হাঁপানিতে ইহা অধিকতর উপযোগিতার সহিত ব্যবহৃত হয়। সর্দি, কাশি বা প্লুরিসি, নিউমোনিয়া ইত্যাদির জন্য বুকে ও পার্শ্বদেশে বেদনাতেও ওসিমাম বিশেষ উপযোগী। কাশিতে ও হাঁচিতে বেদনার বৃদ্ধি, রোগী চুপ করিয়া শুইয়া থাকিতেও পারে না। দুর্গন্ধযুক্ত, বা লবণাক্ত পাকা শ্লেষ্মাযুক্ত কাশিতে উপযোগী, শ্লেষ্মার সহিত রক্তের ছিট

দেখা যায়। বৃদ্ধ রোগীদের অবিরত শ্লেষ্মা উঠিতে থাকিলে ইহা প্রয়োগে উপকার পাওয়া যায়।

দন্তরোগে ওসিমামের বিশেষ উপযোগিতা দেখা যায়। অসহ্য দন্তবেদনার ইহা অন্যতম উৎকৃষ্ট ঔষধ। রাত্রিকালে, স্পর্শে এবং শীতলতায় উহার বৃদ্ধি, দাঁতের গোড়া খাইয়া যাওয়া, মুখে দুর্গন্ধ হওয়া এবং মুখ দিয়া অনবরত দুর্গন্ধ লালাস্রাবেও ইহা উপকারী।

জ্বর—শিশুদের লগ্নজ্বর, উদরাময়, সর্দি কাশি সহ জ্বরে ইহা বিশেষ উপযোগী, সে কথা পুর্বেই বলিয়াছি। কিন্তু সবিরাম জ্বরেও ইহার কার্যকারিতা দেখা গিয়াছে। প্রায়ই অপরাহ্নে অত্যন্ত শীত করিয়া জ্বর আসে, কম্পও হইতে পারে। হাত পা ঠাণ্ডা হয় এবং সহজে গরম হইতে চাহে না, অবশ বোধ হয়, ঝিনঝিন করে, রৌদ্র সেবনেও শীত যায় না। পিপাসা, অথবা পিপাসার অভাব। পায়ে ও হাঁটুতে চিবান বেদনা, সমস্ত শরীরে বেদনা অনুভব। উত্তাপাবস্থায় অত্যন্ত গরম বোধ হয়, হাত পা চোখ মুখ দিয়া যেন আগুন বাহির হইতে থাকে। হাত পায়ের তেলো জলিয়া যায়, শীতল বাতাসে ভাল বোধ হয়, মাথায় ঠাণ্ডা জল প্রয়োগ করিলে রোগী আরাম বোধ করে। উত্তাপের সঙ্গে সঙ্গে ঘাম হয়। উত্তাপ ও ঘর্ম এবং শীত ও তাপ পর্যায়ক্রমে আসিতে পারে। শীত, বসন্ত অথবা বর্ষাকালের জ্বরেই ইহা উপযোগী।

সান্নিপাতিক জ্বরেও ইহার ব্যবহার আছে। কখনও শীত, কখনও দাহ, কখনও উত্তাপ, কখনও ঘর্ম, প্রলাপ, তন্দ্রাচ্ছন্ন ভাব প্রভৃতি লক্ষণে ব্যবহৃত হয়। প্রবল জ্বরের সঙ্গে অসাড়ে বাহ্যে প্রস্রাব হয়। মূত্রপথে জ্বালা এবং পুনঃপুনঃ মূত্রত্যাগ, পেটের ডান দিকে ইলিয়াক প্রদেশে বেদনা, টিপিলে গড়গড় এবং বুজবুজ শব্দ হয়। দাঁতে সর্ডিস নামক ময়লা। মুখে পচাক্ষত এবং মুখ হইতে দুর্গন্ধ নিঃসরণ।

স্ত্রীরোগেও ওসিমামের ব্যবহার আছে। প্রসবের পরের লোকিয়া (lochia) স্রাব অত্যন্ত দুর্গন্ধযুক্ত, উহার রংও অস্বাভাবিক, অনেকদিন ধরিয়া চলে। শ্লেষ্মাযুক্ত, মাছধোয়া জলের ন্যায়, পুঁজের মত ইত্যাদি নানাপ্রকারের স্রাব। অনিয়মিত ঋতুস্রাব, অনেকদিন ধরিয়া স্রাব থাকা ও শ্বেতপ্রদরে ইহা বিশেষ উপযোগিতার সহিত ব্যবহৃত হয়; প্রসবের পরে ব্যবহারে জরায়ুর দোষ সংশোধিত হয়।

ইহা ব্রাইওনিয়া, ব্যাপটিসিয়া, কলচিকাম, জেলসিমিয়াম, পালসেটিলা, রাস টক্স প্রভৃতি ঔষধের সমকক্ষ।

ক্রম—ইহার ২x, ৩x, ৬x, ৩০ ও ২০০ ক্রম সর্বদা ব্যবহৃত হয়।

রোগী-বিবরণ—টাইফয়েড রোগে ওসিমামের বিজয়-বার্তা

এপ্রিল ও মে, ১৯৩৮ খ্রীঃ। খুলনার মহেশ্বরপাশা গ্রামে ব্যাপকভাবে টাইফয়েড জর আরম্ভ হয়। কেহ জরাক্রান্ত হইলেই আর কথা নাই। উহার পরিণতি টাইফয়েড। দৈবাৎ দুই একজন সহজে অব্যাহতি পাইয়াছে।

(ক) শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ মিত্রের ৬ বৎসর বয়স্কা কন্যা দিবু, আবদারে এবং কৃমিধাতুগ্রস্তা। ব্যাধি প্রথমে অবিচ্ছেদী জররূপেই প্রকাশ পায়। ক্রমে ক্রমে পেটফাঁপা, দুই একবার তরল দুর্গন্ধ দাস্ত, রাত্রিতে বর্ধনশীল অস্থিরতা, প্রলাপ, জ্ঞানশূন্যতা ইত্যাদি প্রকাশ পায়। প্রথম সপ্তাহে জর ১০৫° উঠে, ১০৩°।১০৪° নামে। দ্বিতীয় সপ্তাহে ১০৪° উঠে, ১০২° নামে। দুইবার করিয়া উঠা নামা করে। লক্ষণানুসারে ব্যাপটিসিয়া, রাস টক্স, ব্রাইওনিয়া, সিনা প্রভৃতি ঔষধ চলিতে থাকে।

তৃতীয় সপ্তাহে সমস্ত উপসর্গ কমিয়া যায়, পেটফাঁপ আশ্চর্যরূপে অন্তর্হিত হয়। বাহ্যেও কমিয়া যায়, এই সময়ে অজ্ঞানতা বা প্রলাপও

নাই। কিন্তু সমস্ত রাত্রি ধরিয়াই অস্থিরতার রাজত্ব চলিতে থাকে। জ্বানের সঙ্গেই নাক এবং ওষ্ঠ খোঁটা খুব বেশী। প্রথমে সিনা ২০০ তাহাতে উপকার না হওয়ায় স্যান্টোনাইন ৩x প্রয়োগ করা হয়; কিন্তু এগুলিও ব্যর্থ হয়। অরাম ট্রিফাইলাম ৬x দুই তিন মাত্রা প্রয়োগ করিলে খোঁটা উপসর্গ কিছু কমে। কিন্তু জ্বানের সঙ্গে গাত্রতাপ ১০০° পর্যন্ত নামা সত্ত্বেও, রোগিনী রাত্রিতে ভীষণ অস্থিরতা প্রকাশ করে, বিছানা হইতে উঠিয়া বসে। কখনও দাঁড়াইতে চেষ্টা করে, চীৎকার করে, কাঁদে। ঠিক যেন ভূতে পাইয়াছে, এমনই নানা উৎপাত করে। কোন কোন সময় কোলে করিলে শান্ত হয়। ইহা দেখিয়া—

২৯শে এপ্রিল, ক্যামোমিলা ৩০ এক ফোঁটায় ২ মাত্রা দেওয়া হয়।

৩০ এপ্রিল, কোন উপকার না দেখিয়া পুনরায় উহারই ২০০ শক্তি কয়েকটি অণুবটিকায় এক মাত্রা করিয়া দেওয়া হয়।

ইহাতে কোন পরিবর্তন নাই।

১লা মে, পুনরায় রোগী পরীক্ষান্তে ক্যামোমিলার লক্ষণই পাওয়া গেল, অধিকন্তু তাহার জিহ্বা এবং ওষ্ঠদ্বয় লাল দেখা গেল। ব্যাধির প্রথম অবস্থায় মস্তকে রক্তাবেগের জন্য মাথায় অনিয়মিত জলধারা প্রয়োগে শ্লেষ্মা বৃদ্ধি পাইয়াছে। রোগী কাশিতেছে।

বেলা ১২টা ও সন্ধ্যা ৬টায় দুই মাত্রা ওসিমাম স্যাঙ্কটাম ৬x দেওয়া হয়।

পরদিন ২রা মে, সকালেই গৃহস্থের হাসি মুখ দেখা গেল। শুনিলাম ভূত নামিয়া গিয়াছে, অর্থাৎ রোগিনী পূর্ব রাত্রিতে কোন উৎপাত করে নাই এবং শান্তভাবে ঘুমাইয়াছে।

আজও আর দুই মাত্রা ওসিমাম দেওয়া হয়।

৩রা মে, আজও ওসিমাম ৬x দুই মাত্রা দেওয়া হয়।

রোগিনীর মেজাজ ঠাণ্ডা হইয়াছে, জ্বরও ক্রমে কমিতেছে।

লক্ষণানুসারে ইহার পরে অ্যান্টিম-টার্ট এবং তৎপরে এপিস দিতে হইয়াছিল।

৮ই মে, ২৭ দিনে জ্বর বিচ্ছেদ হইয়া ৯৭·৪ ডিগ্রীতে নামে। কিন্তু ইহার পরও কয়েকদিন জ্বর সামান্য উঠানামা করে। আর কোন উপসর্গ হয় নাই। পায়ে একটি দূষিত ক্ষত দেখা যায় এবং অল্প অল্প জ্বর হয়। তাহার জন্য কয়েক মাত্রা সাইলিসিয়া দেওয়ার প্রয়োজন হয়।

(খ) বাতশ্লেষ্মা জ্বরে ওসিমাম

শ্রীসিদ্ধেশ্বর চক্রবর্তীর কন্যা, বয়স দশ মাস। দাঁত উঠিতেছে। বাতশ্লেষ্মা ক্ষেত্রের জ্বরে পেটফাঁপা, মাথাগরম প্রভৃতি উপসর্গ। প্রথমে একজন 'অ্যামেচার' বা সৌখিন হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক কয়েকদিন ঔষধ দেন। কিন্তু তিনি প্রত্যহ দেখিবার সুযোগ পান না বলিয়া অন্য চিকিৎসক ডাকিতে বলেন। গৃহস্থ শিশুটির চিকিৎসার ভার একজন অ্যালোপ্যাথিক ডাক্তারের উপর দেন। ২৪ ঘণ্টা অ্যালোপ্যাথিক ঔষধ দিবার পরে রোগীর অবস্থা অত্যন্ত সঙ্গীণ হইয়া দাঁড়ায়। জ্বর, পেটফাঁপা এবং মাথাগরম সবই বাড়িয়া যায়।

২৫শে নভেম্বর ১৯৩২, শিশুর জীবন সম্বন্ধে একরূপ নিরাশ হইয়াই গৃহস্থ আমাকে ডাকেন। ঐ দিন সন্ধ্যার পরে যাইয়া দেখিলাম, শিশুর জ্বর ১০৫°। পাতলা দুর্গন্ধ বাহ্যে হইতেছে। শিশু অত্যন্ত অস্থিরতা প্রকাশ করিতেছে। পিপাসা আছে বলিয়া বোধ হইল। রাত্রির জন্য দুই মাত্রা ওসিমাম স্যাঙ্ক ৬x দিয়া আসিলাম।

২৬শে নভেম্বর, সকালে যাইয়া দেখিলাম, জ্বর, পেটফাঁপা, মাথাগরম, অস্থিরতা প্রভৃতি সমস্ত উপসর্গই কমিয়াছে। ঔষধ সেই একই, ৪ মাত্রা দিন রাত্রির জন্য।

২৭শে নভেম্বর, মাথাগরম ও রাত্রিতে বর্ধনশীল কাশি ব্যতীত আর কোন বিশেষ উপসর্গ নাই। জর সকালে ১০০°। অন্য কোন দিন এত কম হয় নাই। ঔষধ বেলেডোনা ৩০, দিন রাত্রির জন্য ৪ মাত্রা।

২৮শে নভেম্বর, কোন বোধগম্য উপশম না দেখিয়া আজও বেলেডোনা দেওয়া হয়।

২৯শে নভেম্বর, গতকল্য জর ১০১°র উপরে উঠে নাই। কাশি সকল সময়ের জন্যই আছে। বর্তমানে কাশিই প্রবল। পিপাসাও অত্যধিক বলিয়া মনে হয়। কারণ আগ্রহ সহকারে ঔষধ খায় এবং সর্বদাই স্তন্যপান করিতে চাহে। ঔষধ ব্রাইওনিয়া ৩০, এক ফোঁটায় ২ মাত্রা, ১২ ঘণ্টা অন্তর।

৩০শে নভেম্বর, অদ্য দ্বাদশ দিনে জর বিচ্ছেদ হইয়া যায়। ঔষধ একই।

আর জর ফিরিয়া আসে নাই, কিন্তু স্বভাবটি পুনরায় খিটখিটে হইয়া উঠে। তাহাতে আবার ওসিমাম স্যাঙ্ক ৩০ এক ফোঁটায় ৩ মাত্রা হিসাবে উপর্যুপরি ৩ দিন প্রয়োগ করিলে শিশুর স্বভাবও ভাল হয়, কাশি ইত্যাদি উপসর্গও দূর হয়।

(গ) লোকিয়া স্রাবে ওসিমাম

হালিসহর রেল কলোনীর শ্রী.........ঘোষের স্ত্রীর (তিনটি সন্তানের জননী) একটি পুত্রসন্তান প্রসবের পরে, এক মাস অতীত হইয়া গেলেও প্রত্যহ দুর্গন্ধ লোকিয়া স্রাব চলিতে থাকে। স্রাব জলবৎ, কখনও ময়লা রং-এর, কখনও সবুজ, কখনও বা সাদা। রোগিনীর পাতলা ছিপছিপে চেহারা, শরীরের মধ্যে জ্বালা অনুভব হয়। সর্বদা বাতাস পাইবার ইচ্ছা দেখিয়া সিকেল কর ৩০ দুই দিনে চারি

মাত্রা প্রয়োগে সামান্য কম বোধ হয়, আর এক দিন প্লাসিবো দিয়া দেখিলাম, আর কোন উপশম নাই। শক্তি পরিবর্তনে আর সময় নষ্ট করিতে ইচ্ছা হয় নাই, আমার পুস্তকের একজন একান্ত অনুরক্ত ভক্তের লোকিয়া স্রাবের রোগিনীর চিকিৎসার কথা স্মরণ করিয়া ইহাকে ওসিমাম স্যাঙ্ক ২x দুই ফোঁটা মাত্রায় দিনে ৩ বার করিয়া তিন দিন দেওয়ায় স্রাব বন্ধ হয়, সেই সঙ্গে অন্যান্য উপসর্গও কমিয়া যায়। আর ঔষধ দিবার প্রয়োজন হয় নাই।

রামতুলসী

(Ocimum Gratissimum)

সাধারণ নাম—সংস্কৃত—ফণিজ্জক, মরুবক, বনতুলসী ; বাংলা—রামতুলসী* ; হিন্দী—বনজরি ; মারাঠী ও গুজরাতী—আজাবল ; তেলেগু—নিম্মতুলসী ; মালয়লম—কাট্টিতুল্লভ ; তামিল—এলুমিচাম তুলসী ; ইংরাজী—আবী বেসিল।

---

* আয়ুর্বেদ মতে—

ফণিজ্জকো হিমস্তিক্তো রুক্ষঃ কফ বিনাশনঃ।
রক্তহারী তথা হস্তি সুঘোরং কৃত্রিমং বিষম্।
মরুবকঃ কফহরো রুচ্যো মুখসুগন্ধকৃৎ।

ফণিজ্জক (রামতুলসী) শীতবীর্য, তিক্তরস রুক্ষগুণসম্পন্ন, কফবিনাশক, রক্তদোষ অপহারী এবং গর বা সংযোগ বিষ নাশ করিয়া থাকে। মরুবক (রামতুলসী) কফনাশক, রুচিকারক এবং মুখের সুগন্ধ প্রদান করিয়া থাকে।

নরহরি বলেন—দ্বিধা মরুবকঃ প্রোক্তঃ শ্বেতশ্চৈব সিতেতরঃ।
শ্বেতো ভেষজকার্যে স্যাদপরঃ শিবপূজনে॥

শ্বেত ও কৃষ্ণ ভেদে মরুবক বা রামতুলসী দুই প্রকার ; শ্বেত তুলসী ঔষধে এবং কৃষ্ণ তুলসী শিবপূজায় ব্যবহৃত হয়।

ইহা লেবিয়েটী (labiatæ) জাতীয় উদ্ভিদ। ইহার অপর ডাক্তারী নাম—ওসিমাম ফ্রুটেসমেন্স (ocimum frutesmens)।

ইহার পাতা সাধারণ তুলসী অপেক্ষা অনেক বড়। অ্যামেরিকান ফার্মাকোপিয়ায় ওসিমাম ক্যানাম নামক একটি ঔষধ আছে। আমাদের দেশীয় রামতুলসীর সহিত উহার অনেকটা সাদৃশ্য দেখা যায়। সেই জন্য কেহ কেহ বলেন, আমেরিকার ওসিমাম ক্যানাম আমাদের দেশীয় রামতুলসী।

মুষ্টিযোগ হিসাবে ইহা আমাদের দেশে শিশুদের কোষ্ঠবদ্ধ সহ সর্দ্দি, কাশি, জর ইত্যাদিতে ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

বাতের বেদনায় রামতুলসীর পাতার রস প্রয়োগ করিলে বেদনার শান্তি হয়।

ভীমরুল বা বোলতায় কামড়াইলে রামতুলসীর পাতার রস প্রয়োগ করিলে যন্ত্রণার উপশম হয়।

ওসিমাম ক্যানাম, রেনাল কলিক এবং মূত্রকৃচ্ছ্রে উপযোগী ; রামতুলসীও প্রস্রাব করিতে কষ্ট, প্রস্রাবে জালা, প্রস্রাবের সঙ্গে পুঁজ নির্গত হওয়া ইত্যাদি লক্ষণযুক্ত প্রমেহে ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

ক্রম—ইহার ২x, ৬x, এবং ৩০ ফলপ্রদ।

ক্ষেতপাপড়া

(Oldenlandia Herbacea)

সাধারণ নাম—সংস্কৃত—পর্প ট, ক্ষেত্রপর্প ট ; বাংলা—ক্ষেত-পাপড়া ; হিন্দী—দামান পাপার ; মারাঠী—পর্প ট ; গোয়া—পপত ; ক্যানাড়ী—কল্লাসাবাত্রেগী ; তামিল—পার্পাদায়ুন ; তেলেগু—ভেরে-নেল্লাভেমন।

ইহা রুবিয়েসী (rubiaceæ) জাতীয় উদ্ভিদ। ইহার অপর দুই ডাক্তারী নাম—ওলডেনল্যাণ্ডিয়া বাইফ্লোরা (oldenlandia biflora) এবং ওলডেনল্যাণ্ডিয়া করিমবোসা (oldenlandia corymbosa)।

ক্ষেতপাপড়া* আয়ুর্বেদের একটি শ্রেষ্ঠ জ্বরঘ্ন ঔষধ। জ্বরের নানা প্রকারের পাঁচনের সহিত ইহার যথেষ্ট ব্যবহার আছে। পৈত্তিক জ্বরেই ইহা সমধিক উপযোগী।

ক্ষেতপাপড়ার শাক জ্বর রোগীর উৎকৃষ্ট পথ্য এবং খাদ্য। ক্ষেতপাপড়ার এবং মুথার ক্বাথ অতিসারে ভাল ফল দেয়, মাত্রা আন্দাজ দুই আউন্স। পৈত্তিক জ্বরে হাত পায়ের জ্বালায় ক্ষেতপাপড়ার রসের বাহ্যপ্রয়োগ হিতকর।

পাকস্থলীর গোলযোগের জন্য যেখানে মাথা ঘুরিতে থাকে, সেখানে ক্ষেতপাপড়ার তরল সার এক ড্রাম মাত্রায় দিনে দুই তিন বার বিশেষ উপযোগিতার সহিত ব্যবহৃত হইতে পারে।

আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসকগণ—ইহা জ্বর, কাশি, পিত্তাধিক্যজনিত জ্বালা এবং অন্যান্য উপসর্গে, ও রক্তদুষ্ট, পিপাসা, স্মৃতিশক্তির হীনতা প্রভৃতি রোগে ব্যবহার করিয়া থাকেন। প্রাচীন আয়ুর্বেদীয় গ্রন্থকারদের মধ্যে—

চরক—রক্তবমন, উদরাময় এবং মদাত্যয় (delirium tremens) রোগে ইহার উপযোগিতা স্বীকার করেন।

চক্রদত্ত—সাধারণ ও পৈত্তিক জ্বর এবং বমন।

---

* আয়ুর্বেদ মতে—

পর্পটো হন্তি পিত্তাস্র ভ্রম তৃষ্ণা কফজ্বরান্।
সংগ্রাহী শীতলস্তিক্তো দাহনুদ্বাতলো লঘুঃ॥

পর্পট অর্থাৎ ক্ষেতপাপড়া, পিত্ত, রক্তদোষ, ভ্রম, তৃষ্ণা, কফ, জ্বর ও দাহ নাশক, ধারক, শীতবীর্য, তিক্তরস, বায়ুবর্ধক এবং লঘু।

সুশ্রুত—উদরাময় এবং রক্তামাশয়।

ডাক্তার আর এন চোপরা তাঁহার *Indigenous Drugs of India* পুস্তকে পাকাশয়ের উপদাহ, স্নায়বিক অবসাদ এবং স্বল্পবিরাম জ্বরের কথা লিখিয়া গিয়াছেন।

হোমিওপ্যাথি মতে পাবনার ডাঃ প্রমদাপ্রসন্ন বিশ্বাস মহাশয়ের তত্ত্বাবধানে ইহা পরীক্ষিত হইয়াছে। পরীক্ষাতেও ইহা ম্যালেরিয়া জ্বরের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ঔষধ বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে। পিত্তপ্রধান জ্বরেই ইহা অধিকতর উপযোগী ; জ্বর একদিন বেশী, পরদিন কম হয়। শীত করিয়া জ্বর আসে, মাথা ধরে, পিপাসা হয়, চোখ মুখ হাত পা জ্বালা করে, পিত্তবমন ও পিত্তভেদও হইতে পারে।

ওলডেনল্যাণ্ডিয়া নূতন পুরাতন উভয়বিধ জ্বরেই ব্যবহৃত হইতে পারে। ইহা নাক্স ভমিকা, নেট্রাম মিউর, ইউপেটোরিয়াম প্রভৃতি ঔষধের সমকক্ষ। যে ক্ষেত্রে ঐ সকল ঔষধ ব্যবহার করিয়াও জ্বর বন্ধ হয় নাই, সে ক্ষেত্রে ওলডেনল্যাণ্ডিয়া ব্যবহার করিয়া দেখা যাইতে পারে। পুরাতন জ্বরে চোখ মুখ হাত পা জ্বালা থাকিলে ইহা উপযোগিতার সহিত ব্যবহৃত হইতে পারে। এস্থলে ইহা পালসেটিলা ঔষধের সমকক্ষ। সালফার, কালমেঘ, অ্যাজাডিরাক্টা ইণ্ডিকা প্রভৃতি ঔষধেও এই প্রকারের লক্ষণ আছে।

প্রচলিত বিদেশী ঔষধ অপেক্ষাও যে ইহার কার্যকরী শক্তি অধিক তাহার প্রমাণ আমরা ব্যবহার ক্ষেত্রে বহুস্থলেই পাইয়াছি। পিত্তজনিত জ্বালা, চোখ মুখ হাত পা জ্বালা, প্রায় যাবতীয় দেশীয় জ্বরঘ্ন ঔষধের প্রকৃতিগত লক্ষণ। কালমেঘ, নাটা বা কুইনিয়া ইণ্ডিকা, নিম বা অ্যাজাডিরাক্টা ইণ্ডিকা, রোহিতক, পটোল বা ট্রাইকোস্যান্থিস, শেফালিকা বা নিকট্যান্থিস, চিরতা, তেলাকুচা বা সেফালাণ্ড্রা ইণ্ডিকা, ভাঁট বা ক্লেরোডেণ্ড্রন প্রভৃতির নাম এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যাইতে পারে।

পিত্ত ভেদ বা বমন না থাকিলেও, যেক্ষেত্রে আমরা পিত্তজনিত অত্যধিক জ্বালা দেখিয়াছি, সেক্ষেত্রে ইহা প্রয়োগে বিশেষ ফল পাইয়াছি। এস্থলে কয়েকটি রোগী-বিবরণ দেওয়া হইল।

(ক) ৬ বৎসরের মেয়ে মাধবী, ১৯৩২ খ্রীস্টাব্দে জুলাই মাসে ম্যালেরিয়া জ্বরে আক্রান্ত হয়। জ্বর প্রত্যহ ১০।১২টার সময়ে আসিত। শীত, মাথাধরা ও পিপাসা থাকিত, জল পান করিলেই উহা বমি হইয়া যাইত। রোগী নিতান্ত অল্পবয়স্ক বলিয়া জ্বালা সম্বন্ধে কিছু বলিতে পারিল না। এই সময়ে জ্বরে দেশীয় ঔষধের কার্যকারিতা পরীক্ষার জন্য খুব ব্যবহার করিতে থাকি; সুতরাং প্রচলিত ঔষধের দিকে না যাইয়া প্রথমেই ওলডেনল্যাণ্ডিয়া ৬x প্রয়োগ করি এবং দুই দিন মাত্র ৬ মাত্রা প্রয়োগেই তাহার জ্বর বন্ধ হইয়া যায়।

(খ) নিতাই নামে ৫ বৎসরের একটি বালক ১৯৩৮ খ্রীঃ ২রা অগস্ট জ্বরে আক্রান্ত হয়; সকালে ও সন্ধ্যায় দুইবার করিয়া বেগ দেয়। জ্বর আসার সময়ে শীত করে, ২।১ বার জল খায়, বমি ও গা-বমি-বমির ভাব বেশী হয়।

৩রা অগস্ট, সকালে দেখিয়া ইপিকাক ৩০ এক ফোঁটায় ৩ মাত্রা দিই।

৪ঠা অগস্ট, গতকল্যও দুইবার জ্বরের বেগ দিয়াছে, কিন্তু বমনেচ্ছা বা বমি নাই। পিপাসা ও শীত ছিল, দাঁত কাটা বা কিড়মিড় করা এবং দুই একবার আঙ্গুল খোঁটা দেখা গিয়াছিল। ঔষধ সিনা ২০০ এক মাত্রা এবং ওলডেনল্যাণ্ডিয়া ৩x তিন মাত্রা।

৫ই অগস্ট, কল্যও জ্বর হইয়াছে। দুইবার বমনেচ্ছা ব্যতীত অন্যান্য উপসর্গ সমভাবে ছিল। আজও ঔষধ ওলডেনল্যাণ্ডিয়া ৩x তিন মাত্রা।

৬ই অগস্ট, গতকল্য একবার মাত্র জরের বেগ দেয়। পরিমাণ অল্প এবং উপসর্গ কিছু ছিল না। ঔষধ সেই একই, তিন মাত্রা।

৭ই অগস্ট, আর জর হয় নাই। আজও সেই ঔষধ দিয়া ঔষধ বন্ধ করা হয়। আর জর আসে নাই।

(গ) আশুতোষ নামে ৩ বৎসরের একটি বালক, মাসে মাসে পেটের অসুখে ভোগে। ১৯৩৮ খ্রীঃ জুলাইয়ের শেষভাগে কয়েক দিবস ধরিয়া সকালে জর আসে। শীত করে, বৈকালে জর কমিয়া যায়, বোধ হয় সামান্য থাকে, অন্য কোন লক্ষণ পাওয়া যায় না, বমনেচ্ছা বা গা-বমি-বমি নাই। ওলডেনল্যাণ্ডিয়া ৬x তিন মাত্রা করিয়া (বিরাম অবস্থায়) তিন দিন ব্যবহার করিলে জর বন্ধ হইয়া যায়; (বিশেষ কোন লক্ষণ না থাকিলেও এস্থলে ইহা কুইনাইনের ন্যায় জর বন্ধ করিয়াছে)।

(ঘ) শ্রী……মুখুজ্যের ভগিনী, বয়স, ৩৫।৩৬ বৎসর। কয়েকটি সন্তানের জননী। পাড়ায় টাইফয়েড হইতেছে, এই সময়ে রেমিটেণ্ট বা অবিচ্ছেদী জরে আক্রান্ত হন।

২৩শে অগস্ট, ১৯২৯, বেলা ২টার সময়ে প্রথম দেখিলাম। গত তিন দিন হইতে অবিচ্ছেদী জর। বেলা ১০।১১টার সময়ে খুব বাড়ে। জর আসার সময়ে সামান্যই শীত হয়, কিন্তু শীত শীত ভাব প্রায় সব সময়েই থাকে; অথবা কখনও শীত, কখনও দাহ—রোগিনী ঠিক করিয়া বলিতে পারেন না। পিপাসা আছে। সব সময়ের জন্য মাথাধরা অত্যন্ত প্রবল, মাথার তালু ফাটিয়া যায়, দুই রগে ভীষণ বেদনা অনুভূত হয়। মাথাধরার জন্য রোগিনী পাগলের মত হয়। বাহ্যে প্রত্যহ একবার হয়। অন্য কোন উপসর্গ বিশেষ নাই। তীব্র শিরঃপীড়া লক্ষ্য করিয়া আজিকার মত বেলেডোনা ৬x তিন মাত্রা দিয়া আসিলাম।

২৪শে অগস্ট, সকালে জর সামান্য, কিন্তু মাথাধরা এখনও প্রবল আছে। শীত শীত ভাব লক্ষ্য করিয়া সকালেই এক মাত্রা নাক্স ভমিকা

৩০ দিই। পেটের গোলযোগ কিছু না থাকিলেও পাড়ায় টাইফয়েড হইতেছে এবং এই প্রকৃতির মাথাধরায়ও কিছু উপকার হইতে পারে মনে করিয়া, দিন রাত্রির জন্য ৪ মাত্রা ব্যাপটিসিয়া ২x দিই।

২৫শে অগস্ট, সকালে জর কম (রীতিমত তাপ লওয়া হয় না); কিন্তু মাথাধরা সমভাবে আছে, সকালে সামান্য কম থাকে। গতকল্য হইতে শীতের পরিবর্তে জালাই বেশী অনুভূত হইতেছে। সমস্ত শরীরে জালা, হাত পা বেশী জলিয়া যায়। বমি হয় না, কিন্তু বমনেচ্ছা আছে।

অদ্য হইতে প্রত্যহ তিন মাত্রা করিয়া ওলডেনল্যাণ্ডিয়া ৩০ দেওয়া হয়। ইহাতেই ক্রমে জর এবং মাথাধরা কমিতে কমিতে—

২৮শে অগস্ট, সকালে জর বিচ্ছেদ হইয়া যায়। আরও দুই দিন ওলডেনল্যাণ্ডিয়া ৩০ দিয়া, ৩০শে অগস্ট তাহাকে অন্নপথ্য দিই। আর জর ফিরিয়া আসে নাই।

ক্রম—নূতন জরে ইহার ২x, ৩x, ৬x ক্রম এবং পুরাতন জরে ৩০ ক্রম ব্যবহারে সুফল পাওয়া যায়।

———

রড়া বা রয়না

(Andersonia Rohitaka)

সাধারণ নাম—সংস্কৃত—রোহিতক, রোহী ; বাংলা—রয়না*, রড়া, পিতরাজ, তিক্তরাজ ; তেলেগু—মূলুমোদুগাচেট্টা ; হিন্দি—রহড়া ; গুজরাতী—রোহিদো।

ইহা মেলিয়েসী (maliaceæ) জাতীয় উদ্ভিদ, ইহার অপর ডাক্তারী নাম আমুরা রোহিতক (amoora rohitaka)।

ইহা আমাদের দেশের একটি চিরপরিচিত বৃক্ষ। ইহার ক্ষুদ্র লাল বীজ হইতে তৈল প্রস্তুত করিয়া অনেকে প্রদীপ জ্বালাইয়া থাকে। এদেশে কেরোসিন আমদানী হইবার পুর্বে অনেক গৃহস্থ একটু কষ্ট স্বীকার করিয়া রয়নার তৈল এবং রেড়ির তৈল প্রস্তুত করিয়া ব্যবহার করিত।

আয়ুর্বেদে ইহার এক নাম প্লীহাঘাতী ; ফলতঃ প্লীহা ও যকৃৎ রোগে ইহার বিশেষ ক্রিয়া লক্ষিত হয়। প্লীহা ও যকৃতের বৃদ্ধি এবং উহার বেদনায় রয়নার ছাল গোমূত্র সহ বাটিয়া প্লীহা ও যকৃতের উপর প্রলেপ দেওয়া হয়। আয়ুর্বেদ মতে পুরাতন জ্বর, কামলা, অর্শ, শোথ, গুল্ম প্রভৃতি রোগেও ইহার ব্যবহার দেখা যায়।

১৯১২ খ্রীস্টাব্দে পাবনার ডাঃ প্রমদাপ্রসন্ন বিশ্বাস মহাশয় দুইজন সহকারী সহ সুস্থ শরীরে এই ঔষধ পরীক্ষা করেন।

---

* আয়ুর্বেদ মতে—

রোহিতকঃ প্লীহঘাতী রুচ্যো রক্ত প্রসাদনঃ।

অর্থাৎ রয়না প্লীহানাশক, রুচিকারক এবং রক্তপ্রসাদক।

ভেষজ লক্ষণ

ভ্রান্তি; লিখিবার সময়ে বানান ভুল হয়; স্মৃতিশক্তির বিশৃঙ্খলা, কোন বিষয়ে মনঃস্থির করিতে পারা যায় না, স্মরণশক্তির হ্রাস (অ্যানাকার্ডিয়াম ঔষধে আছে—হঠাৎ স্মরণশক্তি হ্রাস পায়, কিন্তু তরুণ রোগের পরে। কালমেঘের মানসিক লক্ষণ—ভ্রান্তি, কথায় কাজে ভুল, বিশেষ পরিচিত লোকের নামও মনে আসে না। ওসিমাম স্যাঙ্কটাম ঔষধেও ভ্রান্তি আছে, কোন কথা সহজে মনে আসে না, কথা বলিতেও ভুল হয়। অভ্যস্ত কার্য করিতে ভুল)। হঠাৎ ক্রোধের সঞ্চার।

মাথাঘোরা, চোখ মুখ হাত পা জ্বালা, শরীরের মধ্যে গরম বোধ। গায়ের কাপড় খুলিলে রোগী আরাম পায়।

মাথায়, বিশেষতঃ উপরিভাগে তাপবোধ। কপালের মধ্যেও বেদনা, উত্তাপবোধ এবং এক প্রকার যন্ত্রণা। ঠাণ্ডা জল বা ঠাণ্ডা হাওয়া প্রয়োগে উত্তাপের উপশম।

চোখ মুখ দিয়া যেন আগুনের ঝলক বাহির হইতে থাকে।

প্রাতঃকালে মুখের আস্বাদ খারাপ এবং তিক্তবোধ (পালসেটিলার সহিত তুলনীয়)। প্রাতঃকালে insipid taste অর্থাৎ নীরস আস্বাদ।

বমনোদ্বেগ সহ পেটের মধ্যে জ্বালা, প্লীহা ও উদরোর্ধ্ব প্রদেশে জ্বালা, উদরে তাপবোধ এবং অম্লজনিত আক্ষেপিক বেদনা, পাকস্থলীতে উত্তাপ ও জ্বালা বোধ। তলপেটেও উত্তাপ। বাম এবং ডান উভয় কুক্ষিদেশেই (hypochondria) বেদনা।

সমস্ত শরীরে উত্তাপবোধ, সেজন্য গায়ের কাপড় ফেলিতে এবং স্নান করিতে ইচ্ছা হয়। আভ্যন্তরিক উত্তাপের সঙ্গে সমস্ত শরীরে সূচীবেধ অনুভূতি (prick)।

হাতের এবং পায়ের তলা অত্যন্ত গরম।

রৌদ্রতাপ মোটেই সহ্য হয় না।

* * * *

বর্ধিত প্লীহা ও যকৃৎযুক্ত পুরাতন ম্যালেরিয়া জ্বরে রোহিতক বিশেষ উপযোগিতার সহিত ব্যবহৃত হইতেছে। পিত্তপ্রধান রোগীদের পক্ষে ইহা অধিকতর উপযোগী। জ্বরের সময় মাথা ধরে, চোখ মুখ হাত পা জ্বালা করে। জ্বালার জন্য জল দিতে বা ঠাণ্ডা লাগাইতে ইচ্ছা হয়। কোষ্ঠবদ্ধ, অরুচি, মুখের আস্বাদ খারাপ এবং প্রাতঃকালে বিছানা হইতে উঠিতে আলস্যবোধ ইহার অন্যান্য লক্ষণ।

চোখ মুখ হাত পা জ্বালা সহ পুরাতন জ্বরে রোহিতকের ন্যায় সেফালাণ্ড্রা ইণ্ডিকা বা তেলাকুচা, কালমেঘ, চিরতা, সালফার, ওলডেনল্যাণ্ডিয়া বা ক্ষেতপাপড়া, অ্যাজাডিরাক্টা বা নিম প্রভৃতি ঔষধও ব্যবহৃত হইয়া থাকে। পালসেটিলাতেও এই প্রকারের লক্ষণ আছে। খোলা বাতাসে যন্ত্রণার উপশমে—রোহিতক, পালসেটিলা, অ্যাজাডিরাক্টা ইণ্ডিকা প্রভৃতি ঔষধ বিশেষভাবে নির্দিষ্ট।

ক্রম—সাধারণতঃ ৩x, ৬x এবং ৩০ সর্বদা ব্যবহৃত হয়।

রোগী-বিবরণ—সত্তর বৎসর বয়স্কা এক বৃদ্ধার ১৯৩৩ খ্রীস্টাব্দের বর্ষাকালে জ্বর হইলে, কুইনাইন সেবন দ্বারা চাপা দেওয়া হয়। কিন্তু এক পক্ষ পরে জ্বর পুনরায় প্রকাশ পায় অপরাহ্নে। তাহাতে এই সকল লক্ষণ ছিল—সামান্য শীত সহ জ্বর, শীতের পরে প্রবল দাহ, হাত পা চোখ মুখ জ্বলিয়া যায়, পিপাসা নাই, মুখে তিক্ত আস্বাদ। দুই

দিন পর্যন্ত পালসেটিলা ৩০ দেওয়া হয়; কিন্তু ইহাতে কোন পরিবর্তন দেখা যায় না। জর প্রত্যহ অপরাহ্নে একই নিয়মে আসে, সকালে থাকে না, দাহ প্রবল। পুনরায় পালসেটিলা ২০০ এক মাত্রা দেওয়া হইল; কিন্তু ইহাতেও কিছুমাত্র বোধগম্য উপশম না দেখিয়া রোহিতক ৩০ এক ফোঁটায় দুই মাত্রা জর আসার পূর্বে দেওয়া হয়। সেদিন জর এবং জ্বালা প্রভৃতি উপসর্গ কম থাকে। পরদিন পুনরায় আর দুই মাত্রা দিলে জর বন্ধ হইয়া যায়। জর বন্ধ হইলেও আরও একদিন দুই মাত্রা রোহিতক দেওয়া হয়। সে বৎসর বৃদ্ধার আর জর ফিরিয়া আসে নাই।

চন্দ্রা, ছোটচন্দ্র

(Rauwolfia Serpentina)

সাধারণ নাম—সংস্কৃত—চন্দ্রিকা, সর্পগন্ধা; বাংলা—চন্দ্রা; হিন্দি—ছোট চাঁদ; তেলেগু—পটোলাগন্ধী; বম্বে—হরতাই; তামিল—চিহান মেলপদী; মালয়লম—চিবী-আভেলপরি; ক্যানাড়ীজ—স্বত্রানবী।

ইহা অ্যাপোসাইনেসী (apocynaceæ) জাতীয় উদ্ভিদ।

এই উদ্ভিদের শিকড় তিক্ত টনিক এবং অতি প্রাচীন কাল হইতেই বিষাক্ত কীট এবং সরীসৃপ ইত্যাদি দংশনে ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে। ইহা জরনাশক; পাতার রস চক্ষুরোগে, কনীনিকার অস্বচ্ছতায় (opacity of the cornea) ব্যবহৃত হইয়া থাকে। শিকড়ের ক্বাথ জরায়ুর সঙ্কোচবিধানে বিশেষ উপযোগী।

বিহার এবং উত্তর প্রদেশে এই উদ্ভিদ বোধ হয় বেশী পরিমাণে

পাওয়া যায়; কারণ ঐ দুইটি প্রদেশে ইহা "পাগলা কি দাওয়াই" (drug for insanity) নামে বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। ফলতঃ, ইহার শিকড় অনেক প্রসিদ্ধ পেটেন্ট পাগলের ঔষধরূপেই ব্যবহৃত হইয়া থাকে। আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসকগণ উন্মাদ রোগের ঔষধে ইহার শিকড়ের রস অনুপান দেন।

ইহা অনিদ্রার একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ। ইহার নিদ্রাকারক গুণ বিহার-বাসীদের মধ্যে এমন ভাবে পরিচিত যে, এখনও বিহারের অনেক স্থানে শিশুদের ঘুম পাড়াইবার জন্য ইহার যথেষ্ট ব্যবহার আছে।

হোমিওপ্যাথি মতে প্রস্তুত মূল অরিষ্ট এবং নিম্ন ক্রমও উপরিউক্ত ব্যাধি এবং উপসর্গে বিশেষ উপযোগিতার সহিত ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

বিষাক্ত কীট ও সরীসৃপাদির দংশনেও ইহা যেমন উপকারী, অনিদ্রায়, মৃদু এবং উৎকট উন্মাদরোগেও ইহা তেমনি ফলপ্রদ।

অনিদ্রা এবং স্নায়ুবিধানের উগ্রতার লক্ষণযুক্ত উচ্চ ব্লাড-প্রেসারে ইহা একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ। অর্ধ হইতে এক ড্রাম অরিষ্ট প্রত্যহ দুই বার সেবনে অতি শীঘ্রই সুনিদ্রা আনয়ন করিয়া রোগীর উচ্চ ব্লাডপ্রেসার কমাইয়া দেয়।

বিদেশীয় ঔষধের মধ্যে উচ্চ রক্তচাপে গ্লেনাইনএর উপযোগিতা স্বীকৃত হয়। ইহাও শীঘ্র রক্তচাপ কমাইয়া দেয়। কিন্তু অনিদ্রা উপসর্গ যুক্ত ব্লাড-প্রেসারে রাওলফিয়া অধিকতর কার্যকরী এবং এস্থলে প্যাসিফ্লোরা θ ঔষধও উপযোগিতার সহিত ব্যবহৃত হইতে পারে।

ক্রম—θ।

লণ্ডনস্থ ফ্যাকালটি অব হোমিওপ্যাথির প্রুভিং বিবরণ এস্থলে উল্লেখযোগ্য।*

---

* The British Homœopathic Journal, April 1956 হইতে উদ্ধৃত।

মন—ক্লান্তি বা অবসন্নতা, অতিরিক্ত পরিশ্রমে তাহার উপশম। সহজ ক্রোধশীলতা, স্ফূর্তিহীনতা, একাকী থাকিলে ভাল মনে হয়। ত্যক্ত বিরক্ত হইতে চাহে না, যে কোন কাজ সম্পন্ন করিতে বহু চেষ্টার প্রয়োজন হয়। উদাসীনতা। হতজ্ঞান হওয়া অমূলক কল্পনা। বস্তু সকল অবাস্তব, জগৎ হইতে বিচ্ছিন্ন এইরূপ মনে হয়। অমার্জিত, অসংলগ্ন। বানান করিতে ভুল করে। কৃতকর্ম ভুলিয়া যায়। ক্লান্ত; সম্পূর্ণ অবসন্ন। ইচ্ছা এবং উদ্যমের অভাব, অনালাপী, অপরের সঙ্গে কথা বলিতেও অনিচ্ছুক।

মস্তক—মনে হয় যেন ফাটিয়া যাইবে (গ্লোনইন); মনে হয় যেন মাথা উড়িয়া যাইবে বা উহার অস্থি উচ্চ হইয়া উঠিতেছে (ক্যানাবিস ইণ্ডিকা)। মস্তকে চাপ, কাশিতে বৃদ্ধি, সঙ্কোচবোধ। মস্তক চর্মে (scalp), সম্মুখে ললাটে বেদনা, বৃত্তকার রজ্জু দিয়া যেন বাঁধা রহিয়াছে, ঠাণ্ডা প্রয়োগে এবং নির্মল বায়ুতে উপশম।

চক্ষু—বেদনাযুক্ত শ্রান্ত, একদিক হইতে অন্যদিকে সঞ্চালনে বৃদ্ধি।

কর্ণ—উত্তাপ, আরক্ততা। বাহ্যকর্ণের উত্তাপ ও আরক্ততা, স্পর্শে উত্তাপবোধ (বেলেডোনা)।

মুখমণ্ডল—উত্তাপের ঝলক (সন্ধ্যা ৬টা হইতে রাত্রি ৮টা পর্যন্ত), ত্বকের শুষ্কতা।

মুখ মধ্য—বেদনাযুক্ত, শুষ্ক জিহ্বা, টাকরা, ওষ্ঠ, ধাতব আস্বাদ, দাঁতের মাড়িতে দপ্‌দপ্‌কর বেদনা (throbbing pain); নিম্ন ওষ্ঠ ফাটা।

গলা—শুষ্ক, জালাকর, লালা গলাধঃকরণে জালার বৃদ্ধি; ঠাণ্ডা জলে উপশম, নিদ্রা হইতে জাগিবার পরে বৃদ্ধি (ল্যাকেসিস)।

শ্বাসযন্ত্র—কাশিতে শ্বাসনলীতে বেদনা, ঠাণ্ডা হাওয়ায় কাশির বৃদ্ধি (রুমেক্স), হ্রস্ব শ্বাস; গভীর নিশ্বাস লইতে চেষ্টা করে (ইগ্নেসিয়া),

কয়েক পদ চলিতেই মনে হয় কয়েক মাইল হাঁটিয়া আসিয়াছে, পরিশ্রমের পরেই বুকে বেদনা, স্তনপ্রদেশে তীব্র বেদনা ; স্টার্নামের নীচে খামচান বেদনা, পরিশ্রমে বৃদ্ধি।

হৃৎপিণ্ড—সিঁড়ি বাহিয়া উপরে উঠিতে অথবা হঠাৎ পরিশ্রমের পরে হৃৎপিণ্ডের প্রবল উচ্চ শব্দ।

গলায়, ক্যারোটিড ধমনীতে এবং দন্তেও স্পন্দন, হৃৎপিণ্ডের শীর্ষদেশে চাপ বোধ ; তীব্র সূচিবিদ্ধ বেদনা, সম্মুখ হইতে পিছনে হঠাৎ যাতায়াত করে (কেলি বাই), সিঁড়ি বাহিয়া উপরে উঠিতে হঠাৎ শ্বাসরোধ ; সম্মুখে ললাটে, পিছন মস্তকে, কুক্ষিদেশ হইতে হৃৎপিণ্ড পর্যন্ত বিস্তৃত স্পন্দন, ডান দিকে তীব্র বেদনা, চোয়াল এবং ডান দিকের বাহু পর্যন্ত বিস্তৃত হয়।

পাকস্থলী—ভার এবং অস্বস্তিবোধ, সন্ধ্যা ৬টায় বৃদ্ধি। কয়েক গ্রাস আহারেই পেট ভরিয়া আসে, আহারের দশ মিনিট পরেই পুনরায় ক্ষুধাবোধ। খামচান বেদনা, মনে হয় যেন হাত দিয়া অন্ত্রকে চাপিতেছে, উপুড় হইয়া শয়নে উপশম, উদ্গারে খাদ্যবস্তুর আস্বাদ, নাভিপ্রদেশে শূলবৎ বেদনা, চাপে এবং উপুড় হইলে উপশম, অন্ত্রের কুন্থন এবং পূর্ণতা বোধ।

চিনি আহারে অনিচ্ছা, শীতল পানীয় এবং তৃপ্তিকর খাদ্যে ইচ্ছা।

মলদ্বার এবং মল—প্রাতঃকালীন উদরাময়, অতি প্রত্যুষে তাড়াতাড়ি পায়খানায় দৌড়াইতে হয় (অনেকবার), ঘন ঘন বাহ্যের বেগ কিন্তু বেগ নিষ্ফল অথবা পায়খানায় বসিয়া অনেক কোঁথ পাড়িতে হয়, প্রথমে শক্ত, পরে নরম এবং সর্বশেষে জলবৎ মল।

পৃষ্ঠ এবং হস্তপদ—আড়ষ্টতা এবং কনকনে বেদনা, বিশ্রামে বৃদ্ধি, প্রথম সঞ্চালনেও বৃদ্ধি অবিরত সঞ্চালনে উপশম। নিম্ন প্রত্যঙ্গ বেদনা, ভার উত্তোলনে বৃদ্ধি, দণ্ডায়মান অবস্থায় বৃদ্ধি, সন্ধ্যা ৬টা

হইতে ৭টায় বৃদ্ধি, চাপে উপশম। আকর্ষণবৎ বল্লমবিদ্ধবৎ, দপ্ দপ্ কর ইত্যাদি নানাপ্রকারের বেদনা এবং জ্বালাকর উত্তপ্ততা বিশেষতঃ হাতের ক্ষুদ্র সন্ধিসমূহে। হাঁটুর পশ্চাৎদিকে বেদনা (কস্টিকাম), পায়ের তলায়, অথচ স্নান করিতে ইচ্ছা (লিডাম)।

নিদ্রা—স্বপ্নের জন্য নিদ্রার ব্যাঘাত, ভ্রমণের, হত হইবার, জলে ডুবিবার স্বপ্ন। শৃঙ্খলারহিত স্বপ্ন, ঘুম ঘুম ভাব।

চর্ম—উপদাহিতা ; চর্মে চুল রহিয়াছে এইরূপ অনুভূতি, পায়ের গোড়ালি ফাটা ; মুখমণ্ডলের চর্ম শুষ্ক। অত্যন্ত শুষ্ক চর্ম।

সাধারণ লক্ষণ—উত্তাপের অনুভূতি, গরম ঘরে এবং আগুনের কাছে বৃদ্ধি, মুক্ত বায়ুতে উপশম, গুমসো আবহাওয়া এবং গরম জলে স্নানে বৃদ্ধি, ভূগর্ভে ভ্রমণে যেন দম বন্ধ হইয়া আসে। উত্তাপের ঝলক জন্য ঘর্ম, মুক্ত জানালার পাশে দাঁড়াইলে উপশম (ক্যানাবিস ইণ্ডিকা ; চেলিডোনিয়াম)।

সম্বন্ধ—তুলনীয়—লাইকো ; মিলিয়াম টিগ ; নেট্রাম মিউর ; মর্গান গার্টনার এবং তাহার সম শ্রেণীর ঔষধ। হেলিবোরাস ; ল্যাকেসিস ; চেলিডোনিয়াম ; চেনোপোডিয়াম।

রোগী-বিবরণ—মস্তিষ্ক বিকৃতিতে রাওলফিয়া

শ্রী......ঘোষ, বয়স প্রায় ২৫, অবিবাহিত, কারখানায় কাজ করেন, বিষয় সম্পত্তি কিছু নষ্ট হওয়ায় এবং বাকীটার জন্য মালিমোকর্দমার ফলে মস্তিষ্কবিকৃতি দেখা যায়। ৬ মাস ধরিয়া কবিরাজী মুষ্টিযোগ, দৈব চিকিৎসা হয়, তাহাতে উৎকট অবস্থার কিছু উপশম হয়, এই সময় তাঁহাকে ভগ্নীর বাড়ীতে আনা হয় এবং চিকিৎসা করিতে আমি অনুরুদ্ধ হই। কলিকাতায় লইয়া কোন বিশেষজ্ঞকে দেখাইবার জন্য আমি পরামর্শ দিই, বাড়ী যাইয়া সেই ব্যবস্থাই করা হইবে, এখানে যে কয়দিন থাকে, উপসর্গ যাহাতে একটু কম হয় আমাকে নাকি

সেই ব্যবস্থাই করিতে হইবে। রোগীর প্রধান উপসর্গ রাত্রিতে ঘুম হয় না, বাচালতা বেশী, বিষয় সম্পত্তির চিন্তাও আছে, বাচালতার প্রধান বিষয়ও উহাই, এক একদিন কারখানায় কাজে যাইয়া সেখানে গোলমাল করেন, আবার কোন কোন দিন ভালভাবে কাজও করেন, ঔষধ খাইতে একান্ত অনিচ্ছা। রাওলফিয়া θ, ৫ ফোঁটা মাত্রায় দিনে দুইবার প্রথম প্রথম জোর করিয়া খাওয়ান হয়, ১০।১২ দিন পরেই ঔষধ খাইবার একটা আগ্রহ দেখা যায়, রোগী বলেন তিনি ঔষধ খাইয়া ভাল বোধ করিতেছেন। অবশ্য ইহা তাহার ধারণা, একমাস এই ভাবে ঔষধ দিলে অনিদ্রা এবং অন্যান্য বিষয়েও অনেকটা উপশম দেখা যায়, এই সময়ে রোগী বাড়ী যাওয়ায় ঔষধ বন্ধ হয়।

কুড়, পাচক

(Saussurea Lappa or Auriculata)

সাধারণ নাম—সংস্কৃত—পুষ্কর, কুষ্ঠ ; বাংলা—পাচক, কুড়* ; হিন্দি—কুষ্ঠ, পোখার মূল ; বম্বে, গুজরাতী—উপালেত ; তেলেগু—কুষ্ঠম ; তামিল—গোস্তান ; ক্যানাড়ীজ—কোষ্ঠ ; মালয়লম—সুপপুদ্ধে।

---

* আয়ুর্বেদ মতে—

কুষ্ঠমুষ্ণং কটু স্বাদু শুক্রলস্তিক্তকং লঘু।
হন্তিবাতাস্রবী সর্পকাস কুষ্ঠ মরুৎকফান্ ॥

কুড় উষ্ণবীর্য, কটু, স্বাদু, শুক্রজনক, তিক্ত ও লঘু। ইহা বাতরক্ত, বিষর্প, কফ, কুষ্ঠ, বায়ু ও কফ নাশক।

ইহা কম্পোজিটি (compositeæ) জাতীয় উদ্ভিদ। ইহার অপর ডাক্তারী নাম—সস্থরিয়া অরিকুলাটা (sausuria auriculata)।

কাশ্মীরের পার্বত্য প্রদেশে ইহা প্রচুর পরিমাণে জন্মিয়া থাকে ; সেই জন্যই বোধ হয় ইহার অপর নাম কাশ্মীরজ।

আয়ুর্বেদ মতে—ইহা বাতরক্ত (vitiated blood), বিসর্প, কাশি, কুষ্ঠ, বায়ু এবং কফ নাশক।

ক্ষতে কুড়ের মলম উপকারী। বাতে, বিশেষতঃ গাঁইটের বেদনায় কুড়চূর্ণ এবং সৈন্ধব লবণ সমপরিমাণ লইয়া সরিষার তৈল মিশাইয়া মালিশ করিলে বেদনা নিবারিত হয়।

এই উদ্ভিদের মূলচূর্ণ এবং ইহার নির্যাস কফনিঃসারক এবং কফনাশক ; সুতরাং হাঁপানি রোগে ইহার বিশেষ উপযোগিতা লক্ষিত হইয়া থাকে। ইহাতে হাঁপানির টান এবং তাহার ঘন ঘন সংঘটন (frequency) সত্বর উল্লেখযোগ্য ভাবে কমিয়া যায়। হুপিং কাশিতেও ইহা উপকারী।

জ্বর, ক্ষয়কাশ, অরুচি, পার্শ্ববেদনা, শোথ এবং কামলা রোগেও ইহা ব্যবহৃত হয়। জ্বরে কুড়ের ক্কাথ ব্যবহৃত হয়।

অ্যালোপ্যাথিক মতে ইহা টনিক বা বলকারক এবং ধাতুপরিবর্তক (alterative) ও কামোদ্দীপক (aphrodisiac) ঔষধরূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

কলেরার পতনাবস্থায় উত্তেজক ঔষধের উপকরণ হিসাবে ইহার মূলের ব্যবহার আছে। ক্ষত এবং অন্যান্য চর্মরোগের বাহ্য প্রয়োগের মলমে ইহার শুষ্ক মূলচূর্ণ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। শিরঃত্বক বা মস্তক-চর্মের (scalp) প্রুরাইগো নামক কণ্ডুয়নশীল চর্মরোগে মুষ্টিযোগ হিসাবে সরিষা তৈলের সহিত ইহার শুষ্ক মূলচূর্ণের ব্যবহার বাঙ্গালার গৃহে বিরল নহে।

হাকিমী চিকিৎসকগণও ইহাকে মূত্রকারক এবং কৃমিনাশক বলিয়া বর্ণনা করেন এবং তাঁহারা চাতুর্থক জ্বরে (quartan fever), কুষ্ঠ ব্যাধিতে, দুর্দম্য হিক্কায় এবং বাতরক্তে ব্যবহার করিয়া থাকেন।

হোমিওপ্যাথিক মতে প্রস্তুত ঔষধ উপরিউক্ত ব্যাধিসমূহেই ব্যবহৃত হয় ; বিশেষতঃ বায়ুনলী সংক্রান্ত হাঁপানি রোগে ইহার বিশেষ ফলবত্তা দেখা যায়। ইহার প্রয়োগে শ্বাসনলী অতি দ্রুত পরিষ্কার এবং আক্রমণ দমিত হয়। কলিকাতা ট্রপিক্যাল স্কুলের প্রসিদ্ধ চিকিৎসক কর্নেল চোপরা বায়ুনলী সংক্রান্ত হাঁপানিতে (bronchial asthma) ইহার যথেষ্ট প্রশংসা করেন।

দুর্দম্য হিক্কায় ইহা একটি বিশেষ ফলপ্রদ ঔষধ। শুক্রমেহেও ইহার ব্যবহার আছে।

ক্রম—θ, ২x।

কালজাম

(Syzygium Jambolanum)

সাধারণ নাম—সংস্কৃত—নীলফল, রাজফল ; বাংলা—কালজাম ; হিন্দি—জমন ; গুজরাতী—জামবুদো ; মারাঠী—জাম্বুল।

ইহা মার্টেসী (myrtaceæ) জাতীয় বৃক্ষ। ইহার অপর ডাক্তারী নাম—ইউজেনিয়া জ্যাম্বোলিনাম (eugenia jambolanum)।

প্রাচীন আয়ুর্বেদীয় গ্রন্থকারদের মধ্যে—

চরক বলেন—কালজামের বীজচূর্ণ স্ফোটক এবং ক্ষতে বিশেষ ফলপ্রদ।

পিত্তবমিরও ইহা একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ। মূত্রদেহের শর্করা কমাইতে ইহার অদ্ভুত শক্তি।

চক্রদত্ত লিখিয়া গিয়াছেন—রক্তামাশয় এবং রক্তযুক্ত উদরাময়ে ইহা একটি শ্রেষ্ঠ ঔষধ। ছাগলের দুধের সঙ্গে শিশুদের উদরাময়ে বিশেষ ফল পাওয়া যায়।

লেফটেনাণ্ট কর্নেল আর এন চোপরা আই এম এস তাঁহার প্রসিদ্ধ পুস্তকে লিখিয়া গিয়াছেন—কালজামের বীজ সঙ্কোচক, উদরাময়ে এবং রক্তামাশয়ে বিশেষতঃ আমের আঁটির সঙ্গে ব্যবহারে বিশেষ উপকার পাওয়া যায়। বীজচূর্ণ বহুমূত্র রোগে শর্করা কমাইতে বিশেষ সক্ষম।

কালজামের কচি পাতা এবং বীচির শাঁস পল্লীগ্রামে এখনও ফলপ্রদ মুষ্টিযোগরূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। কচি পাতার রস ছাগদুগ্ধ সহ আমরক্ত-রোগে বিশেষ হিতকারী। বীচির শাঁস বহুমূত্র রোগে ব্যবহৃত হয়। শাঁসচূর্ণ ৫ গ্রেন মাত্রায় দিনে ৩ বার ব্যবহার করিয়া অনেকে বিশেষ ফল পাইয়াছেন। ডাঃ ডাজেন, হানসেন প্রভৃতি বিচক্ষণ চিকিৎসকগণ এই ঔষধ বিশেষ উপযোগিতার সহিত ব্যবহার করিয়া গিয়াছেন।

জামগাছের ছাল, পাতা এবং বীচি সঙ্কোচক গুণবিশিষ্ট। জামের বীচি, আমের বীচি একত্রে ক্বাথ করিয়া অতিসার আমাশয়ে ব্যবহারে বিশেষ ফল পাওয়া যায়। তেজপাতা ও দারুচিনি সহ গাছের ছালের ক্বাথও ঐ একই উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয়। জামের পাতা এবং ছালের ক্বাথের কুল্লি দন্তমাঢ়ী হইতে রক্তস্রাবে উপকারী।

পাকা জামের রস মূত্রকারক, ধারক এবং পাচক।

বহুমূত্র রোগে ইহা একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে। বারংবার অত্যধিক পরিমাণ প্রস্রাব, সেই সঙ্গে অতিরিক্ত পিপাসা।

যেমন পিপাসা, তেমনি অত্যধিক পরিমাণে প্রস্রাব সিজিজিয়ামের বিশেষত্ব। প্রস্রাবের আপেক্ষিক গুরুত্বও বেশী।* অ্যাব্রোমা অগস্টা বা ওলটকম্বলের সহিত ইহার বিশেষ সাদৃশ্য আছে। ইহার প্রস্রাবও অধিক পরিমাণ এবং শর্করাযুক্ত ও অত্যধিক আপেক্ষিক গুরুত্ববিশিষ্ট। পিপাসাও বর্তমান। রাত্রিকালীন বহু পরিমাণ পরিষ্কার প্রস্রাবে অ্যাব্রোমা অগস্টা ও সিজিজিয়াম উভয় ঔষধই তুল্য উপকারী। এরূপ স্থলে অ্যাসিড ফসের সহিত ইহাদের তুলনা করা যাইতে পারে। কিন্তু অ্যাসিড ফসে স্নায়বীয় লক্ষণ প্রবল; অবসন্নতা এবং মাজায় বেদনা ইহার বিশেষ প্রয়োগ লক্ষণ। বহুমূত্ররোগে অ্যাসেটিক অ্যাসিডও দুর্দম্য জ্বালাকর পিপাসায় উপযোগিতার সহিত ব্যবহৃত হইয়া থাকে। সুতরাং অ্যাব্রোমা অগস্টা এবং সিজিজিয়ামের সহিতও ইহার সামঞ্জস্য আছে।

অম্লপ্রধান ধাতুবিশিষ্ট রোগীদের পক্ষে সিজিজিয়াম অধিকতর উপযোগিতার সহিত ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

অস্বাভাবিক অত্যধিক পরিমাণ প্রস্রাব সহ জ্বর বা অন্যান্য ব্যাধিতে সিজিজিয়ামকে বিশেষ উপযোগী হইতে দেখা গিয়াছে।

ক্রম—θ, ২x, ৬x ও ৩০ সর্বদা ব্যবহৃত হয়।

রোগী বিবরণ—বহুমূত্রে সিজিজিয়াম

রংপুর জেলার এক মুসলমান ভদ্রলোক, চট্টগ্রামের অন্তর্গত তিন-

---

* ডাঃ বোরিক তাঁহার মেটিরিয়া মেডিকাতে লিখিয়াছেন—"A most useful remedy in diabetes mellitus, *No other remedy causes in so marked degree the diminution and disappearance of sugar in the urine. Prickly heat in upper part of the body*; small red pimples itch violently. Great thirst, weakness, emaciation. Very large amount of urine, specific gravity high. Old ulcers of skin. Diabetic ulceration. The seeds powdered, ten grains three times a day; also, the tincture."

কোনিয়া ফরেস্ট অফিসের রেঞ্জার; ১৯৩১ খ্রীস্টাব্দে আমার চিকিৎসাধীনে আসেন। বলা বাহুল্য, চিকিৎসা ডাকযোগে হইয়াছিল। অগস্ট মাসের প্রথম সপ্তাহে তাঁহার ব্যাধির বিস্তৃত বিবরণ দিয়া আমাকে যে পত্র লিখেন, তাহা হইতে আমি নিম্নলিখিত লক্ষণ সংগ্রহ করি।

তিনি অনেকদিন হইতে বহুমূত্রে ভুগিতেছেন; তাঁহার নিজের নিকটে হোমিওপ্যাথিক ঔষধের বাক্স আছে। তাহা হইতে যখন তখন ঔষধ ব্যবহার করেন। কখনও সাময়িক উপকার পান, কখনও বা তাঁহার 'গুলি' ব্যর্থ হইয়া যায়। প্রস্রাবের আপেক্ষিক গুরুত্ব অত্যন্ত অধিক, দিন রাত্রিতে অনেকবার প্রচুর পরিমাণে প্রস্রাব হয়, রাত্রিতেই বাড়ে, পিপাসা আছে কিন্তু অস্বাভাবিক নহে। ধাতুদৌর্বল্য এবং অতিরিক্ত ইন্দ্রিয়চরিতার্থতার ইতিহাস আছে। অ্যাসিড ফস যথেষ্ট ব্যবহার এবং অপব্যবহার করিয়াছেন। প্রত্যহ সকালে খালি পেটে একমাত্রা করিয়া খাইবার জন্য আমি ডাকযোগে ১৫ মাত্রা সিজিজিয়াম পাঠাইয়া দিলাম।

২৭শে অগস্ট তারিখে তিনি আমাকে লিখিলেন—"আপনি অনুগ্রহ করিয়া যে ঔষধ পাঠাইয়াছেন, তাহা ব্যবহার করিয়া আশাতিরিক্ত উপকার পাইয়াছি।"

উপকার সম্বন্ধে একটা বিস্তৃত বিবরণ দিয়া লিখিয়াছিলেন যে, তাঁহার উপসর্গসমূহ হ্রাসপ্রাপ্ত হইয়াছে। আমি পুনরায় দুই মাত্রা সিজিজিয়াম ২০০ পাঠাইয়া, প্রথম মাত্রা খাইবার তিন দিন পরে যেন দ্বিতীয় মাত্রা খান, এইরূপ নির্দেশ দিলাম। ২৬শে অক্টোবর তারিখে পুনরায় লিখিলেন, তিনি ভালই আছেন, তাঁহার আর কোন উপসর্গ নাই।

———

বাবচি, বুচকি, লাটা কস্তুরী

(Psoralea Corylifolia)

আয়ুর্বেদ মতে বাবচি বা লাটা কস্তুরী* কুষ্ঠ, রক্তদোষ এবং বাতরক্ত (vitiated blood) রোগে ব্যবহৃত হয়। ফলতঃ শ্বেতরোগের ইহা একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ, সেজন্য ইহার অপর নাম শ্বিত্রারি। ইহার বাহ্য প্রয়োগে শ্বেতরোগ এবং ছুলিরোগ নিবারিত হয়।

বুচকি রসায়ন এবং স্নায়ুসমূহের বলপ্রদ, রেচক এবং বৃষ্য (বীর্যকর)। বুচকি দানা বাতরক্ত এবং কুষ্ঠ নাশক।

ইহার বীজ হইতে তৈল প্রস্তুত হয়, তাহাও শ্বেতরোগে বিশেষ উপযোগিতার সহিত ব্যবহৃত হইয়া থাকে। আক্রান্ত স্থানে তৈল প্রয়োগে চর্ম প্রথমে লাল হইয়া পরে স্বাভাবিক আকার ধারণ করে। তৈল প্রয়োগের পরে চর্মকে শুষ্ক হইতে দিতে হয়, এই সময়ে রৌদ্র লাগান নিষেধ। কলিকাতার ট্রপিক্যাল স্কুলে যে গবেষণা চলিতেছে, তাহাতেও শ্বেতরোগে বাবচি তৈলের উপকারিতা স্বীকৃত হইয়াছে।

শ্বেতরোগে ইহার আর এক প্রকার প্রয়োগও লক্ষিত হইয়া থাকে। বাবচিবীজ ১ ড্রাম এবং আর্সেনিক সালফাইড বা লাল হরিতাল ১ ড্রাম ছুইটি একত্রে উত্তমরূপে চূর্ণ করিয়া গোমূত্র সহ বাটিয়া কল্ক (paste) করিয়া আক্রান্ত স্থানে লাগাইতে হয়।

বলা বাহুল্য, হোমিওপ্যাথিক মতে প্রস্তুত অরিষ্টও শ্বেতরোগের একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ হইয়াছে। ছুলি এবং সোরিয়েসিস বা বিচর্চিকা

---

* আয়ুর্বেদ মতে—

শ্বিত্রারির্বাকুচীভেদঃ কুষ্ঠ দোষ ত্রয়াস্রাজিৎ।
বাতরক্তহরো লেপাৎ সিধ্মাশ্বিত্রবিনাশনঃ॥

অর্থাৎ শ্বিত্রারি ও বাকুচীভেদ ছুইটি পর্যায়। ইহা ত্রিদোষনাশক, কুষ্ঠ, রক্তদোষ এবং বাতরক্ত রোগে ব্যবহৃত হয়। ইহার প্রলেপে সিধ্ম ও শ্বিত্ররোগ নিবারিত হয়।

নামক চর্মরোগেও ইহা বিশেষ উপযোগিতার সহিত ব্যবহৃত হয়; অধিকন্তু ইহা কৃমিনাশক (vermifuge), মূত্রকারক, ঘর্মনিঃসারক এবং পিত্তঘ্ন; সুতরাং জর রোগেও ইহার উপকারিতা স্বীকৃত হয়।

ক্রম—θ এবং নিম্ন শক্তি।

কণ্টকারী বা কণ্টিকারী

(Solanum Xanthocarpus)

সাধারণ নাম—সংস্কৃত—কণ্টকারী, কণ্টকিনী; বাংলা—কণ্টকারী*; হিন্দি—কাণ্টেলি; বম্বে ও মারাঠী—ভুইরিংগানী; তেলেগু—নেলা-মূলাক; তামিল—কন্দনকাটারী; গুজরাতী—পথারিক্ষনি; ক্যানাড়ীজ—কণ্টকারী; আরব—হাদক; ইংরাজী—ওয়াইলড এগ্‌স প্লাণ্ট।

ইহা সোলেনেসী (solanceæ) জাতীয় উদ্ভিদ। ইহার অপর ডাক্তারী নাম—সোলেনাম জ্যাকুইনী (solanum jacquinii)।

কণ্টকারী দুই প্রকার তন্মধ্যে শ্বেত কণ্টকারী দুষ্প্রাপ্য; সাধারণ কণ্টকারীই ঔষধার্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

প্রাচীন আয়ুর্বেদীয় গ্রন্থকারদের মধ্যে—চরক বলেন—ইহা অর্শ,

---

* আয়ুর্বেদ মতে—

কণ্টকারী সরা তিক্তা কটুকা দীপনী লঘুঃ।
রুক্ষোষ্ণা পাচনী কাস শ্বাস জ্বর কফানিলান্।
নিহন্তি পীনসং পার্শ্বপীড়া ক্রিমি হৃদাময়ান্॥

অর্থাৎ কণ্টকারী সারক, তিক্ত-কটু-রস, অগ্নিদীপক, লঘু, রুক্ষ উষ্ণবীর্য ও পাচক এবং ইহা কাশ, শ্বাস, জ্বর, কফ, বায়ু, পীনস, পার্শ্বশূল, কৃমি ও হৃদরোগ-নিবারক।

মদাত্যয় (delirium tremens), মূত্ররুচ্ছ্রতা, পাথরী ইত্যাদিতে উপকারী।

সুশ্রুত—চক্ষুপ্রদাহ বা চোখ-উঠা, শ্বাসযন্ত্রের রোগ, কাশি, মূত্রসম্বন্ধীয় গোলযোগ এবং stricture বা মূত্রনলীর সঙ্কোচ।

চক্রদত্ত—কাশি, stricture বা মূত্রনলী সঙ্কোচ এবং মূত্রকষ্ট।

বঙ্গসেন—শিশুদের কাশি।

লেফটেন্যাণ্ট কর্নেল চোপরা বলেন—ইহার শিকড় আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসকগণ কর্তৃক অনেক ঔষধের উপাদানরূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ইহা মূত্রকারক, কফ-নিঃসারক এবং জরঘ্ন। গুড়ঞ্চের সহিত ইহার ক্বাথ জর ও কাশিতে টনিকের ন্যায় ব্যবহৃত হয়।

সোলেনাম বা কণ্টকারী কণ্ঠরোগে বিশেষ ফলপ্রদ। যে কোন প্রকার স্বরভঙ্গে ইহা উপযোগিতার সহিত ব্যবহৃত হইতে পারে। শিশুদের স্বরভঙ্গ সহ সর্দি কাশিতে ইহা বিশেষ ফলপ্রদ। শিশুদের নিউমোনিয়া, ব্রঙ্কাইটিস প্রভৃতি রোগের পরবর্তী শুষ্ক কষ্টকর স্বরভঙ্গযুক্ত কাশিতে কণ্টকারী বিশেষ উপযোগী। নিউমোনিয়া, ব্রঙ্কাইটিসের শুষ্ক স্বরভঙ্গযুক্ত কাশিতে ইহা উপকারী; ফলতঃ এরূপ স্থলে অন্যান্য ঔষধ অপেক্ষা ইহার কার্যকারিতা অধিক দৃষ্ট হয়। হাঁপানিতেও ইহা তুল্য উপযোগী।

কণ্টকারী বসন্তরোগের একটি উৎকৃষ্ট প্রতিষেধক। ইহার মূল চারি আনা মাত্রায় তিনটি গোলমরিচের সঙ্গে বাটিয়া খাইতে হয়। ইহা সকল প্রকার শোথরোগেও বিশেষ উপযোগিতার সহিত ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

মূত্রকৃচ্ছ্রে কণ্টকারী উপকারী। ইহার ডাঁটা এবং পাতা হইতে রস বাহির করিয়া উহার এক ছটাক আন্দাজ একটু মধু সহ খাইলে প্রস্রাব সরল এবং পরিষ্কার হয়।

উপদংশ ক্ষতে পচন ধরিলে অর্ধ ইঞ্চি পরিমাণ কণ্টকারীর শিকড় পানের সঙ্গে এক সপ্তাহ চিবাইয়া খাইলে ক্ষত আরোগ্য হয় বলিয়া প্রকাশ।

কণ্টকারীর পাঁচন জর রোগে বিশেষ উপকারী। কণ্টকারীর বীজ শিলে বাটিয়া প্রলেপ দিলে ফোড়া সহজে পাকিয়া যায়।

যে কারণেই হউক এবং দিন রাত্রির মধ্যে যে সময়েই উপস্থিত হউক, সাধারণ স্বরভঙ্গে, সোলেনাম বা কণ্টকারী বিশেষ উপযোগিতার সহিত ব্যবহৃত হইতে পারে। এস্থলে আমরা প্রসিদ্ধ বিদেশীয় ঔষধ-গুলির নাম উল্লেখ করিতে পারি, যেমন কার্বো ভেজ, কষ্টিকাম, ফসফরাস, সেলেনিয়াম প্রভৃতি। কার্বো ভেজের স্বরভঙ্গ সন্ধ্যাকালে বাড়ে, সেই সঙ্গে শুষ্ক, সঙ্কোচক কাশি বর্তমান থাকে। বর্ষাকালের ন্যায় আর্দ্র আবহাওয়ার কাশিতে কার্বো ভেজ বিশেষ উপযোগী হইয়া থাকে। ফসফরাসেও সন্ধ্যাকালীন স্বরভঙ্গ আছে। ইহাতেও কাশি আছে, কিন্তু কার্বো ভেজের ন্যায় উহা সঙ্কোচক নহে। প্রাতঃকালীন স্বরভঙ্গে সালফার উপযোগী। কষ্টিকামও প্রাতঃকালীন স্বরভঙ্গে ব্যবহৃত হয়; কিন্তু শীতকালের প্রাতঃকালীন স্বরভঙ্গেই ইহা অধিকতর উপযোগী হইয়া থাকে। সমস্ত শরীরে টাটানি বেদনার সঙ্গে যদি স্বরভঙ্গ উপস্থিত হয়, বিশেষতঃ প্রাতঃকালে, তাহা হইলে ইউপেটোরিয়াম পার্ফ তাহার উপযুক্ত ঔষধ হইবে। বক্তৃতা করিয়া এবং উচ্চৈঃস্বরে গান গাহিয়া স্বরভঙ্গ হইলে সেলেনিয়াম (selenium) ব্যবহৃত হয়।

কিন্তু সোলেনাম বা কণ্টকারী ইহার সকল অবস্থাতেই তুল্য উপযোগিতার সহিত ব্যবহৃত হয়। উক্ত ঔষধ সকল প্রয়োগ করিয়া যেখানে আশানুরূপ ফল পাওয়া যায় না, সেখানে কণ্টকারী ব্যবহার করিয়া দেখা উচিত।

পিপাসা, বমন, অরুচি, দাহ, কাশি এবং পার্শ্ববেদনা প্রভৃতি লক্ষণযুক্ত

তরুণ জ্বরে কণ্টকারী ব্যবহৃত হয়। মূত্রকৃচ্ছ্র, মূত্রাবরোধ এবং পাথরী রোগেও ইহা ফলপ্রদ। বার্বারিস, ক্যান্থারিস, সার্সাপ্যারিলা, লাইকো-পোডিয়াম প্রভৃতি মূত্ররোগের উৎকৃষ্ট ঔষধ সকলের সহিত ইহার তুলনা করা যাইতে পারে।

ক্রম—সাধারণতঃ ইহার মূল অরিষ্ট এবং নিম্ন ক্রমই অধিকাংশ স্থলে ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

হরীতকী

(Terminalia Chebula)

সাধারণ নাম—সংস্কৃত (ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের হরীতকী *) হরীতকী, পাঠ্যা, মুধা, ভিষকপ্রিয়া, অভয়া, কায়স্থা, পুতনা, অমৃতা,

---

* আয়ুর্বেদ মতে—

হরীতকী পঞ্চরসাঽলবণা তুবরা পরম্।
রুক্ষোষ্ণা দীপনী মেধ্যা স্বাদুপাকা রসায়নী।
চক্ষুষ্যা লঘুরায়ুষ্যা বৃংহণী চানুলোমনী।
শ্বাসকাস প্রমেহার্শঃ কুষ্ঠ শোথোদর ক্রিমীন্॥
বৈস্বর্য্য গ্রহণী রোগ বিবন্ধ বিষম জ্বরান্।
গুল্মাধ্মান তৃষাচ্ছর্দ্দিহিক্কা কণ্ডুহৃদাময়ান্॥
কামলাং শূলমানাহং প্লীহানঞ্চ যকৃৎ তথা।
অশ্মরীং মূত্রকৃচ্ছ্রঞ্চ মূত্রাঘাতঞ্চ নাশয়েৎ॥

অর্থাৎ, হরীতকী—মধুর, অম্ল, তিক্ত, কটু, কষায় এই পঞ্চ রসযুক্ত ; লবণ নাই। ইহা রুক্ষ, উষ্ণবীর্য, অগ্নির দীপ্তিকর, মেধাজনক, পাকে মধুর রস, রসায়ন, চক্ষুরোগে উপকারী, লঘু, আয়ুবৃদ্ধিকর, বলকারক এবং রেচক। শ্বাস, কাশ, প্রমেহ, অর্শ, কুষ্ঠ, শোথ প্রভৃতি রোগে ইহা ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

হৈমবতী, চেতকী, শিবা, বিজয়া, জীবন্তী, রোহিনী ; বাংলা—হরীতকী ; হিন্দি—হর্দা, পাইলহরা ; আরব—হালিলাজা ; সিন্ধি—ইমাচি ; পাঞ্জাবী ও কাশ্মীরী—জর্দ-হালালা ; গুজরাতী—হিমাজা, পাইলোহারা ; মারাঠী—হিরাদা ; তেলেগু—কারাক্‌কায়া ; তামিল ও মালয়লম—কাতুক্কাই ; ইংরাজী—চেবুলিক মাইরোবালান, ইঙ্ক নাট।

ইহা কমব্রিটেসী (combretaceæ) জাতীয় বৃক্ষ, ইহার অপর ডাক্তারী নাম—টারমিনেলিয়া রেটিকুলাটা (terminalia reticulata)।

বাঙ্গালী হিন্দুর কাছে হরীতকীর পরিচয় অনাবশ্যক ; হিন্দু দেব-দেবীর পুজায় ইহা অপরিহার্য অঙ্গরূপে ব্যবহৃত হয়। হরীতকীর ভেষজগুণও অতুলনীয়।

হরীতকী প্রকাণ্ড বৃক্ষ। ভারতবর্ষের প্রায় সর্বত্রই দেখিতে পাওয়া যায়। উত্তর ভারত, মধ্যপ্রদেশ এবং বম্বে প্রেসিডেন্সীর দক্ষিণাংশে ইহা প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়।

প্রাচীন আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসকগণের মধ্যে চরক ইহার উপযোগিতা স্বীকার করিয়াছেন—রক্তস্রাবী অর্শ, পাকস্থলী সংক্রান্ত রোগ, পুরাতন রক্তামাশয়, কাশির জন্য কামলা বা জণ্ডিস, সর্দি, কাশি, বমন।

সুশ্রুত—বাত অর্শ (রক্তস্রাবী নহে), গোদ, প্লীহার বিবৃদ্ধি, উদর-গ্রন্থির বিবৃদ্ধি, হিক্কা।

বাগ,ভট্ট—অর্শ, পাথরী, কণ্ঠরোগ এবং টনিক।

হারীত—রক্তোৎকাশ, রক্তবমন, মদাত্যয় (delirium tremens)।

চক্রদত্ত—বাত, উদরী, চক্ষুরোগ।

ভাবপ্রকাশ—টাইফয়েড জ্বর, পুরাতন উদরাময় এবং রক্তামাশয়, পিত্তশূল।

বঙ্গসেন—তীব্র বেদনাসহ উদরাময়, আঙ্গুলহাড়া।

ডাক্তার নাদকর্নী, তাঁহার 'ইণ্ডিয়ান মেটিরিয়া মেডিকা' নামক সুপ্রসিদ্ধ পুস্তকে চারি জাতীয় হরীতকীর কথা উল্লেখ করিয়াছেন। (ক) শর্বরী হারেদ, (খ) রঙ্গরী হারেদ, (গ) বালা হারেদ এবং (ঘ) জবা হারেদ। শর্বরী হারেদ বড়, ঘন, ভারী, প্রায় দুই ইঞ্চি লম্বা, হরিদ্রাভ ধূসরবর্ণবিশিষ্ট। কাটিলে হরিদ্রাভ অথচ ধূসরাভ শাঁস ও আঁটি দেখা যায়। রঙ্গরী হারেদ অপেক্ষাকৃত ছোট, এক ইঞ্চি লম্বা, ইহার শাঁস শুষ্ক, হরিদ্রাবর্ণের এবং শর্বরী হারেদ অপেক্ষা কম সঙ্কোচক। বালা হারেদ আরও ছোট, রং গাঢ় ধূসর বা কাল, ইহার বলী বা কুঞ্চন (wrinkle) পূর্বোক্ত দুই জাতীয় অপেক্ষা বেশী, শাঁস কাল এবং ইহাতে বীচি নাই। জবা হারেদ সকলের ছোট এবং ইহার অন্যান্য গুণ বালা হারেদের ন্যায়।

ইহাদের গুণ সম্বন্ধে তিনি আরও বলেন, কাঁচা হরীতকী বিরেচক এবং পাকা হরীতকী সঙ্কোচক। রঙ্গরী হারেদ চামড়া ট্যান করিতে এবং রং করিতে ব্যবহৃত হয়। ইহা বিরেচক, অগ্নিদীপক এবং বলবর্ধক। শর্বরী হারেদ উত্তম বিরেচক, বালা হারেদ মৃদু বিরেচক এবং পিত্তঘ্ন।

কিন্তু আয়ুর্বেদে সপ্ত জাতীয় হরীতকীর কথা লিখিত আছে। বর্তমানে ইহার প্রভেদ সহজসাধ্য নহে এবং সকল জাতি পাওয়াও যায় না। আয়ুর্বেদ মতে হরীতকীর জাতি এবং গুণ বিশেষ উল্লেখযোগ্য—

বিজয়া রোহিণী চৈব পুতনাচামৃতাভয়া।
জীবন্তী চেতকী চেতি পথ্যায়াঃ সপ্তজাতয় ॥
অলাবু বৃত্তা বিজয়া বৃত্তা সা রোহিণী স্মৃতা।
পুতনাস্থিমতী সূক্ষ্মা কথিতা মাংসলামৃতা ॥
পঞ্চরেখাঽভয়া প্রোক্তা জীবন্তী স্বর্ণবর্ণিনী।
ত্রিরেখা চেতকী জ্ঞেয়া সপ্তানামিয়মাকৃতিঃ ॥

বিজয়ার আকৃতি অলাবু বা লাউয়ের ন্যায় গোলাকার, রোহিণী সম্পূর্ণ বৃত্তাকার, পুতনা আকারে ছোট—পরন্তু উহার বীচি বড়, অমৃতা মাংসল অর্থাৎ অত্যধিক শাঁসযুক্ত—উহার বীচি ছোট, অভয়া সূক্ষ্ম বলিযুক্ত দেহবিশিষ্ট, চেতকীরও তিনটি বলী আছে, জীবন্তীর রং স্বর্ণবৎ।

অভয়া চক্ষুরোগে হিতকর, বিজয়া এবং জীবন্তী সর্বব্যাধিতেই প্রশস্ত।

কাচিদাস্বাদ মাত্রেণ কাচিদ্‌গন্ধেন ভেদয়েৎ।
কাচিৎ স্পর্শেন দৃষ্ট্যান্যা চতুর্ধা ভেদয়েচ্ছিবা॥
চেতকী পাদপচ্ছায়ামুপসর্পন্তি যে নরাঃ।
ভিদ্যন্তে তৎক্ষণাদেব পশুপক্ষী মৃগাদয়ঃ।
চেতকী তু ধৃতা হস্তে যাবৎ তিষ্ঠতি দেহিনঃ।
তাবদ্ ভিদ্যেত বেগৈর্ণা প্রভাবান্নাত্র সংশয়ঃ॥

কোন হরীতকী ভক্ষণ করিলে, কোনটির বা ঘ্রাণ লইলে, কোন হরীতকী স্পর্শ করিলে এবং কোন হরীতকী দর্শন করিলেও ভেদ হইয়া থাকে। চেতকী নামক হরীতকীবৃক্ষের ছায়ায় মনুষ্য বা পশুপক্ষী ইত্যাদি কোন জীব গমন করিলে, তাহার তৎক্ষণাৎ ভেদ হয়। ইহার এমনই প্রভাব যে, যতক্ষণ পর্যন্ত এই হরীতকী হাতে রাখা যায়, ততক্ষণ পর্যন্ত ভেদ হইতে থাকে। আমাদের মুনিঋষিগণ এমন প্রভাবশালী দ্রব্যের কথাও লিখিয়া গিয়াছেন যাহার অস্তিত্ব অতি প্রাচীনকালে এই ভারতেই ছিল, কাল প্রভাবে তাহা লোপ পাইয়াছে। এখন দুর্গম পার্বত্যাঞ্চলের বনজঙ্গলে আছে কি না তাহার সন্ধান বা কে রাখে!

হরীতকী পিত্তনাশক, যেহেতু ইহা স্বাদু, তিক্ত ও কষায়রসবিশিষ্ট। ইহা কফনাশক, কারণ ইহা কটু, তিক্ত এবং কষায়রসবিশিষ্ট। অম্লরস-বিশিষ্ট বলিয়া ইহা বায়ুনাশক—

স্বাদু তিক্ত কষায়ত্বাৎ পিত্তহৃৎ কফহৃত্তু সা।
কটুতিক্ত কষায়ত্বাদম্লত্বাদ্বাতহৃচ্ছিবা ॥

জ্বর, কাশি, হাঁপানি, মূত্রপীড়া, অর্শ, ক্রিমি, বাত প্রভৃতির বহু ব্যাধিতে হরীতকী ব্যবহৃত হইয়া থাকে। বালা এবং জবা হরীতকী—উদরাময়, রক্তামাশয়, বর্ধিত প্লীহা ও যকৃৎ, হিক্কা, উদরাধ্মান, উদরশূল, বমন প্রভৃতিতে উপকারী। আয়ুর্বেদ মতে এই সকল ব্যাধিনাশক ক্কাথের প্রধান উপাদান হরীতকী। আয়ুর্বেদে কোষ্ঠকাঠিন্যের প্রধান ঔষধ হরীতকীখণ্ড, হরীতকী হইতেই প্রস্তুত হয়। হরীতকী, আমলকী ও বহেড়া এই ত্রিফলার সমপরিমাণ চূর্ণ, চিনি, গোলমরিচের চূর্ণ এবং পিপুল চূর্ণ একত্র মিশাইলে অজীর্ণ, অগ্নিমান্দ্যের উত্তম ঔষধ প্রস্তুত হয়। হরীতকী চূর্ণ, আদা চূর্ণ, মৌরী চূর্ণ ও সৈন্ধব লবণ চূর্ণ, এই কয়েকটি মিশাইয়াও অন্য প্রকারের অগ্নিদীপক ঔষধ প্রস্তুত করা যায়। ফলতঃ ইহা ফলপ্রদ মুষ্টিযোগরূপে বহুল পরিমাণে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ত্রিফলা ভিজান জল যেমন অগ্নিদীপক, কোষ্ঠবদ্ধে তেমনই উপকারী। কিন্তু শ্লেষ্মাপ্রধান ব্যক্তিদের পক্ষে ইহা হিতকারী নহে, কারণ ইহা শ্লেষ্মাবর্ধক। যে সকল ব্যক্তির ধাতুপ্রকৃতিতে ইহা সহ্য হয় না, তাঁহারা ইহা ফুটাইয়া ব্যবহার করিতে পারেন। রাত্রিতে একটি মেটে পাত্রে পাঁচনের নিয়মানুসারে জ্বাল দিয়া রাত্রির জন্য ঢাকিয়া রাখিবেন। পরদিন সকালে ছাঁকিয়া, এক আউন্স পরিমাণ খালি পেটে খাইবেন। হরীতকী, মৌরী, পলতার পাতা এবং গোলাপফুল, এই কয়েকটি দ্রব্য রাত্রিতে ভিজাইয়া রাখিয়া পরদিন সকালে খালি পেটে খাইলেও মন্দাগ্নি প্রশমিত হয় এবং কোষ্ঠশুদ্ধি হয়। শিশুদের মুখক্ষত, নানাবিধ পুরাতন ক্ষত এবং চর্মরোগে—হরীতকী, আমলকী ও বহেড়া চূর্ণ, খদির চূর্ণ এবং বিশুদ্ধ গব্য ঘৃত একত্রে মিশ্রিত করিয়া একপ্রকার মলম প্রস্তুত করা হয়। কেবল হরীতকীর সূক্ষ্ম চূর্ণ উত্তম দন্তমঞ্জনরূপে

ব্যবহৃত হইতে পারে। ইহা পায়োরিয়া ব্যাধিতেও উপকারী। পোকায় খাওয়া দাঁত, মাঢ়ী ফোলা দাঁতের গোড়া হইতে পুঁজ পড়া প্রভৃতি দাঁতের ব্যাধি উপশমে বিশেষ উপযোগিতার সহিত ব্যবহৃত হইয়া থাকে। পোড়া ক্ষতে হরীতকী বাটিয়া প্রলেপ দিলে উপকার পাওয়া যায়। ফলতঃ ইহার উপকারিতার কথা লিখিয়া শেষ করা যায় না।

এইরূপ অশেষ ভেষজগুণসম্পন্ন হরীতকী হইতে হোমিওপ্যাথিক ঔষধ প্রস্তুত হইয়াছে। কিন্তু হোমিওপ্যাথি মতে ইহার প্রুভিং, বা ব্যবহার যেরূপ ব্যাপক হওয়া উচিত, সেরূপ আজ পর্যন্ত হয় নাই। ডাঃ শরচ্চন্দ্র ঘোষ তাঁহার পুস্তকে* ইহার একটি মাত্র প্রুভিংয়ের বিবরণ দিয়াছেন। এস্থলে সংক্ষেপে তাহা প্রদত্ত হইল।

মন—অন্যমনস্কতা ; সহজেই বিরক্ত হওয়া।

মস্তক—অত্যন্ত মাথাঘোরা—পিছন মস্তকে আরম্ভ হইয়া মস্তকের সমগ্র ডান দিকে বিস্তৃত হয়, দিন রাত্রি সমভাবে মাথাঘোরা থাকে, মস্তকের ডানদিকের রগে (right temporal region) স্থচিবিদ্ধ বেদনা। রৌদ্রে, শক্ত চাপে এবং সঞ্চালনে মাথাঘোরার বৃদ্ধি ; ঠাণ্ডা জলে স্নানে, সন্ধ্যাকালের শুষ্ক ঠাণ্ডা হাওয়ায়, নিদ্রায় এবং আহারকালে উপশম।

মুখ—অত্যন্ত ঠাণ্ডা জল পান করিবার ইচ্ছা সহ প্রচুর পরিমাণ লালাস্রাব। দাঁতের মাঢ়ী ফোলা এবং শক্ত। মুখ হইতে দুর্গন্ধ নিঃসরণ। দুর্গন্ধ উদ্গার। প্রাতঃকালে অবিরত অম্ল, শূন্য উদ্গার।

জিহ্বা—স্ফীত, জিহ্বার অগ্রভাগ শুষ্ক, কটা রংয়ের লেপযুক্ত।

পাকাশয়—পূর্ণতা অনুভব ; সামান্য ফাঁপাবোধ। পাকস্থলী

* Drugs of Hindoosthan, page 335

এবং উহার উর্ধ্বপ্রদেশে (এপিগ্যাস্ট্রিয়ামে) নিম্নমুখী বেদনা, গড়গড় শব্দ। তলপেটের ডানদিকে বেদনা।

পৃষ্ঠ—মাজায় তীব্র বেদনার জন্য বসিতে কষ্ট হয়।

গ্রীবা, বক্ষ এবং যকৃৎ—ঘাড়ে ও পিঠে বেদনা। বুকের ডানদিকে তীব্র চাপক বেদনা। যকৃতে সামান্য বেদনা। বাহু চাপে বেদনার সাময়িক উপশম। হৃদ্প্রদেশে চাপক বেদনা।

মল—ঘন ঘন নিষ্ফল বেগ। প্রবল বেগের সঙ্গে সামান্য পরিমাণ মলত্যাগ হয়। অনেক চেষ্টায় সামান্য মলত্যাগ হয়। মলত্যাগকালে ঘর্ম। সরলান্ত্রে চুলকানি ও পুর্ণতা অনুভব। কোষ্ঠবদ্ধে মল শক্ত এবং অল্প হয়। উদরাময়ে মল অল্প ও পাতলা হয়। আমমিশ্রিত মল। পাকাশয়ে জ্বালাসহ্ বায়ুসঞ্চয়।

মুত্র—পরিমাণে কমিয়া যায়। রাত্রিতে ঘন ঘন প্রস্রাব হয়।

অঙ্গ প্রত্যঙ্গ—ডান হাতের ত্রিকোণ বা ডেলটয়েড পেশীতে বেদনা।

অন্যান্য লক্ষণ বিশেষ উল্লেখযোগ্য নহে।

বৃদ্ধি—সূর্যোত্তাপে, সঞ্চালনে, শক্ত চাপে এবং কখনও কখনও কাজকর্মের চাপে।

হ্রাস—ঠাণ্ডা জলে স্নান বা ধৌত করিলে ; সন্ধ্যাকালের শুষ্ক ঠাণ্ডা হাওয়ায় ; আহার এবং নিদ্রাকালে, চক্ষু মুদ্রিত করিলে ; মন ও শরীরের সম্পূর্ণ বিশ্রামে।

ভ্রমি অর্থাৎ মাথাঘোরা, ঠাণ্ডা জলে ধৌত করিলে উহার উপশম। কোষ্ঠবদ্ধ (নাক্স ভমিকার ন্যায়), পুনঃপুনঃ নিষ্ফল বেগ, সামান্য মলত্যাগ হয়। দন্তমাঢ়ীর নানাবিধ উপসর্গ। প্রবল পিপাসা সহ মুখমধ্য হইতে প্রচুর পরিমাণ লালাস্রাব এবং মুখে দুর্গন্ধ। জিহ্বা স্ফীত ও শুষ্ক। জিহ্বাগ্রে কটা রংয়ের লেপ।

পুরাতন উদরাময় এবং রক্তামাশয়, অর্শ এবং চর্ম্মরোগেও ইহার ব্যবহার আছে।

ক্রম—২x, ৩x, ৬x, ৩০।

সজারুর কুটিলান্ত্র

(Typhofebrinum)

যুবক সজারুর কুটিলান্ত্রের অংশবিশেষ। ইহা একটি নোসোড (nosode)। কিন্তু বাস্তবিক ইহাকে নোসোড না বলিয়া সারকোড (sarcode) বলাই সঙ্গত। নোসোড—morbid tissue and secretions অর্থাৎ পীড়িত বা বিকৃত তন্তু ও স্রাব বা নিঃসরণ হইতে প্রস্তুত। পক্ষান্তরে যে সকল ঔষধ healthy animal tissue বা organs অর্থাৎ সুস্থ জৈব টিস্যু বা তন্তু এবং যন্ত্র বা অঙ্গ হইতে প্রস্তুত হয়, তাহাকে সারকোড বলে। যুবক সজারুর কুটিলান্ত্রের নিম্নতম প্রদেশের আড়াই অঙ্গুলি পরিমিত স্থান লইয়া এই ঔষধ প্রস্তুত হইয়াছে।

আসাম গৌরীপুরের ডাঃ কালীকুমার ভট্টাচার্য মহাশয় ১৩২৯ সালে এই ঔষধ সুস্থ শরীরে নিজ দেহে পরীক্ষা করেন। এই নোসোড পরীক্ষা-কালে তাঁহাকে অত্যন্ত বিপদাপন্ন হইতে হইয়াছিল। নিউমোনিয়া, টাইফয়েড বিকার, ভয়ানক প্রলাপ প্রভৃতি নানা প্রকারের মারাত্মক উপসর্গ আসিয়া উপস্থিত হয়। যাহা হউক, ঈশ্বরের অপার করুণায় মানবজাতির হিতকল্পে তিনি যথাসময়ে সুস্থ হইয়া উঠেন।

ভেষজ লক্ষণ

উৎকণ্ঠা, রোগী মনে করে শ্বাসবদ্ধ হইয়া মৃত্যু হইবে। রোগী মৃত্যুর তারিখ প্রকাশ করিয়া বলে (অ্যাকোনাইটের

রোগী মৃত্যুর সময় ঠিক করিয়া বলে)। ঘোর অচৈতন্যাবস্থা, অথবা আংশিক জ্ঞানলোপ। প্রথমে মস্তিষ্ক এবং স্নায়ুমণ্ডলের উত্তেজনা হইয়া পরে অবসাদ উপস্থিত হয়। কখন কি বিপদ ঘটিবে—মনে সর্বদা এই আশঙ্কা।

মাথাধরা এবং মাথাঘোরা, মস্তিষ্কে রক্তসঞ্চয়। মস্তকের সম্মুখভাগে ব্যথা—যেন কেহ হাতুড়ি দিয়া আঘাত করিতেছে।

অক্ষিগোলকে বেদনা, বিশেষতঃ নড়াচড়ায়। চক্ষু দীপ্তি-হীন, আলোকাতঙ্ক। কানের মধ্যে শোঁ-শোঁ শব্দ, যেন ঝড় বৃষ্টি হইতেছে।

দাঁতের মাড়ীতে বেদনা, কালচে রক্ত জমা। দাঁতে সর্ডিস অর্থাৎ ময়লা জমা। ওষ্ঠ ফাটা, ঘা হইয়া যায়।

জিহ্বা শুষ্ক (কখনও রক্তযুক্ত), ফাটা, গোড়ার দিকে পীতাভ শাদা লেপ, প্রাতঃকালে মুখের স্বাদ তিক্ত (রোহিতক, পালসেটিলা)।

সময়ে সময়ে অধিক পরিমাণে জল পান করিবার ইচ্ছা, অন্যান্য খাদ্যে অনিচ্ছা।

বমনেচ্ছা, কিন্তু বমি হয় না।

উপর পেটে অস্বস্তি, মনে হয় যেন ঘা হইয়াছে। নাভি-প্রদেশে বেদনা।

যকৃৎ চাপিলে বেদনা, নিম্নদিকে উহার বৃদ্ধি।

পেটফাঁপা—মলত্যাগের পরে সামান্য কমে, কিন্তু কিছু সময় পরে পূর্ববৎ হয়।

সবুজ বা হরিদ্রাবর্ণের প্রচুর পরিমাণ আম বা শ্লেষ্মাযুক্ত মল। ঘন ঘন ছ্যাকড়া ছ্যাকড়া পাতলা দাস্ত।

মূত্রত্যাগকালে জ্বালা। ঘোর লালবর্ণের মূত্র।

আলজিহ্বা (uvula) ভারী ও স্ফীত—তজ্জন্য খুকখুকে কাশি। কাশিতে কাশিতে শ্বাসরোধ হইবার উপক্রম।

প্রথমতঃ ডান, পরে বাম—উভয় ফুসফুস আক্রান্ত।

রক্তচাপের (blood pressure) আধিক্য।

সমস্ত শরীরে বেদনা।

অত্যন্ত অনুভূতিপ্রবণ স্নায়ু; অপরাহ্নে অস্থিরতা বাড়ে। মস্তিষ্কে এবং দেহের বামভাগ পক্ষাঘাতপ্রবণ।

নিদ্রায় নানারূপ খেয়াল দেখা।

ঠাণ্ডায় সকল লক্ষণের বৃদ্ধি হয়, অথচ তাপ প্রয়োগও সহ্য হয় না।

শীতবিহীন জ্বর, কিন্তু বাতাসে অত্যন্ত শীতবোধ। উত্তাপাবস্থার প্রাবল্য। ঘর্মাবস্থার অভাব। টাইফয়েড জ্বরে মস্তিষ্ক, ফুসফুস এবং উদর আক্রান্ত।

প্রকৃতিগত লক্ষণ

নৈরাশ্য, উৎকণ্ঠা এবং অস্থিরতা, মৃত্যুভয়, মনে আশঙ্কা, দম আটকাইয়া প্রাণ যাইবে।

হঠাৎ ঠাণ্ডা লাগিয়া ব্যাধির আক্রমণ।

একজ্বর—স্বল্পবিরাম প্রকৃতির।

জ্বরের উষ্ণাবস্থায় পিপাসা।

ব্যাধির প্রথম হইতে উদরে বায়ুসঞ্চয়, বমনেচ্ছা এবং বমন। বমনের পরে অবসাদ।

জিহ্বা শাদা, পীতাভ, অথবা ক্লেদে আবৃত।

ঠাণ্ডায় সকল লক্ষণের বৃদ্ধি, অথচ রোগী গরমেও আরাম বোধ করে না।

নিদ্রাহীনতা কিন্তু তন্দ্রাভাব,রোগী কথা বলিতে ইচ্ছা করেনা।

প্রথমে ডান দিকে, পরে বাম দিকে নিউমোনিয়া।

শুষ্ক কাশি—দম আটকাইয়া আসে, দুপুর রাত্রির পরে বাড়ে, তখন বিছানায় শুইয়া থাকা যায় না, উঠিয়া বসিতে হয়।

শ্বাসরোধের মত টান, অনেক কাশিবার পরে দড়া দড়া শ্লেষ্মা উঠে। লোহার মরিচার আভাযুক্ত শ্লেষ্মা।

অতিরিক্ত রক্তচাপের (blood pressure) জন্য মস্তিষ্ক, ফুসফুস এবং কিডনী বা বৃক্কে রক্তাধিক্য।

পেটফাঁপা, বায়ু নিঃসরণ হয় না, হরিদ্রাভ সবুজ আম—বা শ্লেষ্মাযুক্ত জলবৎ মল। ভয়ঙ্কর দুর্গন্ধযুক্ত মল অসাড়ে নির্গত হয়।

* * * *

ম্যালেরিয়া জ্বর, জ্বরবিকার, ব্রঙ্কাইটিস, নিউমোনিয়া প্রভৃতিতে ব্যবহৃত হয়। জ্বরে বাতাস লাগিলে শীত হয়, নতুবা উহার বিশেষ অনুভব হয় না। উষ্ণাবস্থার এবং ঘর্মাবস্থার প্রাবল্য, অথবা ঘর্মাবস্থার অভাব বা স্বল্পতা দেখা যায়। টাইফয়েড জ্বরে মস্তিষ্ক, ফুসফুস এবং উদর আক্রান্ত হয়।

স্বল্পবিরাম বা রেমিটেণ্ট প্রকৃতির জ্বর। জিহ্বা শুষ্ক, শাদা বা হলদে রকমের ক্লেদে আবৃত।

টাইফোফেব্রিনামের মানসিক লক্ষণও উল্লেখযোগ্য। মন সর্বদাই নৈরাশ্যপুর্ণ, অস্থির এবং উৎকণ্ঠিত। দম আটকাইয়া প্রাণ যাইবে, মনে সর্বদাই এই প্রকারের আশঙ্কা। মৃত্যুভয়, কাহারও সহিত কথা বলিতে ইচ্ছা হয় না, স্ত্রীপুত্রাদির সহিতও না।

তন্দ্রালুতা, আংশিক জ্ঞানলোপ অথবা ঘোর অচৈতন্যাবস্থা। হুঙ্কারযুক্ত শুষ্ক কাশিতেও ইহা উপযোগী। কাশিতে কাশিতে যেন দম আটকাইয়া আসে, দুপুর রাত্রের পরে এই ভাবের বৃদ্ধি হয়; তখন বিছানায় উঠিয়া বসিতে হয়। হাঁপানির ন্যায় টান হয়; কাশিতে কাশিতে শ্লেষ্মা যাহা উঠে, তাহার রং লোহার মরিচার ন্যায়। ইহা প্রায়ই নিউমোনিয়ার দ্বিতীয় সপ্তাহে দেখা যায়।

টাইফোফেব্রিনামের বিশেষত্ব এই যে, প্রথমে উদর, পরে ফুসফুস এবং সর্বশেষে মস্তিষ্ক আক্রান্ত হয়। পেটফাঁপা প্রায় সর্বদাই থাকে, কিন্তু বায়ু নিঃসরণ হয় না। আম বা শ্লেষ্মাযুক্ত হরিদ্রাভ সবুজবর্ণের জলবৎ মল ইহার প্রকৃতিগত লক্ষণ।

রোগীর ঠাণ্ডায় সকল লক্ষণের বৃদ্ধি হয়, কিন্তু সে গরমেও আরাম বোধ করে না।

সান্নিপাতিক জ্বর বিকার প্রভৃতির প্রথম অবস্থায় ইহা ব্রাইওনিয়া, রাস টক্স এবং ব্যাপটিসিয়া ঔষধের তুল্য। হিমাঙ্গাবস্থায় কার্বো ভেজ, ল্যাকেসিস, আর্সেনিক, ওপিয়াম, মিউরিয়েটিক অ্যাসিডের সহিত ইহার তুলনা করা যাইতে পারে।

ক্রম—ইহা একটি নোসোড (nosode); সুতরাং ইহার নিম্ন ক্রম ব্যবহার বিপজ্জনক। ইহার ৩০, ২০০ এবং ততোধিক ক্রম প্রয়োগ করা উচিত।

পটোল

(Trichosanthes Dioica)

সাধারণ নাম—সংস্কৃত ও বাংলা—পটোল* ; হিন্দি—পালওয়াল ; মারাঠী—পাড়ুপাদ্বান ; তেলেগু—আদাভি পটোল ; তামিল—পেয়াপদল ; মালয়লম—কাট্টুপটলম্ ; ক্যানাড়ীজ—কাহী পদেয়াল ; ইংরাজী—ওয়াইলড স্নেকগোর্ড।

ইহা কিউকারবিটেসী (cucurbitaceæ) জাতীয় উদ্ভিদ। প্রাচীন আয়ুর্বেদীয় গ্রন্থকারগণের মত—

চরক—শোথ ও উদরী, সর্দি ও পৈত্তিক জ্বর, মৃদু প্রকৃতির পুরাতন জ্বর সেই সঙ্গে রক্তকাশি, জানুপ্রদাহ।

চক্রদত্ত—পৈত্তিক ও সর্দিজ জ্বর বাত।

সুশ্রুত—রক্তকাশি, পৈত্তিক জ্বর।

ভাবপ্রকাশ—পিত্তলক্ষণযুক্ত বসন্ত রোগ।

অনেক আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসক ইহা বসন্ত ও পান বসন্তে বিশেষ উপযোগী বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন।

সন ১৩২৪ সালে পাবনার ডাঃ প্রমদাপ্রসন্ন বিশ্বাস ইহা সুস্থ শরীরে পরীক্ষা করেন।

---

* আয়ুর্বেদ মতে পটোলপত্রের গুণ—

পটোলপত্রং পিত্তঘ্নং দীপনং পাচনং লঘু।
স্নিগ্ধং বৃষ্যং তথোষ্ণঞ্চ জ্বরকাসক্রিমি প্রণুৎ॥

অর্থাৎ—পলতা পিত্তনাশক, অগ্নিদীপক, পাচক, লঘু, স্নিগ্ধ, শুক্রকর, উষ্ণবীর্য এবং ইহা জ্বর, কাশ ও কৃমি রোগে হিতকর।

পটোলপত্র বা পলতা, পটোল ডাঁটা, মূল ইত্যাদি সম্বন্ধে—

পটোলপত্রং পিত্তঘ্নং নাড়ী তস্য কফাপহা।
ফলং তস্য ত্রিদোষঘ্নং মূলং তস্য বিরেচনম্॥

ধনে পল্‌তার ঝোল পিত্তাধিক্যে যেমন উপকারী, কোষ্ঠবদ্ধযুক্ত পিত্তজ্বরে রোগীকে খাইতে দিলে জ্বর বন্ধ হয় এবং রোগীর কোষ্ঠও পরিষ্কার হয়।

পটোলের মূল অত্যন্ত বিরেচক। ইহার বিরেচন করাইবার শক্তি এত তীব্র যে, ইহার মাত্রাধিক্যে অনেকে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে বলিয়াও শুনা যায়। প্রথমে মল, পরে পিত্ত ও আমভেদ, অবশেষে রক্তভেদ ও রক্তবমন হইয়া হিমাঙ্গাবস্থা উপস্থিত হয়। সুস্থ শরীরে ইহার ক্রিয়া আলোচনা করিলে, ইহা যে উদরাময়, অতিসার কলেরা জাতীয় উদরাময় এবং কলেরার একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ হইয়াছে সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নাই। ফলতঃ যে সমস্ত উদরাময় এবং অন্যান্য উপসর্গে পডোফাইলাম ব্যবহৃত হয়, তাহাতেই ট্রাইকোস্যান্থিস বিশেষ উপযোগী। পডোফাইলামের পরিবর্তে, অথবা উহাতে কোন ফল না পাইলে ট্রাইকোস্যান্থিস বিশেষ উপযোগিতার সহিত ব্যবহৃত হইতে পারে। তরুণ, পুরাতন নানাবিধ ম্যালেরিয়া জ্বরে এবং কালাজ্বরেও ইহা ব্যবহৃত হয়।

ভেষজ লক্ষণ

মনে হতাশ ভাব।

বিছানায় শয়নের পরে মাথাঘোরা, বিছানাশুদ্ধ ঘুরিতেছে এরূপ মনে হয়।

হরিদ্রাবর্ণের চক্ষু, চক্ষুকনীনিকা প্রসারিত (pupil dilated)।

মুখ দিয়া ক্রমাগত জল এবং মাঝে মাঝে আঠার ন্যায় থুথু উঠে।

গলা মুখ শুকাইয়া যায়, পিপাসা বোধ হয়।

গলার মধ্যে চিরিয়া গিয়াছে এইরূপ বোধ।

মুখ দিয়া জল উঠা, গা-বমি-বমি এবং বমন। বমনে শ্লেষ্মা এবং রক্তের ছিট বা ছোট ছোট রক্তের চাপ। রক্তবমন, উদ্গার।

সর্বশরীরে জ্বালা এবং পিপাসা, ঠাণ্ডা জিনিস খাইতে ইচ্ছা।

পেটে খালিবোধ। মুখ দিয়া জল উঠে। পেট ডাকে এবং মাজার মধ্যে কোঁ-কোঁ শব্দ সহ মলত্যাগ হয়।

যকৃতে বেদনা।

সবুজ হরিদ্রাবর্ণের পিত্তমিশ্রিত ভেদ বহু পরিমাণে হয়। আমপিত্তসংযুক্ত মল বা রক্তভেদে, অনবরত ভেদ হইতে হইতে রোগী অবসন্ন হইয়া পড়ে। বেদনাহীন মলভেদ, অথবা আমরক্ত, বেদনা ও টাটানি।

* * * * *

প্রচুর পরিমাণ তরল ভেদ ট্রাইকোস্থান্থিসের বিশেষত্ব। উহা সবুজ অথবা হরিদ্রাবর্ণের মল; পিত্তমিশ্রিত, অথবা আমপিত্তসংযুক্ত। রক্ত-ভেদ, অনবরত ভেদ হইতে হইতে রোগী অবসন্ন হইয়া পড়ে। মলে শাদা শাদা শ্লেষ্মার টুকরা থাকে। ফেনাযুক্ত মল, মলত্যাগকালে বেদনা বা উদ্বেগ কিছু থাকে না, মলত্যাগের পরে অনেকক্ষণ ধরিয়া কোঁথপাড়া এবং বেগ থাকে; হারিশ বাহির হয়; মলদ্বারে জ্বালা করে। মল-ত্যাগের সময় পড়পড় শব্দ হয়। বেদনা ও টাটানি, পেটডাকা এবং কোঁ-কোঁ শব্দ। মলত্যাগের পরে মলদ্বারে টাটানি ট্রাইকোস্থান্থিসের একটি বিশেষ লক্ষণ। অসাড়ে মলত্যাগ এবং রক্তভেদ।

ওলাউঠায় প্রবল ভেদবমন সহ অস্থিরতা, পিপাসা, গাত্রজ্বালা, ঘর্ম, ভয়ানক দুর্বলতা, হাত পা শীতল হওয়া এবং নাড়ী লোপ পাওয়া প্রভৃতি লক্ষণ বর্তমান থাকে।

বমনে ইহার প্রয়োগ আছে। বমনের পূর্বে গা-বমি-বমি করে, মুখ দিয়া জল উঠে, পেটের মধ্যে পাকায়। বমিতে অনেক পরিমাণ আঠার ন্যায় চাপ চাপ শ্লেষ্মা উঠে, উহাতে রক্তের ছিটও থাকিতে পারে। পিত্তবমি।

তরুণ ও পুরাতন ম্যালেরিয়া জ্বর এবং কালাজ্বরে ইহা বিশেষ উপযোগিতার সহিত ব্যবহৃত হয়। বেলা ১১।১২টার সময় শীত হইয়া জ্বর আসে, পিপাসা হয় ও মাথা ধরে। জ্বরের পরেও মাথাধরা থাকে, তবে সাধারণতঃ জ্বরের সঙ্গে সঙ্গে উহা বাড়ে। জ্বর একদিন কম, একদিন বেশী হয়; গা-বমি-বমি এবং বমন ইহার একটি প্রধান লক্ষণ। জল পান করিবার পরেই বমন হয়, কখনও কখনও পেট ডাকিয়া হলদে রংয়ের প্রচুর পরিমাণ ভেদ হয়, মুখ দিয়া অনবরত জল উঠে। জ্বরে ইপিকাকের পরিবর্তে, অথবা ইপিকাক দিয়া ফল না পাইলে, ট্রাইকোস্যান্থিস ব্যবহার করা যায়। পুরাতন জ্বরে প্লীহা ও যকৃতের বৃদ্ধি থাকে, কামলের লক্ষণও বর্তমান থাকে। চক্ষু হরিদ্রাবর্ণের হয়, শোথ দেখা দেয়। এই প্রকার লক্ষণে এবং কালাজ্বরেও ইহা বিশেষ উপযোগিতার সহিত ব্যবহৃত হয়।

পিত্তপ্রধান নানা প্রকৃতির জ্বরেই ইহা উপযোগী। মাথাধরা, মুখ দিয়া জল উঠা এবং গা-বমি-বমি ইহার প্রধান প্রকৃতিগত লক্ষণ। পিত্তযুক্ত উদরাময় বর্তমান থাকিলে ইহা অধিকতর উপযোগী হয়। ইপিকাক ও পডোফাইলাম প্রয়োগ করিয়া ফল না পাইলে, উহাদের পরিবর্তে ট্রাইকোস্যান্থিস ব্যবহার করিয়া দেখা উচিত।

ক্রম—ইহার ৩x, ৬x এবং ৩০ ক্রম সর্বদা ব্যবহৃত হয়।

রোগী-বিবরণ—(ক) জ্বরে ট্রাইকোস্যান্থিস

কুসুমকুমারী দেবী, বয়স প্রায় ৫০ বৎসর। ১৯৩২ খ্রীস্টাব্দের ৮ই অক্টোবর তারিখে, হাত পা চিবাইয়া, মাজা ফাটিয়া এবং চক্ষু জালা করিয়া জ্বর আসে। রোগিনীর পুরাতন বাতের ব্যারাম আছে। সামান্য বেদনাদি উপসর্গ থাকিলেও অপরাহ্নে জ্বর ছাড়িয়া যায় এবং পরদিনও রোগিনী ভাল থাকেন। কিন্তু ১০ই তারিখে সকালে একই উপসর্গ সহ জ্বর আসে। বৈকালে জ্বর কমিয়া গেলে রাস টক্স ৩০ দুই মাত্রা এবং পরদিন সকালে আর এক মাত্রা দিই।

১১ই অক্টোবর, অল্প জ্বর হইয়া পুনরায় ১২ই তারিখে কম্প দিয়া জ্বর আসে। মাথাধরা, গাত্রবেদনা, পিপাসায় জল পান করিলেই বমি হইয়া যায়। এই জ্বর একেবারে বিচ্ছেদ হয় নাই। বৈকালে একটু কমিলে, ইউপেটোরিয়াম পার্ফ ২০০, এক ফোঁটায় দুই মাত্রা করিয়া তখনই এক মাত্রা এবং পরদিন—

১৩ই অক্টোবর সকালে দ্বিতীয় মাত্রা প্রয়োগ করি। আজও জ্বর হয়, কিন্তু বেগ এবং অন্যান্য উপসর্গ কম।

১৪ই অক্টোবর সকালে অনৌষধি দেওয়া হয়। ১০টার সময় প্রবলবেগে জ্বর আসে। পূর্বের সমস্ত উপসর্গ বর্তমান, অধিকন্তু মুহুর্মুহুঃ পিত্ত দাস্ত হইতে থাকে। হাতে পায়ে তীব্র জালা। ইউপেটোরিয়াম সুনিশ্চিত ঔষধ মনে করিয়াছিলাম, কিন্তু সে ধারণা ভুল হইল। জ্বর কমিয়া গেলে ট্রাইকোস্যান্থিস ৬x দুই মাত্রা এবং পরদিন ১৫ই অক্টোবর সকালে আর এক মাত্রা দেওয়া হয়। আজও পূর্বদিনের ন্যায় উপসর্গ সহ জ্বর আসে, কিন্তু বাহে ও বমি পরিমাণে এবং বারে কম হইল। রাত্রিতে জ্বর কমিয়া গেলে পুনরায় ট্রাইকোস্যান্থিস দিলাম।

১৬ই অক্টোবর, সকালে জ্বর আসার পূর্বে আর এক মাত্রা উক্ত ঔষধ দেওয়া হয়।

আজও জর আসে, কিন্তু উহার বেগ যথেষ্ট কম ; মাথাধরা প্রভৃতি উপসর্গও অল্প পরিমাণে প্রকাশ পায়। আজিকার জরে দাস্ত ও বমি নাই।

১৭ই অক্টোবর, ঔষধ ঐ একই, সকালে জর আসিবার পুর্বে দুই মাত্রা। আজ জর হয় ৯৯°, উপসর্গ আদৌ ছিল না।

১৮ই অক্টোবর সকালে আর এক মাত্রা ঔষধ দেওয়া হয়। আজ জর আসে নাই।

১৯শে অক্টোবর, আজও সকালে আর এক মাত্রা ট্রাইকোস্থান্থিস দিয়া রোগিনীকে অন্নপথ্য দেওয়া হয়। ইহাতে জরও আর আসে নাই, ঔষধেরও আর প্রয়োজন হয় নাই।

(খ) উদরাময়ে ট্রাইকোস্থান্থিস

……কর্মকারের শিশুকন্যা, বয়স এক বৎসর ; দাঁত উঠিতেছে। উদরাময়, পেট দম মারিয়া থাকে, দিনে ৩।৪ বার পিচকারির বেগে প্রচুর পরিমাণে বাহ্যে হয়, মলের রং সবুজের আভাযুক্ত। পডো-ফাইলাম ৩০ এক ফোঁটায় তিন মাত্রা হিসাবে দুই দিন দিয়াও কোন ফল পাইলাম না। ইহাতে রোগী সরকারী ডাক্তারের হাতে যায় ; কিন্তু অ্যালোপ্যাথিক ঔষধ দুই দিন ব্যবহারে পীড়া অত্যন্ত বৃদ্ধি পায়। ১১ই জুলাই (১৯৩২) সকালে, পুনরায় আমার ডাক হয়। যাইয়া শুনিলাম, শিশু দিনে ও রাত্রিতে সাত আট বার বাহ্যে করিতেছে, এখনও মল পিচকারির ন্যায় বেগে হইতেছে—সকালবেলার দিকেই বেশী বাড়ে, মল কখনও সবুজের আভাযুক্ত, কখনও হরিদ্রাভ, উহার মধ্যে শাদা টুকরা। পডোফাইলাম ২০০ কয়েকটি অণুবটিকা দিয়া আসিলাম ; কিন্তু ইহাতেও ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ভালর দিকে কোন পরিবর্তন দেখিলাম না। ইহার উপর আর নির্ভর করিয়া বসিয়া থাকা উচিত নহে মনে করিয়া পুনরায় রোগী দেখিতে গিয়া দেখিলাম, মার্কুরিয়াসের ন্যায় মলত্যাগের সময়ে শিশু অনেকক্ষণ ধরিয়া কোঁথ পাড়ে, অথচ

মলের প্রাচুর্য এবং প্রকৃতি পডোফাইলাম, ফসফরাস ইত্যাদির তুল্য। প্রচুর পরিমাণ মলের সঙ্গে কোঁথপাড়া, বিশেষতঃ মলে শাদা শ্লেষ্মাবৎ টুকরা দেখিয়া, দুই ফোঁটায় ৪ মাত্রা ট্রাইকোস্থান্থিস দিয়া তিন চার ঘণ্টা অন্তর খাওয়াতে বলিয়া আসিলাম।

১৩ই জুলাই সকালে শুনিলাম, গতকল্য বৈকাল হইতেই বাহ্যে কমিয়া গিয়াছে, রাত্রির মধ্যে মাত্র একবার গিয়াছে, আজ সকালেও একবার, পরিমাণে কম এবং পুর্ব্বের ন্যায় পাতলা নহে—ঘন হইয়াছে। ঐ ঔষধ আজও ৪ মাত্রা দেওয়া হয়।

১৪ই জুলাই, গতকল্য মাত্র ২ বার নরম মলবিশিষ্ট বাহ্যে হইয়াছে। আজ আর দুই মাত্রা ট্রাইকোস্থান্থিস দিয়া ঔষধ বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়।

গুলঞ্চ

(Tinospora Cordifolia)

সাধারণ নাম—সংস্কৃত—গুড়ুচী, সোমবল্লী, পিত্তঘ্নী ; বাংলা, হিন্দি—গুলঞ্চ* ; মারাঠী—গুল্‌ভেল, বম্বে—অম্বার ভৈল ; গুজরাতী—গ্যাদো ; তেলেগু—তিপ্পাতিগো ; মালয়লম—পিটুরাণী ; তামিল—সিন্দিলকোদী।

* আয়ুর্ব্বেদ মতে—

গুড়ূচী কটুকা তিক্তা স্বাদুপাকা রসায়নী॥
সংগ্রাহিণী কষায়োষ্ণা লঘ্বী বল্যাগ্নিদীপনি ;
দোষত্রয়া মতৃড়দাহ মেহ কাসাংশ্চ পাণ্ডুতাম্।
কামলা কুষ্ঠ বাতাস্র জ্বর ক্রিমিবমীন হরেৎ।
প্রমেহ শ্বাস কাসার্শঃ কৃচ্ছ হৃদ্রোগ বাতনুৎ।

ইহা মেনিসপারমেসী (menispermaceæ) জাতীয় উদ্ভিদ। ইহার অপর ডাক্তারী নাম—ককুলাস কর্ডিফোলিয়া (cocculus cordifolia)।

আয়ুর্বেদ মতে ইহা একটি শ্রেষ্ঠ জরঘ্ন ঔষধ এবং "ভারতীয় কুইনাইন (Indian Quinine)" নামে খ্যাত।

প্রাচীন আয়ুর্বেদীয় গ্রন্থকারদের মত—

চরক—পুরাতন জর, কামলা, পিত্তবমন ইত্যাদি। প্রসবের পরে প্রসূতির স্তনদুগ্ধ শোধনার্থে গুলঞ্চের ব্যবহার চরক অনুমোদন করিয়াছেন।

বাগ্ভট্ট—প্রমেহের উৎকৃষ্ট ঔষধ।

ভাবপ্রকাশ—উৎকৃষ্ট টনিক, পুরাতন জর ও কামলা।

চক্রদত্ত—আমবাত বা আর্টিকেরিয়া (urticaria), জর, কুষ্ঠ এবং গোদ।

বঙ্গসেন—প্রবল হৃৎস্পন্দনসহ উদরাধ্মান বা পেটফাঁপা এবং বমন।

ব্যাধি আরোগ্য হইলেও, রোগীর দুর্বলতা নাশার্থে গুলঞ্চ ব্যবহৃত হয়। সামান্য পর্যায় জরে এবং বাতরোগের পুরাতন অবস্থায় বেশ উপকারী।

শরীরকে সুস্থ রাখিতে এবং বলিষ্ঠ করিতে কিছু দুগ্ধ এবং মিছরির সঙ্গে, অর্ধ হইতে এক ছটাক আন্দাজ গুলঞ্চের রস কিছু বেশী দিন ধরিয়া ব্যবহার করিতে হয়।

সাধারণ পুরাতন জরে শুধু গুলঞ্চের রসও উপকারী। মধুসহ গুলঞ্চের রস কামলা রোগে ব্যবহৃত হয়।

দুধের সঙ্গে গুলঞ্চের রস খাইলে ডিসপেপসিয়া বা অজীর্ণ, প্রস্রাবের অম্লত্ব এবং বাতরোগ ভাল হয়।

অর্থাৎ—গুলঞ্চ কটু-তিক্ত-কষায়-রস, মধুরবিপাক, রসায়ন, মলসংগ্রাহক, উষ্ণবীর্য, লঘু, বলকর ও অগ্নিদীপক এবং ইহা ত্রিদোষ, আম, তৃষ্ণা, দাহ, প্রমেহ, কাশ, পাণ্ডু, কামলা, কুষ্ঠ বাতরক্ত, জর, কৃমি, বমি, শ্বাস, অর্শ, মূত্রকৃচ্ছ্র, বায়ু ও হৃদরোগ নাশক।

তরুণ ম্যালেরিয়া জ্বরে ইহা ব্যবহৃত হয়। সবিরাম জ্বর প্রাতঃকালে আসে ; শীত কম্প, পিত্তবমন, পিপাসা, মাথাধরা প্রভৃতি লক্ষণ বর্তমান থাকে। এই প্রকৃতির জ্বরে অন্যান্য ঔষধ ব্যবহারে যেখানে ফল পাওয়া যায় না, সেখানে গুলঞ্চ ব্যবহার করিয়া দেখা উচিত।

পুরাতন ঘুষঘুষে জ্বরেও ইহার ব্যবহার আছে, বিশেষতঃ শুক্রক্ষয়-জনিত দুর্বলতা এবং প্রমেহের ইতিহাস থাকিলে। কুইনাইনের অপব্যবহারের পরবর্তী জ্বর, চোখ হাত পা জ্বালা, প্লীহা ও যকৃতের বৃদ্ধি, চক্ষু হরিদ্রাবর্ণ, অরুচি, মাথাধরা প্রভৃতি ইহার আনুষঙ্গিক লক্ষণ। এক্ষেত্রে ইহা পালসেটিলা, অ্যাজাডিরাকটা বা রোহিতক প্রভৃতি ঔষধের সমকক্ষ।

নানাপ্রকারের বমনেও গুলঞ্চ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। বমনে ইহা ইপিকাক, নাক্স ভমিকা, পডোফাইলাম প্রভৃতি ঔষধের তুল্য।

বারবার অল্প অল্প মূত্রত্যাগ, সেই সঙ্গে জ্বালা, পুঁজ নির্গমন প্রভৃতি উপসর্গ বর্তমানে প্রমেহেও ইহা ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

বাত, কুষ্ঠ এবং অন্যান্য চর্মরোগেও ইহার ব্যবহার আছে। পুনঃপুনঃ ম্যালেরিয়া জ্বরে ভুগিয়া এবং অতিরিক্ত শুক্রক্ষয় জন্য রোগী যখন অবসন্ন ও দুর্বল হইয়া পড়ে, তখন ইহা বলকারক ঔষধ বা টনিকের ন্যায় কার্য করিয়া থাকে।

ইহার নিম্ন ক্রম—২x, ৩x সাধারণতঃ ব্যবহৃত হয়। কখনও কখনও ৩০ শক্তিও ফলপ্রদ হইতে দেখা যায়।

সোমরাজ

(Vernonia Anthelmintica)

আয়ুর্বেদ মতে ইহা কেশ ও ত্বকের উপকারক ; রক্তপিত্ত, কুষ্ঠ, শ্বাস, মেহ, জর ও ক্রমি নাশক এবং শোথ, আম ও পাণ্ডুরোগ হিতকর।

সোমরাজ চূর্ণ এক ভাগ পরিমাণ মধুসহ সেবনে ক্রিমি ভাল হয়। সোমরাজ পাতার রস দধি দিয়া সেবনে আমাশয় সারে।

বাবচির ন্যায় ইহাও শ্বেতরোগের একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ, অধিকন্তু অন্যান্য কুষ্ঠ এবং বিচর্চিকা ইত্যাদি চর্মরোগেও বিশেষ উপযোগিতার সহিত ব্যবহৃত হইয়া থাকে। রোগ সম্পূর্ণ নিরাময় করিতে ঔষধ কিছু বেশী দিন ব্যবহারের প্রয়োজন হয়।

চক্রদত্ত—শ্বেতরোগে ইহার একটি ইমালশন (emulsion) প্রস্তুত করিয়া গোমূত্র সহ ব্যবহার করিতে বলেন। ইহা চারিভাগ সোমরাজ এবং এক ভাগ হরিতাল দিয়া প্রস্তুত করিতে হয়।

হোমিওপ্যাথি মতে প্রস্তুত অরিষ্টও শ্বেতরোগ, বিচর্চিকা বা সোরিয়েসিস (psoriasis) এবং অন্যান্য চর্মরোগে বিশেষ উপকারিতার সহিত ব্যবহৃত হইয়া থাকে। সূত্রবৎ এবং চেটো ক্রমি (thread and round worms), শিশুদের রাত্রিকালীন বিছানায় প্রস্রাব (enuresis), দাঁতকাঁটা প্রভৃতি উপসর্গেও এই ঔষধের বিশেষ উপকারিতা দেখা যায়।

ক্রম—θ, ২x, ৩x।

অশ্বগন্ধা

(Withania Somnifera)

সাধারণ নাম—সংস্কৃত—অশ্বগন্ধা,* পুষ্টিদা, বলদা, বাজীকরী; বাংলা—অশ্বগন্ধা; হিন্দি—অস্‌গন্ধ; তেলেগু—অশ্বগন্ধা, পিরু; গুজরাতী—অস্‌ধা; বম্বে—অশ্বগন্ধা; মালয়লম—পিভেটি; তামিল—অচিনভাগন্ধী; ইংরাজী—উইনটার চেরী।

ইহা সোলেনেসী (solanaceæ) জাতীয় উদ্ভিদ।

অশ্বগন্ধা গুল্মজাতীয় ছোট গাছ; দুই তিন হাত উচ্চ এবং শাখাবহুল থাকে। ভারতবর্ষের অনেক স্থানে, বঙ্গদেশেরও কোন কোন জেলায় এবং বম্বে প্রেসিডেন্সীতে পাওয়া যায়।

পুষ্টিদা, বলদা, বাজীকরী—অশ্বগন্ধার আর তিনটি নাম; সুতরাং ইহা যে পুষ্টিকারক, বলপ্রদ এবং বাজীকরণ ঔষধ, তাহা বলাই বাহুল্য। আয়ুর্বেদ মতে ইহা বহু পুরাকাল হইতে ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে। মুষ্টিযোগ হিসাবে ভারতবর্ষের অনেক গৃহস্থ বাড়ীতে ইহা ব্যবহৃত হয়।

ধাতুদৌর্বল্যের এবং ধ্বজভঙ্গের ইহা একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ। অশ্বগন্ধার মূলচূর্ণ চারি আনা মাত্রায় প্রত্যহ সন্ধ্যাকালে ঘৃত ও মধু সহ সেবন করিয়া, পরে গরম দুগ্ধ পান করিলে যথেষ্ট উপকার পাওয়া যায়। ইহাতে বৃদ্ধেরও বলবীর্য বর্ধিত হয় বলিয়া শুনা যায়। উপদংশ, বাত, মানসিক পরিশ্রমজনিত শারীরিক ক্ষয়ে ইহা বিশেষ উপকারী। গর্ভবতীর বলরক্ষার্থে এই চূর্ণ দুই চারি আনা মাত্রায় গরম দুগ্ধ সহ প্রয়োগ করা যায়।

---

* আয়ুর্বেদ মতে—অশ্বগন্ধানিলশ্লেষ্ম শ্বিত্রশোথক্ষয়াপহা।
বল্যা রসায়নী তিক্তকষায়োষ্ণাতিশুক্রলা॥

অর্থাৎ—অশ্বগন্ধা বায়ু, কফ, শ্বেতরোগ, শোথ এবং ক্ষয়রোগ নাশক। ইহা বলকারক, রসায়ন, তিক্ত-কষায়-রস, উষ্ণবীর্য এবং অত্যন্ত শুক্রবর্ধক।

ক্ষয়কাশিতেও অশ্বগন্ধার ক্কাথ বিশেষ উপকারী। অশ্বগন্ধার অরিষ্ট ও অশ্বগন্ধা ঘৃত—বল, বীর্য ও কান্তি বর্ধনে ব্যবহৃত হয়। শিশুদের কৃশতায় তাহাদের পুষ্টিবর্ধনে—অশ্বগন্ধা ঘৃত, অথবা অশ্বগন্ধা চূর্ণ দুগ্ধ, ঘৃত, তিল তৈল, অথবা ঈষদুষ্ণ জলের সঙ্গে সেবন করান যাইতে পারে।

শোথ উদরীতে গো-দুগ্ধ সহ অশ্বগন্ধা পেষণ করিয়া পান করিলে উপকার পাওয়া যায়; বায়ুচাপের জন্য হৃদ্‌-প্রদেশে বেদনা বা ভার বোধ—অশ্বগন্ধা মূলের চূর্ণ গরম জলের সঙ্গে পানে উপশমিত হয়।

চক্রদত্ত বলেন, অশ্বগন্ধা গর্ভপ্রদ; ঋতুস্নানের পরে বন্ধ্যা নারী অশ্বগন্ধার ক্কাথ ঘৃত বা দুগ্ধ সহ পান করিবে। প্রদরেও ইহা উপকারী। দৃষ্টিশক্তিবর্ধনার্থ অশ্বগন্ধা ও যষ্টিমধু চূর্ণ আমলকীর রসের সঙ্গে সেব্য। অশ্বগন্ধা, যষ্টিমধু, ভুঁইকুমড়ার ক্কাথ গরম দুগ্ধের সঙ্গে সেবনে প্রসূতির স্তনদুগ্ধ বাড়ে।

রাত্রিতে সুনিদ্রার জন্য চারি ভাগ অশ্বগন্ধা চূর্ণ দুগ্ধ ও চিনিসহ সেব্য।

অশ্বগন্ধার নানাবিধ বাহ্যিক প্রয়োগও আছে। ইহার মূল বাটিয়া প্রলেপ দিলে বাত ভাল হয়, পাতা বাটিয়া প্রলেপ দিলে কার্বাঙ্কল প্রভৃতি দূষিত ক্ষত ভাল হয়, গলা বা অন্য কোথাও গ্ল্যাণ্ড বা গ্রন্থি ফুলিলে ইহার কাঁচা মূল গোমূত্রের সঙ্গে বাটিয়া গরম করিয়া প্রলেপ দিলে গ্রন্থির ফোলা বসিয়া যায়।

হোমিওপ্যাথি মতে সুস্থ দেহে আজ পর্যন্ত ইহার প্রুভিং না হইলেও হোমিওপ্যাথিক ফার্মাকোপিয়া মতে ইহার মূল অরিষ্ট প্রস্তুত হইয়া উপরিউক্ত ব্যাধিসমূহে বিশেষ উপযোগিতার সহিত ব্যবহৃত হইতেছে। কলিকাতার ডাঃ ডি এন চ্যাটার্জী ইহা বহু স্থলে ব্যবহার করিয়াছেন এবং তিনি মূল অরিষ্ট প্রস্তুতের নিম্নলিখিত প্রক্রিয়া তাঁহার পুস্তকে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।

অশ্বগন্ধার শুষ্ক মূলচূর্ণ, ওজনে ৫ গুণ সুরাসারের সঙ্গে মিশাইয়া ৭ দিন পর্যন্ত শুষ্ক ঠাণ্ডা জায়গায় রাখিতে হইবে এবং প্রত্যহ সকাল সন্ধ্যায় উত্তমরূপে ঝাঁকি দিতে হইবে। অতঃপর ছাঁকিয়া পরিষ্কার করিয়া কাল বস্ত্রাবৃত বোতলে রাখিবে।

ক্রম—মূল অরিষ্ট দশ ফোঁটা মাত্রা।

রোগ-নির্ঘণ্ট

THERAPEUTIC INDEX

অ

আ

প

ব

য

র

মুষ্টিযোগে দেশীয় ঔষধের নির্ঘণ্ট

লেখক পরিচিতি

ডাঃ শ্রীখগেন্দ্রনাথ বসু হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক ও গ্রন্থকাররূপে হোমিওপ্যাথিক সুধীসমাজে সুপরিচিত।

ডাঃ বসু খুলনা জেলার মহেশ্বরপাশা গ্রামে ১৮৮৯ খ্রীষ্টাব্দে ৩১শে জানুয়ারী (১২৯৫, ১৯শে মাঘ) জন্মগ্রহণ করেন। ১৯০৭ সালে এণ্ট্রান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া দৌলতপুর হিন্দু একাডেমীর আই এ শ্রেণীতে ভর্তি হন। তিনি ১৯১০ সালের ক্যাম্পবেল মেডিকেল স্কুলে ভর্তি হন এবং গুণানুসারে ফ্রিশিপ প্রাপ্ত হন। কিন্তু স্বাস্থ্যহানিবশতঃ মাত্র ৬ মাস পরে পড়া ছাড়িয়া দেন। এই সময়ে চাকুরি করিতে করিতে সেণ্ট্রাল হোমিওপ্যাথিক কলেজের দ্বিতীয় শ্রেণীতে ভর্তি হন এবং ১৯১৩ সালে ডিপ্লোমা লাভ করেন। ১৯১৫ সালে তিনি কাকিনা রাজ্যে এপিডেমিক কলেরার সময় সাফল্যের সঙ্গে রোগী আরোগ্য করেন।

তারপর প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় শিলিগুড়ির নিকট গুল্‌মা বাগানে (চা-বাগানে) ডাক্তারী চাকুরীতে প্রবেশ করেন। বাগানের অন্যান্য কাজকর্ম শিখিয়া তিনি দুই বৎসরে অ্যাসিষ্টাণ্ট ম্যানেজার হন। কিন্তু চাকুরীতে বিতৃষ্ণা, অসৎসঙ্গ ও পুনঃপুনঃ ম্যালেরিয়া জ্বরে আক্রমণ তাঁহাকে সেখান হইতে ফিরিয়া আসিতে বাধ্য করিল। তদবধি গ্রামে থাকিয়া হোমিও-প্যাথিক দাতব্য চিকিৎসালয়ের অবৈতনিক ব্যবস্থাপক চিকিৎসক হিসাবে (পাকিস্তান পরিত্যাগ করিয়া না আসা পর্যন্ত) ৩০ বৎসরকাল দরিদ্র আতুরের সেবা করিয়া আসিতে-ছিলেন। ১৯৪৭ সালে জানুয়ারী মাসে উক্ত চিকিৎসালয়ের 'রজত জয়ন্তী' উৎসব সভায় তিনি সংবর্ধিত ও শতমুদ্রার থলি উপহৃত হন।

তিনি গ্রাম্য কংগ্রেস কমিটির প্রথমে সম্পাদক ও পরে সভাপতি হইয়া বহু নির্যাতন সহ্য করেন। ৫০ সালের দাঙ্গার পর পাকিস্তান ত্যাগ করিয়া তিনি মধ্যম পুত্রের কর্মক্ষেত্র হালিশহরে আসেন এবং এখানে গৃহ নির্মাণ করিয়া এইখানেই চিকিৎসা ব্যবসায় করিতেছেন। দেশে থাকিতেও যেমন এখানেও তেমনি বহু জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের সহিত সংশ্লিষ্ট আছেন।

ছাত্রাবস্থা হইতেই কবিতা, গল্প ও ঐতিহাসিক প্রবন্ধ লিখিয়া খ্যাতিলাভ করেন। 'মহেশ্বরপাশার পরিচয়' তাঁহার ইতিহাস গ্রন্থ ভূয়সী প্রশংসা লাভ করে। তাঁহার রচিত হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসাশাস্ত্রের বহু গ্রন্থ এবং স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা সংক্রান্ত সাময়িক পত্রিকায় প্রকাশিত বহু মৌলিক ও অনুবাদ প্রবন্ধ তাঁহার চিকিৎসক-সমাজে প্রতিষ্ঠার স্বাক্ষর। তাঁহার রচিত গ্রন্থের কয়েকখানি, যথা—বাতরোগ চিকিৎসা, বসন্ত ও হাম চিকিৎসা, ব্লাড-প্রেসার, সরল বক্ষঃস্থল পরীক্ষা ইত্যাদি।

আমাদের প্রকাশিত বাংলা পুস্তকাবলী

চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা ও মুখগহ্বরের যন্ত্রসমূহের পীড়া ও তাহার চিকিৎসা—ডাঃ অভয়পদ চট্টোপাধ্যায়, ৩৯৬ পৃষ্ঠা	৫·৫০
সরল বাইওকেমিক চিকিৎসা—ডাঃ আর কে মুখার্জী, ৯ম সং, ২২৪ পৃষ্ঠা	২·২৫
বেরিবেরি—ডাঃ এল এম পাল, ৩য় সং, ৯০ পৃষ্ঠা	১·০০
স্ত্রীরোগ চিকিৎসা—ডাঃ এস এম ভড়, ৮ম সং, ৩৮৪ পৃষ্ঠা	৪·৮০
শিশুরোগ চিকিৎসা—ডাঃ এস এম ভড়, ৯ম সং, ৩১৭ পৃষ্ঠা	৪·২৫
চিররোগের প্রকৃতি ও প্রতিকার—ডাঃ এস চ্যাটার্জী, ৪র্থ সং, ৩১৫ পৃষ্ঠা	৫·১৫
ম্যালেরিয়া জ্বর চিকিৎসা—ডাঃ কে এন বসু, ৫ম সং, ৩৪০ পৃষ্ঠা	৩·০০
ভারতীয় ঔষধাবলীর সংক্ষিপ্ত ভৈষজ্যতত্ত্ব—ডাঃ কে এন বসু, ১১শ সং, ২৭৩ পৃষ্ঠা	৪·০০
বাতরোগ চিকিৎসা—ডাঃ কে এন বসু, ৬ষ্ঠ সং, ২১৩ পৃষ্ঠা	২·৫০
বসন্ত ও হাম চিকিৎসা—ডাঃ কে এন বসু, ৪র্থ সং, ১৫৬ পৃষ্ঠা	২·২৫
ব্লাড-প্রেসার—ডাঃ কে এন বসু, ৪র্থ সং, ১৮৫ পৃষ্ঠা	৩·০০
সরল বক্ষঃস্থল পরীক্ষা—ডাঃ কে এন বসু, ৩য় সং, ২৪১ পৃষ্ঠা	৩·৩০
ঔষধ বাছাই প্রণালী—ডাঃ গৌরীনাথ মুখোপাধ্যায়, ৩য় সং, ১৯৯ পৃষ্ঠা	৩·২৫
ফিজিওলজি—ডাঃ জে চ্যাটার্জী, ৯ম সং, ৪২৬ পৃষ্ঠা	৬·৭০
জ্বর চিকিৎসার সার-সংগ্রহ—ডাঃ জে এম মিত্র, ৪র্থ সং, ৪১ পৃষ্ঠা	০·৮০
অর্গানন অফ মেডিসিন—ডাঃ ত্রিগুণানাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ৫৬৫ পৃষ্ঠা	৮·০০
ঔষধ পরিচয় বা মেটিরিয়া মেডিকা—ডাঃ নরেন্দ্রনাথ বন্দ্যো, ৭ম সং, ৮৪৭ পৃষ্ঠা	৯·২৫
ধাতু-দৌর্বল্য—প্রফুল্লচন্দ্র ভড়, ৭ম সং, ১৯৭ পৃষ্ঠা	২·০০
ঋতু-সম্বন্ধীয় পীড়া—প্রফুল্লচন্দ্র ভড়, ৬ষ্ঠ সং, ২২২ পৃষ্ঠা	২·৬০
বাইওকেমিক কম্পারেটিভ মেটিরিয়া মেডিকা—ডাঃ বি কে বসু, ১২শ সং, ৬৮৫ পৃষ্ঠা	৪·২০
ঔষধের শক্তি ও মাত্রা—ডাঃ বি কে বসু, ৬ষ্ঠ সং, ২১৫ পৃষ্ঠা	২·৪০
মানসিক লক্ষণের মেটিরিয়া মেডিকা—ডাঃ বি কে বসু, ৩য় সং, ৮০৯ পৃষ্ঠা	১০·০০
হোমিওপ্যাথি প্রসঙ্গ—ডাঃ বি কে সরকার, ৩৭০ পৃষ্ঠা	৬·০০
রক্ত ও রক্ত পরীক্ষা—ডাঃ বি বি সেন, ৭ম সং, ৪৭ পৃষ্ঠা	১·০০
মূত্র পরীক্ষা—ডাঃ বি বি সেন, ৮ম সং, ৪৩ পৃষ্ঠা	০·৮৫
পকেট মেটিরিয়া মেডিকা—ডাঃ আর বিশ্বাস, ৭ম সং, ৬৫২ পৃষ্ঠা	৭·০০
নোসোড্স—ডাঃ আর বিশ্বাস, ৫ম সং, ১৮২ পৃষ্ঠা	২·৩০
ডায়েরিয়া—ডাঃ আর বিশ্বাস, ৫ম সং, ১১৫ পৃষ্ঠা	১·৫০
গর্ভিণী ও প্রসূতি চিকিৎসা—ডাঃ আর বিশ্বাস, ৬ষ্ঠ সং, ৩২১ পৃষ্ঠা	৫·০৭
আমার ত্রিশ বৎসরের অভিজ্ঞতা—ডাঃ আর বিশ্বাস, ৫ম সং, ৩৪৭ পৃঃ	৫·৭৫
ব্রঙ্কাইটিস ও নিউমোনিয়া—ডাঃ আর বিশ্বাস, ৩য় সং, ১২১ পৃষ্ঠা	২·৬০
ঔষধের ক্রিয়াকাল ও সম্বন্ধ—ডাঃ আর বিশ্বাস, ৫ম সং, ১২০ পৃষ্ঠা	১·৭৫

LIST OF OUR ENGLISH PUBLICATIONS